সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ঊনপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাব্দ ১৩৪৯

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রবন্ধ-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৯শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১৩৪৯

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

ত্রিবেণীর স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রগুরু সুদীর্ঘজীবী মহাপণ্ডিত বিগত দুই শতাব্দী মধ্যে বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনীসংক্রান্ত অনেক কথা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী দপ্তরখানায় আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।[১] আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিলুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব হিন্দুদের বিবরণ তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে মুদ্রিত করেন। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে বৃহৎ ৪ খণ্ডে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়।[২] গ্রন্থের প্রথমাংশ রচনাকালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জীবিত ছিলেন। বাঙ্গলার তৎকালীন চতুষ্পাঠীসমূহ বিষয়ে ওয়ার্ড সাহেবের কৌতূহলজনক মূল্যবান্ উক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"At Trivanee, about 28 miles north of Calcutta, is a large chauvaree, where a bramhun named Jugunnat'hu Turku Punchanunu presides He knows a little of the vadus, and, it is said, has studied the vadantu, shankhyu, patunjulu, the nya, smrittee, tuntru, ulunkaru, kavyu, pooranu, and other shastrus. He is supposed to be the most learned and the oldest man in Bengal. He is said to be 109 years old At Nudea is the second chouvaree in Bengal. Here Shunkuru Turku Vageeshu presides He is learned in the nya shastrus. There are a great number of chouvarees in Bengal, amongst others of inferior note are those at Koomarhuttu, Muhoola, Valee, Gooptipara, Santipooru, etc" (I. p. 200)

নবদ্বীপের পূর্ণ অভ্যুদয়কালেও জগন্নাথের সর্ব্বাতিশায়ী প্রতিষ্ঠা অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ওয়ার্ড সাহেব এ স্থলে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ৭টি বিদ্যাস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভট্টপল্লী প্রভৃতির নাম নাই।

১। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭২৯-৩৫ দ্রষ্টব্য।

২। W. Ward : *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos* : 4 Vols. মুখপত্রে Jan. 1811 তারিখ আছে, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে (II. 315) ১৭২৯ শকাব্দের (১৮০৭ খৃঃ) পঞ্জিকার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, মূল রচনা ১৮০৭ খৃঃ-এর পরে নহে। এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণসমূহ অনেক পরিবর্ত্তিত বটে।

জন্ম-মৃত্যুর তারিখ

জগন্নাথের জন্মাব্দ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ পরিলক্ষিত হয় ; এক মতে ১১০১ সন এবং অন্য মতে ১১০২ সন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ওয়ার্ড সাহেব তিন স্থানে তিন প্রকার দিয়াছেন :—১০৯, ১১২ এবং ১১৭।[৩]

জগন্নাথের মৃত্যুসন বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, বিশ্বকোষ, চরিতাষ্টক, উমাচরণ ভট্টাচার্য্য-রচিত জীবনীগ্রন্থ ও রজনীকান্ত গুপ্তের 'চরিতকথা'য় ১২১৪ সনে তাঁহার মৃত্যু অভ্রান্তরূপে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ ইংরাজি সনটি ১৮০৭ না হইয়া ১৮০৬ হইয়া রহিয়াছে। জগন্নাথের মৃত্যুদিবসের উল্লেখ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। তৎকালে ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে জন্ম-মৃত্যুর শকাঙ্ক অপেক্ষা তিথিটিই অভ্রান্তরূপে প্রচারিত হইত। স্বর্গীয় উমাচরণ ভট্টাচার্য্যের লেখা মতে জগন্নাথের মৃত্যুতিথি "আশ্বিনী কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া" (পৃ. ৫৫), গণনানুসারে তদ্দ্বারা ১২১৪ সনের ৪ কার্ত্তিক (অর্থাৎ ১৮০৭ খৃঃ ১৯ অক্টোবর) জগন্নাথের মৃত্যুদিবস নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায়।

সৌভাগ্যবশতঃ জগন্নাথের জন্মশকাঙ্কে সন্দেহনিরসনের উপায়ও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে জগন্নাথের বয়স ১১১ (চরিতাষ্টক) হইতে ১১৩ (উমাচরণ ভট্টাচার্য্য) মধ্যে ছিল, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার জন্মতিথি "আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমী" (উমাচরণ, পৃঃ ৬) এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার রাশ্যাশ্রিত নাম ছিল "রামরাম"। জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে একমাত্র "তুলারাশি"তে রকারাদি নাম নির্ব্বাচন হয়। ১০৯৯, ১১০০, ১১০২ ও ১১০৩ সনে আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীতে

৩। "being 109 years old at the time of his death" (*ib.*, 2nd Ed., 1818, Vol. I, p. 595, 3rd Ed., Vol IV, 1820, p. 496)

"Who lived to be about 117 years of age" (*ib.*, 3rd Ed., Vol. III. p. 196 f. n.) এ স্থলে ওয়ার্ড সাহেব একান্নবর্ত্তী পরিবারের উদাহরণস্বরূপ জগন্নাথের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও একজন বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রভৃতি ৭০-৮০ জনের সুবৃহৎ পরিবারের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—In this family, for many years, when at a wedding or on any other occasion, the ceremony called the Shraddhu was to be performed, as no ancestor had deceased, they called the old folks, and presented their offerings to them. (উমাচরণ ভট্টাচার্য্য-রচিত জীবনী, পৃ. ৫১ দ্রষ্টব্য)।

জগন্নাথ বাল্যকালে ৺পঞ্চানন ঠাকুরের দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি ওয়ার্ড সাহেব এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :—The late Jugunnat'hu-Turkku-Punchanunu, WHO DIED IN THE YEAR 1807 AT THE GREAT AGE OF 112, and who was supposed to be the most learned Hindoo in Bengal, used to relate the following anecdote of himself : Till he was twenty years old, he was exceedingly wild, and refused to apply to his studies. One day his parents rebuked him very sharply for his conduct, and he wandered to a neighbouring village, where he hid himself in the vutu tree, under which was a very celebrated image of Punchanunu. While in this tree he discharged his urine on the god, and afterwards descended and threw him into a neighbouring pond. The next morning, when the person whose livelihood depended on this image arrived, he discovered that his god was stolen !!... (*ib.*, 1st Ed., Vol. III, p. 251 f. n.)

তুলারাশি ছিল না, ছিল বৃশ্চিকরাশি। ১১০১ ও ১১০৪ সনে ঐ তিথিতে তুলারাশির সংযোগ ছিল। মৃত্যুকালে জগন্নাথের বয়স ১১০-এর উপর ছিল, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং ১১০৪ সন ছাড়িয়া আমরা ১১০১ সনেই জগন্নাথের জন্ম নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করিতে পারি। গণনানুসারে ১১০১ সনের ৯ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার বিশাখা নক্ষত্রে তাঁহার জন্মকাল নির্ণীত হয়[৪] (অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৬৯৪ খৃঃ)।

গ্রন্থ রচনা

জগন্নাথ যৌবনকালে কতিপয় সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "রামচরিত-নাটক" হইতে স্বর্গত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় (পৃঃ ৫১-২) পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই সকল রচনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার "বিবাদ-ভঙ্গার্ণব" ১৭৯২ খৃঃ সম্পূর্ণ হয়, তখন তাঁহার বয়স ৯৮ বৎসর। গ্রন্থারম্ভে তজ্জন্য তিনি লিখিয়াছেন,—

> ক মে বুদ্ধির্জীর্ণনৌকা ক শাস্ত্রং দুর্গমাম্বুধিঃ।
> প্রভুগ্রহ এবৈতত্তরণে শরণং তথা।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনাকালে তিনি স্বয়ং মাসিক ৩০০৲ এবং তাঁহার প্রত্যেক সহকারী মাসিক ১০০৲ বৃত্তি পাইতেন। জগন্নাথ তাঁহার সহকারীদের নাম কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রন্থারম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

> রাধাকান্তঃ সুবিদ্যো বিমলদৃঢ়মতিঃ শ্রীগুরুঃ সপ্রসাদঃ,
> শ্রীরামো মোহনাস্তো নিখিরপি পরগো রামতঃ শ্রীঘনশ্চ।
> শ্যামান্তঃ শ্রীলগঙ্গাধর ইতি বিদিতো যত্নবান্ শিষ্যবর্গঃ,
> কুর্য্যাৎ তৎকার্য্যসিদ্ধিং নৃপবুধরমণীং নিশ্চয়ো মে বিশঙ্কঃ। (চতুর্থ শ্লোক)

এই ছয় জন সহকারীর মধ্যে রাধাকান্ত তর্কবাগীশ রাজা নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং তদ্দ্বারাই জগন্নাথের নাম সাহেব মহলে পরিচিত হয়। এই রাধাকান্ত ওয়ারেন

৪। কৌতূহলী পাঠকের জন্য জগন্নাথের জাতচক্র এখানে মুদ্রিত হইল, ঐ দিবস পঞ্চমী ৫৬।১৫ পল ব্যাপী এবং বিশাখা ২০।৩০ পল ব্যাপী ছিল। সুতরাং সূর্য্যোদয়ের ৬ দণ্ড মধ্যে জন্ম হইলে তুলা রাশি হয়।
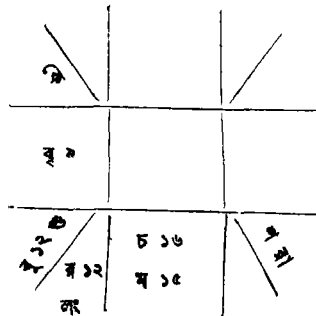
হেষ্টিংসের নির্দ্দেশে "পুরাণার্থপ্রকাশ" নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন :—"রাজ-রাজেশ্বর-শ্রীল-হেষ্টীনস্য নিদেশতঃ।"[৫] গুরুপ্রসাদ ও রামমোহনের পরিচয় বর্ত্তমানে অজ্ঞাত। "রামনিধি বিদ্যালঙ্কার" জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্র এবং "ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম" ও "গঙ্গাধর তর্কভূষণ" তাঁহার প্রিয়তম প্রতিভাশালী পৌত্রদ্বয়। উভয় পৌত্রই পরে জজ-পণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং জগন্নাথের জীবদ্দশায় স্বর্গী হইয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, জগন্নাথ তাঁহার পুত্র ও পৌত্র-দ্বয়ের সহিত একযোগে গ্রন্থরচনাকালে মাসিক ৬০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার জীবনী-লেখকদের উক্তি ভ্রান্তিমূলক নাও হইতে পারে।

'বিবাদভঙ্গার্ণব' অষ্টাদশ দ্বীপে বিভক্ত, প্রত্যেক "দ্বীপ" কতিপয় "রত্নে"র সমষ্টি। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মূল প্রকাশিত হয় নাই এবং ভবিষ্যতে মুদ্রিত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। জগন্নাথের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তজ্জন্য পরোক্ষভাবে কোলব্রুকের অনুবাদগ্রন্থ হইতে পরিগৃহীত হইবে। জগন্নাথ এই গ্রন্থে বহুতর স্থলে তাঁহার নিজ বংশীয় দুই জন মহাপণ্ডিতের মত সাদরে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও স্মার্ত্তগুরু "ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার" এবং জ্যেষ্ঠ পিতামহ "বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য"।[৬] এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, জগন্নাথের পাণ্ডিত্য অনেকটা কুলক্রমাগত, যদিও বর্ত্তমানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পাণ্ডিত্যস্মৃতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহাদের বিস্মৃতপ্রায় কুলকীর্ত্তি ও পূর্ব্বপরিচয় যথাসম্ভব সংকলন করিয়া দিলাম।

কুলপরিচয়

'বিবাদভঙ্গার্ণবে'র পুষ্পিকায় জগন্নাথ তাঁহার পরিচয় এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

পরিচ্ছেদাতীতাখিলবিদ্যাধারাপরিশীলনবিমলীকৃত-"পালধি"-কুলপ্রসূত-জাহ্নবীসমলংকৃতত্রিবেণীনিলয়-শ্রীরুদ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীজগন্নাথতর্কপঞ্চাননভট্টাচার্য্যকৃতে বিবাদভঙ্গার্ণবে......।[৭]

অর্থাৎ জগন্নাথ রাঢ়ীয় শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্র, "পালধি"গাঞী, শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বংশ অগণিত সমস্ত শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা ন্যায়-স্মৃতি-প্লাবিত বঙ্গদেশে একটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছিল এবং জগন্নাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বীজ ধারণ করিয়াছিল। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে শ্রোত্রিয়বংশের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ত্রিবেণীর

৫। Rajendralal Mitra *Notices of Sans. Mss*, No 537.

৬। **ভবদেব :** Colebrooke's Digest (1798) I. 6, 18-4, 20; II. 5, 297-8, 805; IV. 17, 166.

বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য :—*ib.* I. 188, 239, II. 80, 82-3, 111, 202. 220, 224, 298, 305, 341, 569; III. 6-7, 11, 16-17, 26, 42-3, 58, 55-6, 60-3 90, 111, 158, 162-8, 165, 177, 186, 188, 209, 326, 332, 340-43, 346-7, 370, IV. 9-10, 15, 17-18, 71, 166, 171-2, 175, 802.

৭। *Des. Cat. of Sans. Mss.*, Cal. Sanskrit College, Smrti, pp. 118-19.

পালধিবংশে জগন্নাথের পূর্ব্বে কুলক্রিয়া দ্বারা কেহই সমৃদ্ধি সূচনা করেন নাই। জগন্নাথই প্রথম সমৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়া কুলক্রিয়া দ্বারা সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ফুলিয়ামেলের বিখ্যাত কুলীন নারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র এবং মুলুকচন্দ্রের পুত্র রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কুলক্রিয়ার বর্ণনায় কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়—"ত্রিবেণী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য কন্যা বিবাহঃ, স তু আধুনিক পালধি।"[৮] কুলাচার্য্যের এই উক্তি দ্বারা ত্রিবেণীর পালধিবংশ মূলতঃ বিশুদ্ধ কি না, সন্দেহ উত্থাপিত হইতেছে। যাহা হউক, এই রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের এক পুত্র (জগবন্ধু) নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন—ইহাও জগন্নাথের গৌরবজনক সন্দেহ নাই। ফুলিয়ামেলের বিষ্ণুঠাকুরসন্ততি রামদেববংশ সীতারাম-গোষ্ঠী-সম্ভূত "রামরাম মুখোপাধ্যায়" "ত্রিপিণি" জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

রুদ্রদেব তর্কবাগীশ

জগন্নাথের পিতৃদেব রুদ্রদেব তর্কবাগীশ একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার ছিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ (১) "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের রৌদ্রী টীকা বঙ্গদেশে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহার বহুতর প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৯] গ্রন্থারম্ভে আছে :—

জনিতস্বীয়বিশ্বেতি শম্ভুমৌলিবিধুভ্রমা।
ভবানীনখচন্দ্রালী প্রকাশয়তু মে মনঃ। ১

... ...

শ্রীরুদ্রদেবকবিরত্র মনো নিধাতুং মাস্তাঙ্ঘ্রি পঙ্কজদলে বিনয়ং করোতি।
সংবর্দ্ধনেপ্যকুশলা ন হি কৌমুদী কিমম্ভোনিধেঃ কিমপি কৌস্তুভমাতনোতি। ৩

গ্রন্থশেষ যথা :—

রসিকং ব্রহ্মণি রসিকং মৈত্র্যাদেঃ পরিশোধনে (চ) কৃষিকং।
গুণবত্তোষা টীকা রময়তনিশং সুখেন রৌদ্রী।
কর্ত্তুমিদং পরিরব্ধং যো যো গ্রন্থো ময়ালোকি।
কুত্রাপি স্খলিতং চেৎ তদ্বিজ্ঞেয়ং তদীয়দেশেন।

৮। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৮১৫(খ) সংখ্যক কুলপঞ্জীর ৩২৪থ পত্র ও পৃথক্ কতিপয় পত্রের মধ্যে ৭খ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পৃথক্ ৩ক পৃষ্ঠে রামরামের কুলক্রিয়া আছে।

৯। *Oxf*, No. 288 ; *L*. 2368 , *Desc. Cat. of Sans. Mss.*, R. A. S. B., Vol. VII., pp. 257-59 (তিনটি প্রতিলিপির মধ্যে একটী ১৬৩০ শকাব্দে সুবিখ্যাত টীকাকার কাশীরাম বাচস্পতির স্বহস্তলিখিত)। নবদ্বীপে মাধব সিদ্ধান্তের গ্রন্থসংগ্রহে একটি প্রতিলিপি আছে এবং তত্রত্য Edward VII Anglo-Sanskrit Library-তে একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, ইহা ১৭১৮ শকাব্দে গঙ্গাধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক লিখিত। এই গঙ্গাধর সম্ভবতঃ জগন্নাথের পৌত্র গঙ্গাধর তর্কভূষণ, যিনি তৎকালে কৃষ্ণনগরের জজপণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর অধিকাংশ পুথি এখন নবদ্বীপে রক্ষিত। প্রতিলিপির শেষে গঙ্গাধরের প্রথম পুত্রের জাতপত্র আছে—১৭১৬ শক ২৩ চৈত্র শুক্রবার জন্ম।

যদ্যাপি গৌতমশাস্ত্রাৎ পরিশোদ্ধুং শক্যতে সময়া।
প্রান্থিকমতপরিবৃত্তৌ সত্তং সত্তং নমু বাধতে ভীতিঃ॥
ইতি শ্রীযুতহরিহর-তর্কালঙ্কার-ভট্টাচার্য্যতনুজ-শ্রীরুদ্রবিনির্ম্মিত......(৪৩খ পত্র)

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেব বঙ্গীয় সংস্করণে মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কাবকৃত টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। রুদ্রদেব দুই স্থলে (১৪ ও ৪২ পত্রে) যে পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা মহেশ্ববেব নহে। রুদ্রদেব এই টীকায় বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যভাষ্য (৩৩ ক পত্র), বৌদ্ধাধিকার (৮ খ), গুণকিবণাবলী (১০ ক) এবং শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের (১১ ক) মত উল্লেখ কবিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ কবিলেও তাঁহাব সময়ে প্রাচীন আচার্য্যদের পবিচয় প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়াঙ্কেব "নৈবাশ্রাবি গুবোর্মতং" শ্লোকটির তিনি অতি অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা :—

" ..বাচস্পতেবৃর্হস্পতি-প্রণীত-মধ্যমাগমস্য। মহোদধেঃ জ্যোতিঃপ্রসিদ্ধ-সামুদ্রকগ্রন্থস্য, মাহাব্রতী প্রকৃতমীমাংসা। শালিকগিবাং ন্যায়বার্ত্তিকানাং (? ?)" (১১ ক)। এই গ্রন্থে রুদ্রদেব স্বরচিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব (২) শকুন্তলাটীকা ও (৩) বত্নাবলীটীকাব উল্লেখ কবিয়াছেন, যথা :—

নান্দীলক্ষণন্ত্বস্মৎকৃতাভিজ্ঞানটীকায়ামনুসন্ধেয়ং। (২খ)
'সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দীং মধ্যমস্বরমাশ্রিত' ইতি নাট্যকল্পতরুবিরোধাপত্তেঃ
ইত্যর্থমেব নান্দ্যন্তে ইতি নিবধ্নন্তি। অত্র বিশেষোঽস্মৎকৃত-রত্নাবলী-টীকায়ামনুসন্ধেয়ঃ। (৩ক)

উমাচবণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে লিখিয়াছেন, রুদ্রদেব "এতদ্দেশপ্রচলিত সমস্ত সাহিত্যশাস্ত্রের টীকা" প্রস্তুত কবেন, তাহা বোধ হয় ঠিক। আমবা নবদ্বীপে রুদ্রদেব-রচিত (৪) "উত্তরনৈষধের টীকা"র কতিপয় পত্র দেখিয়াছি, গ্রন্থারম্ভে এই শ্লোক আছে :—

শ্রীহর্ষোত্তরনৈষধীয়চরিতাম্ভোধৌ বিহারাত্মনাং
শ্রীহর্ষায় সতাং তনোতি তরণিং শ্রীরুদ্রদেবঃ কবিঃ।
শ্রীহর্ষৈকনিকেতনাঙ্ঘ্রিযুগলে সংবেশিতাত্মা হৃদি
শ্রীহর্ষৈকসদামনো হরিহরপ্রাজ্ঞাধিরাজাত্মজঃ॥[১০]

জীবনীকারের মতে রুদ্রদেব ৯০ বৎসব বয়সে স্বর্গী হন, তখন জগন্নাথেব বয়স ২৪ (১৭১৮ খৃঃ)—এই প্রবাদ সর্ব্বাংশে প্রমাণসিদ্ধ নহে, কাবণ, রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবদেব ১৭২৯ খৃঃ অব্দেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার

জগন্নাথের জ্যেষ্ঠতাত ও স্মার্ত্তগুরু ভবদেব ন্যায়ালঙ্কাব বাঁশবেড়িয়ার শূদ্রমণি রাজা গোবিন্দদেবেব আশ্রয়ে থাকিয়া "স্মৃতিচন্দ্র" নামক এক বিরাট্ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। ইহা "ষোল কলা"য় পরিপূর্ণ, যথা :—

১০। নবদ্বীপ Library-র ৫৬৬ সংখ্যক পুথি (২ পত্র মাত্র)।

তিথির্ব্রতং চ সংস্কার আহ্নিকং শ্রাদ্ধমেব চ।
আচারশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বৃষোৎসর্গঃ পরীক্ষণং।
প্রায়শ্চিত্তং ব্যবহারো গ্রহযজ্ঞশ্চ বেশ্মভূঃ।
মলিম্লুচস্তদা দানং শুদ্ধিশ্চাস্ত কলাঃ স্মৃতাঃ। (তিথিকলা, *I. O.* p. 445)

তন্মধ্যে তিনটি কলার প্রতিলিপি লণ্ডনে রক্ষিত ছিল—তিথিকলা, শ্রাদ্ধকলা ও শুদ্ধিকলা। কলিকাতা সোসাইটীর পুথিশালায় তিথিকলা, প্রায়শ্চিত্তকলা ও ব্রতকলার ২ পত্র রক্ষিত আছে—বাকী ১১ কলা এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। জগন্নাথ ব্যতীত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কার "দায়কৌমুদী" গ্রন্থে (1827 A. D, p. 20) এবং "দত্তকৌমুদী"তে (ib. p. 292, "কলাকার") ভবদেবের মত উল্লেখ করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ ভবদেব প্রায় সর্ব্বত্র রচনাকাল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন:—

শ্রাদ্ধকলার রচনাকাল "পৃথিবীবেদতর্কেন্দু" শাকে (১৬৪১) অর্থাৎ ১৭১৯ খৃঃ (*ib.* p. 446)। শুদ্ধিকলার রচনাকাল:—

বহ্নিবেদতর্কভূমি শাকরাজবৎসরে (১৬৪৩ শক)
শ্রীশপাদপদ্মযুগ্মমানিপত্য পুস্তকং।
শ্রীভবানুদেব-দেবশর্ম্মণা স্বকর্ম্মণে
ধর্ম্মিলোকধর্ম্মকর্ম্মসাধনায কীর্ত্তিতং। (ib)

প্রায়শ্চিত্তকলার রচনাকাল "তর্কবেদতর্কচন্দ্রশাকরাজবৎসরে" (১৬৪৬ শক)
(*Des. Cat.*, R. A. S. B, Vol. III. p. 192)

তিথিকলার শেষে ভবদেব তাঁহার উর্দ্ধতন ৩ পুরুষের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—

মীমাংসাদিনযেষু ষট্‌সু নিপুণঃ শৈবাদিসিদ্ধান্তবিৎ
প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বপুরাণভারত-চতুর্বেদাদিবিদ্যাস্বপি।
গঙ্গাদাস-পদান্বিতঃ সুরধুনীতীরোপকণ্ঠস্থিতো
বিদ্যাভূষণবিশ্রুতস্তদনু ভট্টাচার্যবিজ্ঞাগ্রণীঃ।
আসীত্তৎসদৃশঃ সুতঃ শিব-পদাৎ কৃষ্ণাশ্রিতো ন্যায়তঃ
পঞ্চাস্যানুগতাদ্বদন্তি বিবুধাঃ পঞ্চাননং সর্ব্বদা।
ভট্টাচার্য্যপদান্বিতো, হরিহরস্তস্যাত্মজস্তৎসম
আসীন্নামবিপর্য্যয়াদনুদিনং তর্কার্ণবপ্লাবনাৎ।
তর্কালঙ্করণাদ্বহন্তি সুধিয়স্তদ্রূপবিদ্যার্থতো
ভট্টাচার্য্যপদাশ্রয়ং, সুকৃতিনাং বংশে ততোভূদ্ভবঃ।
দেবাৎ পূর্ব্ব অথো পিতা চ সুকৃতী শ্রীপূর্ব্বনাম্না বদন্
ন্যায়ালঙ্কারমাদৌ বিবুধজনকৃতখ্যাতিযুক্তস্ততোঽভূৎ।
ভট্টাচার্য্যপদাশ্রিতঃ সকলশাস্ত্রা(ভ্যাস)সংবোধিতঃ
স্মৃত্যাচারপুরাণবেদনিগমাদ্যালোক্য সত্তত্বতঃ।
তেনে সর্ব্বমতাং মুদে শুভদিনে চন্দ্রং স্মৃতেস্তত্ত্বতঃ
সারাৎ সারতরং পিবন্তু বিবুধাস্তত্রামৃতং যে বিদুঃ।

ভবদেবের প্রপিতামহ "গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ" ষড়্‌দর্শন, শৈবাদিসিদ্ধান্ত, পুরাণ, মহাভারত ও চতুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। তৎপুত্র "শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন" পিতৃতুল্য পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র "হরিহর তর্কালঙ্কার" প্রধানতঃ নৈয়ায়িক ছিলেন, তৎপুত্র ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্র যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া "স্মৃতিচন্দ্র" রচনা করেন।

ভবদেব অতঃপর "তীর্থসার" নামে তীর্থযাত্রাবিধায়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল [১১]—

(ভূ)মিবাণতর্কচন্দ্র-শাকরাজবৎসরে (১৬৫১ শক)

ভবদেবের কালবিজ্ঞাপক শ্লোকের ভাষা ও ছন্দ উল্লেখযোগ্য।[১২] এই গ্রন্থের 'গঙ্গাসাগর' প্রকরণটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আলোচনাযোগ্য (১১১-১৩ পত্র)। গ্রন্থের স্থানে স্থানে "প্রয়োগে বিশিষ্য লেখ্যং" (৬৯ পত্র) দেখিয়া বুঝা যায়, ভবদেব তীর্থপ্রয়োগ বিষয়ে পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি "জ্যোতিষসূর্য্য" নামে এক জ্যোতিগ্রর্ন্থও রচনা করিয়াছিলেন:

যাত্রার্হকালস্তু জ্যোতিষসূর্য্যে লিখিতঃ। (২৮ ক পত্র)

সুতরাং "চন্দ্র-সূর্য্যে"র সৃষ্টিকর্ত্তা ভবদেব বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ স্মৃতিনিবন্ধকাররূপে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। ১৬৫১ শকে (১৭২৯ খৃঃ) রুদ্রদেব বাঁচিয়া থাকিলে, প্রবাদ অনুসারে তাঁহার বয়স হইত ১০১, ভবদেব তদপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ। এত অধিক বয়সে গ্রন্থরচনার সামর্থ্য থাকা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং জগন্নাথের জন্মকালে রুদ্রদেবের বয়স ৬৬ ছিল বলিয়া যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা অমূলক বলিয়া মনে হয়।

হরিহর তর্কালঙ্কার

ভবদেব তাঁহার গ্রন্থের পুষ্পিকায় তাঁহার পিতাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তিনি একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। রুদ্রদেব প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের টীকায় তদ্রচিত একটি ন্যায়গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন :—

"তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানং পদার্থনিরূপণাধীরিতি **অন্বীক্ষানয়কৌমুদ্যা**মস্মৎপিতৃচরণাঃ।" (৪১খ পত্র)

এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ ন্যায়সূত্রের অভিনব বৃত্তি ছিল।

১১। *Des Cat of Sans Mss*, R. A. S. B. III 192-3. স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয় ভ্রমক্রমে 'রামবাণ' পাঠ ধরিয়া ১৬৫৩ শক লিখিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে গঙ্গাতীর্থপ্রকরণে আছে (১১৪ ক পত্র), "এতেন গঙ্গায়াঃ পৃথিব্যাঃ স্থিতিঃ কলেঃ পঞ্চসহস্রবর্ষান্তমত্র ত্রিংশদধিকাষ্টশতাধিকচতুঃসহস্রবর্ষাণ্যতীতানি ৪৮৩০।" এখানেও ১৬৫১ শকই হয়। এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য পুথি পরীক্ষা করার সুযোগ দিয়া সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

১২। বাঁশবেড়িয়ার প্রান্তে সাহাগঞ্জে গঙ্গাতীরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার দ্বারদেশে নিম্নলিখিত শিলালিপি দৃষ্ট হয় :—

১৬৪৭ শৈলবেদতর্কচন্দ্রশাকরাজবত-

সরেঽকারি রুদ্রপাদপদ্মমানিপত্য মন্দিরং।

ভাষা ও ছন্দ হইতে অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, এই লিপি ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের রচনা।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি

হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিখ্যাত স্মৃতিনিবন্ধকার "চন্দ্রশেখর বাচস্পতি", যাঁহার মত ও সন্দর্ভ জগন্নাথ পদে পদে সসম্মানে "বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য" নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনিই পালধিবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকাররূপে ত্রিবেণীর বিদ্যাগৌরব প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া যান। দুঃখের বিষয়, কোন কোন লেখক তাঁহাকে নবদ্বীপনিবাসী পরবর্ত্তী এক স্মৃতিনিবন্ধকার চন্দ্রশেখরের সহিত অভিন্ন ধরিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।[১৩] নবদ্বীপীয় চন্দ্রশেখরের উপাধি "বাচস্পতি" ছিল কি না সন্দেহ, তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "দুর্গভঞ্জনে"র প্রারম্ভে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে,—

> সদানন্দময়ীং স্মৃত্বা চন্দ্রশেখরশর্ম্মণা।
> বারেন্দ্রান্বয়সম্ভূত-নবদ্বীপনিবাসিনা॥
> শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে পৃঢশাস্ত্রার্থস্তাভিসন্ধিতঃ।
> স্মৃতীনাং ক্রিয়তে দুর্গভঞ্জনং বুধরঞ্জনং॥[১৪]

এই চন্দ্রশেখরই পরে "তত্ত্বসম্বোধিনী" নামক মীমাংসা-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার দ্বিতীয় শ্লোকে আছে,—

> শ্রীবাণীযুতরামজীবনমহারাজেন সংস্থাপিতো,
> বারেন্দ্রান্বয়সম্ভবো বিতনুতে শ্রীতত্ত্বসম্বোধিনীং।
> শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়চন্দ্রশেখরসুধীর্দৃষ্ট্বা নিবন্ধান্ বহূন্
> শাস্ত্রে জৈমিনিসূচিতাধিকরণে জ্ঞাত্বা মুনেরাশয়ং॥

এই গ্রন্থের এক স্থলে তিনি স্বকৃত দুর্গভঞ্জনের দোহাই দিয়াছেন—"প্রপঞ্চশ্চৈতস্য সকল-দুর্গভঞ্জনেঽনুসন্ধেয়ঃ"।[১৫] সুতরাং নবদ্বীপনিবাসী বারেন্দ্রশ্রেণীয় এই চন্দ্রশেখর নবদ্বীপাধিপতি রাজা রামজীবনের (১৭০৫-১৫ খৃঃ) আশ্রয়ে থাকিয়া অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অপর একজন চন্দ্রশেখর শুদ্ধাদ্বৈত মত স্থাপনপূর্ব্বক "তত্ত্বচন্দ্রিকা" (L.4061) নামক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ত্রিবেণীর চন্দ্রশেখর বাচস্পতি উভয় হইতে পৃথক্ সন্দেহ নাই। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "দ্বৈতনির্ণয়"। মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রও "দ্বৈতনির্ণয়" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য

১৩। নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, ১২৪ পৃঃ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

১৪। L. 4055, আমাদের নিকটেও দুর্গভঞ্জনের খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে। অন্যত্রও ইহার প্রতিলিপি দুষ্প্রাপ্য নহে।

১৫। *Des. Cat. of Sans. Mss.*, Cal. Sans. College, Darsana, pp. 115-16. "শ্রীবালাযুত" সংশোধন করিয়া "শ্রীবাণীযুত" পড়িতে হইবে। পূর্ব্বস্থলীর স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের গৃহে "তত্ত্বসম্বোধিনী"র খণ্ডিত প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, ৩৫খ পত্রে দুর্গভঞ্জনের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রশেখরকে "নব্যদ্বৈতনির্ণয়কৃৎ" বলিয়া[১৬] উভয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ আছে। ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে চন্দ্রশেখরের এই দ্বৈতনির্ণয়ের স্থলবিশেষে ভবদেবের ভ্রমোক্তি লক্ষ্য করিয়াই জগন্নাথ একদিন প্রগল্‌ভতা সহকারে বলিয়াছিলেন,—"মহাশয়ের জ্যেঠা উত্তম বুঝিয়াছিলেন, আমার জ্যেঠা বুঝিতে পারিতেছেন না!" (উমাচরণ ভট্টাচার্য্য-রচিত জীবনী, ১০ পৃ.)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষন্মন্দিরে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে চন্দ্রশেখর-রচিত দ্বৈতনির্ণয়ের খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। আমরা উভয়ই পরীক্ষা করিয়াছি।[১৭] গ্রন্থারম্ভ এই,—

প্রণম্য শিবমদ্বৈতং দ্বৈতে বিজ্ঞানদায়কং।
শ্রীবাচস্পতিধীরেণ দ্বৈতে নির্ণয় উচ্যতে॥
ইহ খলু স্মৃতিতন্ত্রে বেদতত্ত্বার্থবিজ্ঞাঃ কতি কতি মুনিবৃদ্ধা দ্বৈধমাচ্ছিদ্য ধর্ম্মান্।
স্বকৃতনিখিলতন্ত্রৈর্দর্শয়ামাসুরেতান্ তদনুপঠিততজ্জ্ঞাঃ শেষবাক্যঞ্চ চক্রুঃ॥
তদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমখিলং সচিবৈর্বিভাব্য কর্ম্মাণ্যশেষরচনাপরিপূরিতানি।
সংস্থাপিতানি বিবুধৈঃ কৃতিভিস্তথাপি দ্বৈতং ব্যবস্থিতভিদা পরিবর্ত্ততে যৎ॥
তদদ্বৈতবারণদৃঢ়ং স্মৃতিতর্কজালং শ্রীচন্দ্রশেখরকৃতী বহুশস্তনোতি।
মাস্তান্ প্রণম্য তদিদং বিনিবেদয়ামি যত্তত্র নূতনবচঃ সহসা ন হেয়ম্॥

স্মার্ত্তসম্প্রদায়সমূহে যে সকল কূট বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়, চন্দ্রশেখর এই গ্রন্থে বিচারপূর্ব্বক তাহাতে একতরের নির্ণয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় স্মৃতিচর্চ্চার ইতিহাসে এই গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। নিম্নলিখিত সন্দর্ভ হইতে এই মূল্যবান্ গ্রন্থের রচনাকাল নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায়:—

ন চ ব্যাকরণজ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তকৃত্তিকারোহিণ্যন্যতরযোগেন পৌর্ণমাস্যাঃ কার্ত্তিকীত্বং তদ্যোগেন মাসস্যাপি কার্ত্তিকত্বং বিহন্যেতেতি বাচ্যং, তস্য যোগ্যতামাত্রপরত্বাৎ অণ্‌প্রত্যয়স্য স্বরসংস্কারমাত্রার্থত্বাদ্বহুশো ব্যভিচারেণ ফলোপধানকল্পনাবাধাচ্চ। **দৃষ্টং চ সম্প্রতি দ্বিষষ্ট্যধিকপঞ্চদশশতমিত-শাকাব্দে অশ্বিনী-ভরণ্যোস্তৎপৌর্ণমাসীসমাপনমিতি।** (৭৪ক পত্র, কলেজপুথির ১১২খ পত্র)

১৬। কাশীনাথ তর্কালঙ্কাররচিত "প্রায়শ্চিত্তকদম্বসারসংগ্রহে" (H. P. Sastri : *Notices*. I, pp. 233-34) "নব্যদ্বৈতনির্ণয়কৃচ্চন্দ্রশেখরবাচস্পতিসম্মতা" ব্যবস্থা লিখিত আছে। Colebrooke's *Digest*, Vol. III, p. 343 দ্রষ্টব্য।

১৭। সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে (১৯১৩ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি) প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকটি মাত্র আছে। অতিরিক্ত শ্লোকত্রয় সংস্কৃত কলেজের নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপিতে (স্মৃতি ২০৭ সং) আছে। পরিষদের পুথি চাতুর্মাস্যব্রতপ্রকরণ পর্য্যন্ত, আর কলেজের পুথি তদুপরি অস্বামিকভূমিপ্রকরণ পর্য্যন্ত। মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের দ্বৈতনির্ণয়ের আরম্ভশ্লোক অত্যন্ত অনুরূপ:—

প্রণম্য পরমাত্মানং নিবন্ধানবলোক্য চ।
শ্রীবাচস্পতিধীরেণ দ্বৈতনির্ণয় উচ্যতে॥

উভয় গ্রন্থের পার্থক্য তজ্জন্য লক্ষ্য করা কঠিন। (Cf. *Des. Cat., Cal. Sans. College*, Smriti, p. 72-3)। বাঙ্গলার আধুনিক স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের নামও পরিজ্ঞাত নহেন।

চন্দ্রশেখরের এই উক্তি অভ্রান্ত, কারণ, ১৫৬২ শকের কার্ত্তিকী পূর্ণিমা (১৯ অক্টোবর ১৬৪০ খৃঃ) বস্তুতই অশ্বিনী-ভরণীসংযুক্ত ছিল, গণনাদ্বারা পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী ১৫৬৫ শকেও ঐরূপ যোগ ঘটিয়াছিল। সুতরাং চন্দ্রশেখরকৃত দ্বৈতনির্ণয়ের রচনাকাল ১৫৬৩-৪ শকাব্দ (১৬৪১-৪২ খৃঃ) নির্ণয় করা যায়। এই গ্রন্থে বহুতর প্রাচীন ও আধুনিক স্মৃতিনিবন্ধকারের মত আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য (রঘুনন্দন) প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন। চন্দ্রশেখরের ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া অনুমিত হয়, নিম্নলিখিত বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ সকলেই রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী :—অচ্যুত চক্রবর্ত্তী, আচার্য্যচূড়ামণি, বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য। এতদ্ভিন্ন চন্দ্রশেখর বহু স্থলে স্বকীয় পিতামহের মত ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বুঝা যায়, "গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ"ও একাধিক স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, যাহাদের নাম ও পরিচয় বর্ত্তমানে অজ্ঞাত। এক স্থলে চন্দ্রশেখর পিতামহ-রচিত "দুর্গোৎসবপদ্ধতি"র উল্লেখ করিয়াছেন।[১৮]

চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় গ্রন্থ "স্মৃতিসারসংগ্রহে"র প্রতিলিপি দুষ্প্রাপ্য নহে। ইহার প্রারম্ভ এই,—

শিবং নত্বা স্মৃতের্যুক্ত্যা ক্রিয়তে সারসংগ্রহঃ।
শ্রীবাচস্পতিধীরেণ স্মৃত্যাচারপ্রবৃত্তয়ে॥

এই গ্রন্থের বহু স্থলে চন্দ্রশেখর স্বরচিত দ্বৈতনির্ণয়ের দোহাই দিয়াছেন। এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে কাল, শ্রাদ্ধ, অশৌচ, বিবাহ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এখানেও এক স্থলে গ্রন্থকার পিতামহের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১৯]

চন্দ্রশেখরের সময়েও ধর্ম্মশাস্ত্রের তর্কস্থানীয় কর্ম্মমীমাংসাদর্শনের পঠনপাঠন বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। তিনি "ধর্ম্মদীপিকা" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের দুরূহ অধিকরণসমূহের বিচারালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে তাঁহার পিতৃপরিচয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে [২০] —

১৮। "অচ্যুতচক্রবর্ত্তি-স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যয়োরনুমতং" (সংস্কৃত কলেজের পুথির ১৫৩খ পত্র)। এই নির্দ্দেশের ক্রম নিরর্থক নহে। এক স্থলে স্পষ্ট রঘুনন্দনকে শেষ নিবন্ধকাররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে—"স্মৃতিসারাদি-স্মার্ত্তান্তনিবন্ধৃভিরঙ্গীকৃতত্বাৎ" (ঐ, ১৮৮ক পত্র)। "শূলপাণিবিদ্যাভূষণ-স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যপ্রভৃতয়ঃ" (ঐ, ১৬৮খ পত্র)। এই বিদ্যাভূষণ চন্দ্রশেখরের পিতামহ গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ হইতে পৃথক, ইঁহার নাম "যাদব বিদ্যাভূষণ," তদ্রচিত শুদ্ধিসার, প্রায়শ্চিত্তসার প্রভৃতি গ্রন্থ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। "বিদ্যাভূষণ-বিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্যাদয়স্তু" (পরিষদের পুথি, ৩৬ক পত্র)। বিদ্যানিবাস-রচিত "দ্বাদশযাত্রাপদ্ধতি" মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে (H. P. Sastri : *Notices*, I. 191)। "পিতামহচরণানাং" (কলেজের পুথি, ১১৬-১৭, ১২১, ১২৫-৬, ১৩৯, ১৪৩-৪৪, ১৫৬, ১৭১, ১৭৭)। "অত্র পিতামহকৃত-দুর্গোৎসবপদ্ধতিস্বরসোপি" (ঐ ১১৪ক)।

১৯। *Des, Cat.*, Cal. Sans. College, Smriti, p. 181। "পিতামহানাং মতে অস্মন্মতে চ তিথিদ্বাবচ্ছিন্ননিমিত্ততাকক্লৃপ্ত্যোর্ণ্যপি অস্মৎকৃত-সন্দর্ভদ্বৈতোক্তযুক্ত্যা..." (২-৩ পত্র)।

২০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩১৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি (খণ্ডিত) দ্রষ্টব্য। অন্যত্রও ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (*L.* 1919 ; H. P. Sastri : *Notices*, I. 192)।

নত্বা শিবপদদ্বন্দ্বং তাততত্ত্বাতসেবিতং।
তৎপ্রভাবর্দ্ধিতাস্মাভিঃ ক্রিয়তে ধর্ম্মদীপিকা।
বিদ্যাভূষণবিখ্যাতঃ ষড়্দর্শনমতে সুধীঃ।
তৎসুতস্তাদৃশো ধীমান্ ততোঽধীতী চ তৎসুতঃ।
শ্রীচন্দ্রশেখরো নাম্না খ্যাতো বাচস্পতিঃ স্মৃতৌ।
স্মৃতীনাঞ্চ প্রকাশার্থং তনোতীমাং প্রদীপিকাম্।

এই গ্রন্থে শাবরভাষ্য ও ভট্টবার্ত্তিক ব্যতীত পার্থসারথিমিশ্র (১৬খ পত্র) ও কাশিকাকারের (১৭খ) সন্দর্ভও উদ্ধৃত পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখরশর্ম্মকৃত "স্মৃতিপ্রদীপ" (L. 2218) নামক একটি স্মৃতিনিবন্ধের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা কোন্ চন্দ্রশেখরের রচিত, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। গ্রন্থারম্ভে ও পুষ্পিকায় বাচস্পতি উপাধি না থাকায় ইনি পৃথক্ বলিয়া অনুমিত হয়। মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের নামে প্রচলিত ২।১ টি গ্রন্থ বস্তুতঃ "বাচস্পতিভট্টাচার্য্য"-রচিত বটে। উদাহরণস্বরূপ ক্ষুদ্র "চন্দনধেনুবিচারে"র উল্লেখ করা যাইতে পারে।[২১] এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কোন কোন প্রতিলিপিতে আমরা "ইতি শ্রীচন্দ্রশেখরবাচস্পতিবিরচিতে" পাঠ দেখিয়াছি। সম্বন্ধচিন্তামণি নামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও বাচস্পতি মিশ্র-রচিত। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে "আচার্য্যচূড়ামণ্যাদয়ঃ" (৩খ পত্র) ও "নির্ণয়কৃন্নির্ণীত" (৫ ক পত্র) লিখিত থাকায় বুঝা যায়, ইহা বাচস্পতি মিশ্র-রচিত নহে, "বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য"-রচিত হইতে পারে।

জগন্নাথের বংশধর

জগন্নাথের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র কালিদাস নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। মধ্যম পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও কনিষ্ঠ পুত্র রামনিধি বিদ্যালঙ্কার উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন।[২২] কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। বংশের প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জগন্নাথ অপেক্ষাও বেশী ছিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কিছু কাল উন্মাদরোগে পরিণত হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ

২১। 'বিদ্যোদয়' নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় ইহা 'বাচস্পতিমিশ্র' রচিত বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে :—Vol. X & VII. pp. 121-28. স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও ইহা বাচস্পতি মিশ্রের রচনা ধরিয়াছেন : J. A. S. B., 1915. p. 398. মঙ্গলাচরণে শিবের নমস্কার ও আধুনিক বিচারপদ্ধতি দ্বারা ইহা চন্দ্রশেখরের রচনা বলিয়া অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়।

২২। বৈদ্যবংশাবতংস মহারাজ রাজবল্লভ উপনয়নসংস্কার গ্রহণকালে নানাদেশীয় যে সকল মহাপণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, "অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা" গ্রন্থে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইয়াছে। ত্রিবেণীর ৪ জন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যথা, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রামানন্দ ন্যায়ালঙ্কার, রামশঙ্কর বাচস্পতি ও কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ঐ সভায় মাটিয়ারিনিবাসী আর একজন "জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন" উপস্থিত ছিলেন এবং দুই জন "জগন্নাথ পঞ্চানন"ও ছিলেন, একজন বর্দ্ধমানের, অপর জন বাকলার।

করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায় এবং সেকস্‌পিয়র-বর্ণিত কবি, দার্শনিক ও উন্মাদগ্রস্তের সমধর্ম্মিতার উদাহরণ যোগাইয়াছিল। ঘনশ্যাম জগন্নাথের শেষ বয়সের নিত্যসহচর ছিলেন এবং উভয়ের বিচারনিপুণতা মিলিত হইয়া তৎকালীন আ-নবদ্বীপ বঙ্গদেশের যাবতীয় পণ্ডিতসমাজকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছিল। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে এক স্থলে কোন শ্রাদ্ধব্যাপার হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত একটি কাল্পনিক কথোপকথন চিত্রিত হইয়াছে। ঘটনাটি কল্পিত হইলেও শ্রাদ্ধসভায় নিমন্ত্রিত তৎকালীন প্রধান পণ্ডিতগণের যে নামনির্দ্দেশ আছে, তাহা প্রামাণিক সন্দেহ নাই। ইহাতে সর্ব্বাগ্রে জগন্নাথ ও তৎপুত্র ঘনশ্যামের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে :—

"Many learned bramhuns were present, as Jugunnat'hu-turkku-punchanunu, Ghunu-shyamu-sarvvu-bhoumu, and Kanaee-nayu-vachusputee, of Trivanee ; Shunkuru-turkku-va-geeshu, Kantu vidyalunkaru, and Ram-dasu-siddhantu-punchanunu, of Nudeeya ; Doolal-turkku-vageeshu, of Satgacha ; Bulurامu-turkku-bhooshunu, of Koomaru-huttu, etc." (1st Ed., Vol. IV. p. 197)

১৮৬২ খৃঃ ত্রিবেণীতে প্রথম ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় এবং অল্পকাল মধ্যে ত্রিবেণীর গৌরবরবি চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়। তাহাব পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগন্নাথের বিশাল বংশবৃক্ষে সর্ব্বাতিশায়ী প্রতিভার অসদ্ভাব ঘটে নাই। বিগত শতাব্দীতে এই বংশে প্রায় অর্দ্ধশত পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন, এই প্রবন্ধে সকলের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। আমরা কেবল এই বংশের শেষ মহাপণ্ডিত প্রতিভার অবতার উক্ত ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌমের উপযুক্ত পৌত্র জগন্নাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্র (চরিতাষ্টকে এবং অন্যত্র ভ্রান্তিবশতঃ প্রপৌত্র লিখিত হইয়াছে) এবং শেষ উপনীত শিষ্য "মহামহোপাধ্যায় রামদাস তর্কবাচস্পতি"র নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। জগন্নাথের মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮।১০ বৎসর ছিল (চরিতাষ্টক দ্রষ্টব্য) এবং তিনি ১২৭৫ সনে স্বর্গারোহণ করেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার নৈয়ায়িক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থান তিনিই অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার ন্যায় ছাত্রসম্পদ্ তৎকালে বঙ্গের অন্য কোন নৈয়ায়িকের ভাগ্যে প্রায় ঘটে নাই। বিক্রমপুর-সমাজের সর্ব্বপ্রধান দুই জন নৈয়ায়িক গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম ও সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, এবং গুপ্তিপাড়ার সুবিখ্যাত গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর হইল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ছাত্র অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্নের মৃত্যু হইলে ত্রিবেণীর পাণ্ডিত্যখ্যাতি বিলুপ্ত হয়।

উপসংহারে আমরা জগন্নাথের বংশলতার একদেশ মাত্র মুদ্রিত করিলাম। গঙ্গাদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রামদাস পর্য্যন্ত অন্যূন ৩০০ বৎসর ধরিয়া একটিমাত্র বংশধারায় যেরূপ পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, গ্রন্থ-রচনা-নৈপুণ্য ও সুদীর্ঘ জীবনের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, বাংলার সারস্বত ইতিহাসে কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই।[২৩]

২৩। রামদাসের দ্বিতীয় পুত্র তারাচরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীযুত শৈলজাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমরা কোন কোন কথা পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তিনিই বর্ত্তমানে জগন্নাথের বংশধরগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ।

বংশলতার একদেশ

গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ (কাশ্যপ গোত্র, পালধি গাঞি)
শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন
চন্দ্রশেখর বাচস্পতি
(১৫৬২ শক)
হরিহর তর্কালঙ্কার
ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার
(১৬৪১-৫১ শক)
রুদ্রদেব তর্কবাগীশ
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন
(১৬৯৪-১৮০৭ খৃঃ)
কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত
ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম প্রভৃতি
মধুসূদন বিদ্যালঙ্কার
রামদাস তর্কবাচস্পতি
অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি
রামনিধি বিদ্যালঙ্কার
গঙ্গাধর তর্কভূষণ প্রভৃতি
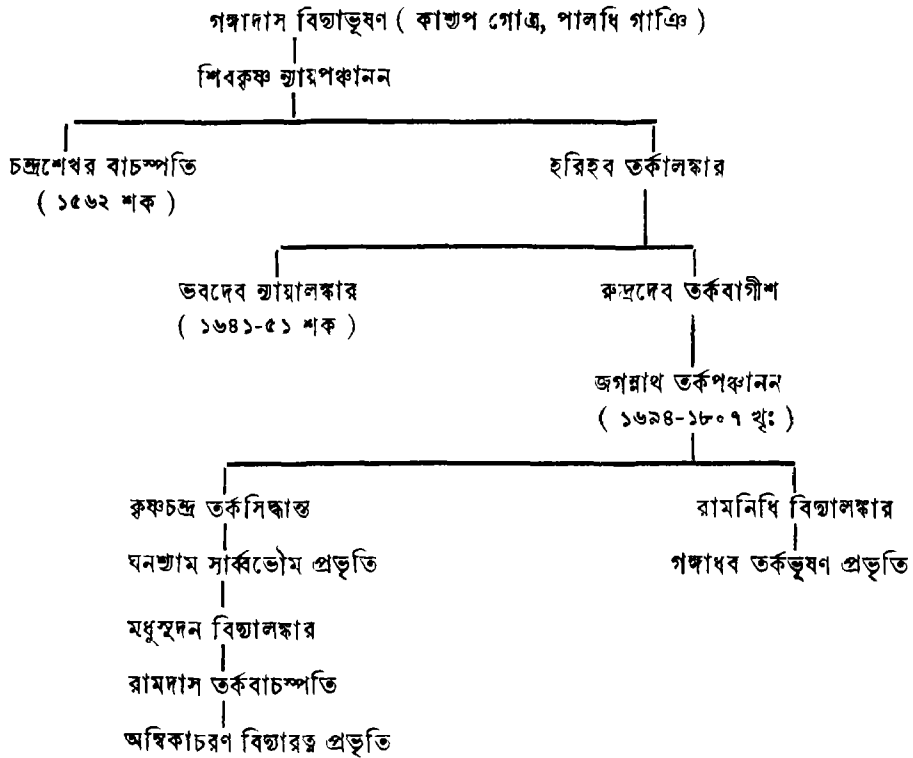
প্রাচীন বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থা

ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম. এ.

[৪৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

এ ইঙ্গিত আমি আগেই করিয়াছি যে, শস্যভাণ্ডমানের সাহায্যেই প্রাচীন কালে ভূমি-মান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ ইত্যাদি নামই তাহার প্রমাণ। পাটক বোধ হয় গোড়াতেই ছিল ভূমিমান। হলও তাহাই। খাড়ী (শুদ্ধ, খারী) কিন্তু শস্যভাণ্ডমান বলিয়াই মনে হয়, খাড়ী উচ্চতর মান, খাড়ীকা (ক-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন ক্ষুদ্রার্থে) নিম্নতর মান। খারী যে শস্যমান, তাহার প্রমাণ অমরকোষে আছে :—

দ্রোণাঢকাদিবাপাদো দ্রৌণিকাঢকিকাদয়ঃ।
খারীবাপস্তু খারীকঃ।

কাক বা কাকিণী গোড়ায় বোধ হয় ছিল মুদ্রামান। শ্রীধরের "ত্রিশতিকা"য় একটি আর্য্যা আছে :—

ষোড়শপণঃ পুরাণঃ পণো ভবেৎ কাকিণীচতুষ্কেণ।
পঞ্চাহতৈশ্চতুর্ভির্বরাটকৈঃ কাকিণী হেকা॥

উন্মান অর্থই বোধ হয় তুলামান। কিন্তু গোড়ায় এই সব মান মুদ্রামান, ভাণ্ডমান, তুলা-মান বা ভূমিমান যাহাই থাকুক, উত্তর কালে ইহারা ভূমিমান নির্দেশে ব্যবহৃত হইত। উন্মান এবং কাকিণী ছাড়া আর সমস্ত মানই হয় ভূমিমান, না হয় শস্যভাণ্ডমান, সেন আমলের লিপিগুলিতেই প্রথম দেখিতেছি, এই ভূমিমান ও শস্যমানের সঙ্গে তুলামান ও মুদ্রামান সম্পর্কিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে একটা অনুমান বোধ হয় সহজেই করা যায়। প্রাচীনতর কালে ভূমি যখন সুলভ ছিল, চাহিদা যখন তাহার খুব বেশী ছিল না, তখন ভূমির মাপের এত চুলচেরা বিচারও ছিল না। পাটকের অর্থাৎ গ্রামাংশের মোটামুটি আয়তন একটা সকলেরই জানা ছিল, দুই চার বিঘা এদিক্ সেদিক্ হইলে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। পরবর্তী কালে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাটকের মাপজোখও নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ, হল ইত্যাদি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। সুলভ ভূমির যুগে কতখানি ভূমিতে মোটামুটি কত ধান লাগে, কত লাঙ্গল লাগে, এই দিয়াই মোটামুটি জমির পরিমাণ নির্ণীত হইত। ক্রমে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাপ-জোখ নির্দিষ্টতর হইতে থাকে; এবং ক্রমশঃ আরও নিম্নতর মান নির্দেশের প্রয়োজন হয়। এই নিম্নতর মান যে তুলামান বা মুদ্রামান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাও জমির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে।

পাটকের সঙ্গে কুল্যবাপের ও দ্রোণের, কুল্যবাপের সঙ্গে দ্রোণের, দ্রোণের সঙ্গে আঢক

বা আঢবাপের এবং পাটকের সঙ্গে দ্রোণের সম্বন্ধ আমরা আগেই জানিয়াছি। এইবার আঢক বা আঢবাপের সঙ্গে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিণীর সম্বন্ধ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কোনও আর্যাশ্লোকের মধ্যে এই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাঁকুড়ার প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবর দিতেছেন।* মল্লভূমের রাজা চৈতন্যসিংহদেবের তিনখানি দানপত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; একটি পত্রে তিনি জানকীরাম হাজরাকে দুই দ্রোণ দুই আড়ি তিরিশ উয়ান এক কান ভূমি দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য দানপত্র হইতে জানা যায়,—

৪ কাক বা কাকিণী (পূর্ববাঙলায়, চট্টগ্রামে কানি, রাঢ়ে কান) = ১ উয়ান

৫০ উয়ান	= ১ আড়ি
৪ আড়ি	= ১ দ্রোণ

১২৩০ সালে লিখিত "সেবক শ্রীসনাতন মণ্ডল দাসস্য" একটি শুভঙ্করীর বইয়ে যে আর্যা পাওয়া যায়, তাহাও উপরোক্ত সংবাদ সমর্থন করে :—

"খেতে মাঠে বশি না পাই
সোল ছেযে কাহন বলাই ॥
চারি কানে উয়ান হয়
পঞ্চাশ উয়ানে আড়ি ॥
চারি আড়িতে ডোন হয়
আঠাস হাত দড়ি ॥"

আড়ি, আড়ি নিঃসন্দেহে আঢবাপ, আঢক বা আঢকবাপ; ডোন, দ্রোণ বা দ্রোণবাপ। তাহা হইলে এইবার আমরা আঢবাপের সঙ্গে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিণীর সম্বন্ধ জানিলাম।

অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ভূমি পরিমাপের মানদণ্ড ছিল নল, পরবর্তী যুগের মানদণ্ডও ইহাই। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-শাসনে প্রদত্ত ভূমি যে নল-মানদণ্ডে মাপা হইয়াছিল, তাহার নাম বৃষভশঙ্কর নল। বৃষভশঙ্কর ছিল রাজা বিজয়সেনের বিরুদ বা অন্যতম উপাধি।† মনে হয়, বিজয়সেনের হাতের মাপে যে নলের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারই নাম হইয়াছিল বৃষভশঙ্কর নল। আনুলিয়া-শাসন হইতে প্রমাণ হয়, অন্ততঃ লক্ষ্মণসেনের কাল পর্যন্ত এই বৃষভশঙ্কর নলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অথচ বিজয়সেন নিজে কিন্তু ভূমি দান করিয়াছিলেন "সমতটনলেন" অর্থাৎ সমতটমণ্ডলে প্রচলিত মানদণ্ডের পরিমাপে। এই সমতট নলই পরে বৃষভশঙ্কর নল নামে পরিচিত হইয়াছিল কি না, বলা কঠিন। লক্ষ্মণসেনের তর্পণ-দীঘি-শাসনের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বাঙ্‌লা দেশের বিভিন্ন

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০, পৃ. ৭১-৭২।

† মদনপাড়া, ইদিলপুর ও বারাকপুর শাসন দ্রষ্টব্য।

স্থানের নল-মানদণ্ড বিভিন্ন প্রকারের ছিল। এই শাসনদ্বারা বরেন্দ্রীমণ্ডলে প্রদত্ত ভূমি মাপা হইয়াছিল "তত্রত্যদেশব্যবহারনলেন" অর্থাৎ সেই সেই দেশে প্রচলিত নলের সাহায্যে। সেন আমলের লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে অর্থাৎ পশ্চিম নিম্নবঙ্গে বৃষভশঙ্কর নল প্রচলিত ছিল, কিন্তু বরেন্দ্রীমণ্ডলে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছিল অন্য প্রকারের নল-মানদণ্ড। গোবিন্দপুর-তাম্রশাসনের সাক্ষ্য যদি প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে বর্ধমানভুক্তিতে প্রচলিত নলের মাপ ছিল ৫৬ হাত। বাঙ্লার বাহিরেও নলমানদণ্ডের প্রচলন যে ছিল, তাহার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তৈলের নীলগুণ্ড লিপিতে ভূমি পরিমাপের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে "রাজমানেন দণ্ডেন"; উড়িষ্যার নৃসিংহদেবের একটি পট্টোলীতে দেখিতেছি, রাজকর্মচারীদের হাতের মাপেও নলমান নির্দ্ধারিত হইত। এই লিপিতে ভূমি পরিমাপের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে "চন্দ্রদাসকরণস্য নলপ্রমাণেন" এবং "শ্রীকরণশিবদাসনামকনলপ্রমাণেন"। কিন্তু এই নলমানদণ্ড কিসের মান—পাটকের না কুল্যবাপের, দ্রোণের না আঢ়কের, উন্মান না কাকিণীর? এই প্রশ্নের উত্তরের কোন ইঙ্গিত লিপিগুলিতে নাই।

ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা কিছু সংবাদ, তাহা অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতেই শুধু পাওয়া যায়। পরবর্তী লিপিগুলিতে ভূমির মূল্য কোথাও দেওয়া হয় নাই, কারণ, এই যুগের পট্টোলীগুলি দানের পট্টোলী, ক্রয়-বিক্রয়ের নয়। সেন আমলের লিপিগুলিতে ভূমির উৎপত্তির যথাযথ পরিমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূল্য নিরূপণের সাহায্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা পরোক্ষ। দামোদরপুরের ১, ২, ৪ এবং ৫নং পট্টোলী শতাধিক বৎসর জুড়িয়া বিস্তৃত। এই চারিটি পট্টোলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শতাধিক বৎসর ধরিয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটীবর্ষবিষয়ে এক কুল্যবাপ ভূমির মূল্য ছিল তিন দীনার।* ফরিদপুরের পট্টোলীগুলি তিনটি রাজার রাজত্বকাল অর্থাৎ মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বিস্তৃত। পূর্ববাঙ্লার এই অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ভূমির মূল্য ছিল প্রতি কুল্যবাপে চারি দীনার। বৈগ্রাম-পট্টোলী অনুযায়ী দত্ত ভূমির অবস্থিতি ছিল পঞ্চনগরীবিষয়ে এবং প্রতি কুল্যবাপের মূল্য ছিল দুই দীনার। বৈগ্রাম উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সীমান্তে, দামোদরপুরও দিনাজপুর জেলায়, কিন্তু প্রথমটি কোটিবর্ষবিষয়ে, দ্বিতীয়টি পঞ্চনগরীবিষয়ে, এবং দুই স্থানে প্রতি কুল্যবাপের মূল্যের পার্থক্য এক দীনার। দামোদরপুর ৩নং পট্টোলীর চণ্ডগ্রাম কোন্ বিষয়ে অবস্থিত ছিল, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু প্রতি কুল্যবাপের মূল্য দুই দীনার দেখিয়া অনুমান হয়, চণ্ডগ্রাম ছিল পঞ্চনগরীবিষয়ে। এই অনুমানের অন্যতম কারণ, চণ্ডগ্রাম বৈগ্রাম বা বায়ীগ্রামের একেবারে পাশাপাশি গ্রাম। পাহাড়পুর পট্টোলীর দত্ত ভূমিও কোন্ বিষয়ে অবস্থিত, তাহার উল্লেখ নাই; কিন্তু এক্ষেত্রেও ভূমির মূল্য দুই দীনার, এবং

* নারদ ও বৃহস্পতির মতে—১ দীনার=১২ ধানক, ১ ধানক=৪ আণ্ডিকা, ১ আণ্ডিকা=১ কার্ষাপণ (তাম্রমুদ্রা)। অমরকোষের মতে—১ দীনার=১ নিষ্ক। বৃহস্পতির মতে—নিষ্ক=৪ সুবর্ণ।

পাহাড়পুর বৈগ্রাম হইতে মাত্র উনিশ কুড়ি মাইল। অনুমান করা চলে, পাহাড়পুরও পঞ্চনগরীবিষয়েই অবস্থিত ছিল। যাহাই হউক, এ কথা সহজেই বুঝা যাইতেছে, এক এক বিষয়ে ভূমির মূল্য ছিল এক এক প্রকার—যেমন, পঞ্চনগরীবিষয়ে দুই দীনার, কোটীবর্ষবিষয়ে তিন দীনার, ফরিদপুর অঞ্চলে চারি দীনার। ইহার অন্য একটি প্রমাণ দেখিতেছি, প্রায় প্রত্যেকটি পট্টোলীতেই "ইহ বিষয়ে ··দীনারিক্যবিক্রয়োহনুবৃত্তঃ" বা এই জাতীয় কোনও পদের উল্লেখের মধ্যে। ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই, তবে ভূমির চাহিদা যে-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে মূল্যও যে ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, এরূপ অনুমান করিলে খুব অন্যায় হয় না। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি সম্ভবতঃ খুব তাড়াতাড়ি হয় নাই। আমরা ত আগেই দেখিয়াছি, কোটীবর্ষবিষয়ে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া জমির দাম একই ছিল। ফরিদপুর অঞ্চলেও অন্ততঃ ৪০।৫০ বৎসর সমানে ভূমির মূল্য যে একই ছিল, সে প্রমাণও ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের পট্টোলী তিনটিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে দামের পার্থক্যও আগেই দেখিয়াছি। এই পার্থক্য খানিকটা যে ভূমির চাহিদা এবং স্থানীয় ধন-সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করিত, এ অনুমান সহজেই করা চলে। পঞ্চনগরীবিষয়ের তুলনায় কোটীবর্ষবিষয়ের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই বেশী ছিল, এবং কোটীবর্ষের তুলনায় প্রাক্‌সমুদ্রশায়ী দেশগুলি সমৃদ্ধতর ছিল। ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের পট্টোলী তিনটিতেই ভূমির দাম প্রতি কুল্যবাপে চারি দীনার। ১নং পট্টোলীতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, প্রাক্‌সমুদ্রশায়ী দেশগুলিতে ইহাই ছিল প্রচলিত মূল্য, ২নং এবং ৩নং পট্টোলীতেও পূর্ব্বদেশে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের ("প্রাক্-ক্রিয়মাণক" এবং "প্রাক্-প্রবৃত্তি") এই নিয়মের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। "প্রাক্" বলিতে এই তিন ক্ষেত্রেই সাগরশায়ী দেশগুলিকে বুঝাইতেছে, নিঃসংশয়ে এই অনুমান করা চলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে, সর্বত্র খিল, ক্ষেত্র এবং বাস্তুভূমির একই মূল্য। বাস্তুভূমি অপেক্ষা ক্ষেত্রভূমির, এবং ক্ষেত্রভূমি অপেক্ষা খিলভূমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই ত স্বাভাবিক, অথচ একটি লিপিতেও তেমন ইঙ্গিত নাই, বরং সর্বত্র সকল প্রকার ভূমির দাম একই, এই কথারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ পাল ও সেন আমলে ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা বলিবার উপায় বিশেষ নাই, তবে বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে এই মূল্যের খানিকটা ইঙ্গিত আছে বলিয়া যেন মনে হয়। রাজা কেশবসেন ইদিলপুর-শাসনদ্বারা জনৈক ব্রাহ্মণকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগে তালপড়া-পাটক নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই গ্রামের ভূমির পরিমাণ কত ছিল, তাহার উল্লেখ নাই, তবে চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন এই গ্রামটির মূল্য (না বার্ষিক আয়?) যে ২০০ শত মুদ্রা ছিল, তাহার উল্লেখ আছে। এই মুদ্রা খুব সম্ভব কপর্দকপুরাণ। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ্‌লিপিতে ৩৩৬½ উন্মান ভূমি দানের উল্লেখ আছে, ছয়টি গ্রামে এগারটি ভূখণ্ডে এই পরিমাণ ভূমির মোট বার্ষিক আয় (না মোট মূল্য?) ছিল পাঁচ শত (পুরাণ)। সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, সর্বত্রই আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা

দত্ত ভূমির বার্ষিক আয়, ভূমির মোট মূল্য নয়, এবং এই আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে পুরাণ অথবা কপর্দকপুরাণ মুদ্রায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-তাম্রশাসনে এবং আরও দুই একটি শাসনে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, প্রতি দ্রোণের বার্ষিক আয় ১৫ পুরাণ হিসাবে ৬০ দ্রোণ ১৭ উন্মান ভূমির বিড্ডারশাসন গ্রামের মোট বার্ষিক আয় ৯০০ পুরাণ (ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নো তদ্দেশীয়সংব্যবহারষট্পঞ্চাশৎহস্তপরিমিতনলেন সপ্তদশোন্মানাধিকষষ্টি-ভূ-দ্রোণাত্মক প্রতি দ্রোণে পঞ্চদশ-পুরাণোৎপত্তি-নিয়মে বৎসরেণ নবশতোৎপত্তিকঃ বিড্ডারশাসনঃ···)। এই বার্ষিক আয় হইতে ভূমির মোট মূল্য কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

৩। **ভূমির চাহিদা**—জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়ে, বিশেষভাবে কৃষিপ্রধান দেশে, ইহা ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু না থাকিলেও এই অনুমান কিছু কঠিন নয় যে, প্রাচীন বাঙলায়ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়িতেছিল। যে-সময় হইতে লিপি-প্রমাণ আমরা পাইতেছি, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ইহার কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুর-লিপিতে দেখিতেছি, জনৈক ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা ও তাঁহার স্ত্রী রামী ১ কুল্যবাপ ও ৪ দ্রোণবাপ ভূমি কিনিয়া দান করিতেছেন—বট-গোহালীর একটি জৈন বিহারে, সেই বিহারের পূজার্চনাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য। এই অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, সেই বিহারের নিকটবর্তী ভূমিই এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইত, আর নিকটবর্তী ভূমি যদি একান্তই পাওয়া সম্ভব না হইত, তাহা হইলে সমগ্র পরিমাণ ভূমি একই জায়গায় একই ভূখণ্ডে পাইলে ভাল হইত। নাথশর্ম্মা কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাকে ১ কুল্যবাপ ৪ দ্রোণ ভূমি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল পাশাপাশি চারিটি গ্রাম হইতে, পৃষ্ঠিমপোষক, গোষাটপুঞ্জক এবং নিত্বগোহালী গ্রামত্রয় হইতে যথাক্রমে ৪, ৪ এবং ২½ দ্রোণ এবং বটগোহালী গ্রাম হইতে ১½ দ্রোণ বাস্তুভূমি। এই অনুমান অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে, ভূমির চাহিদা এত বেশী হইয়াছিল যে, একটি গ্রামে একসঙ্গে ১ কুল্যবাপ ৪ দ্রোণ ভূমি সংগ্রহ করার সুযোগ এই দম্পতি পান নাই। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে দেখিতেছি, দুই ভাই ভোয়িল এবং ভাস্কর একই ধর্মপ্রতিষ্ঠানে কিছু ভূমি দান করিবেন, তাহাও দুই জনে সংগ্রহ করিলেন দুই গ্রামে, এক গ্রামে ভোয়িল কিনিলেন তিন কুল্যবাপ খিলভূমি, আর এক গ্রামে ভাস্কর কিনিলেন ১ দ্রোণবাপ বাস্তুভূমি। অবান্তর হইলেও একটা প্রশ্ন এখানে মনকে অধিকার করে। একই পিতার দুই পুত্র পৃথক্‌ভাবে পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে ভূমি ক্রয় করিলেন কেন—বিশেষতঃ দানের পাত্র এবং উদ্দেশ্য যেখানে এক? একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শে কোথাও ফাটল ধরিয়াছিল কি? কিন্তু বক্ষ্যমাণ বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাক। গুণাইঘর-লিপিতেও দেখি, ১১ পাটক ক্রয়যোগ্য খিলভূমি যদিও একই গ্রামে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা একসঙ্গে এক ভূখণ্ডে পাওয়া যাইতেছে না, যাইতেছে পাঁচটি পৃথক্ ভূখণ্ডে। ৫নং দামোদরপুর-পট্টোলীদ্বারা যে ৫ কুল্যবাপ ভূমি বিক্রীত হইতেছে, তাহাও চারিটি বিভিন্ন গ্রামে। আশ্রফপুর-পট্টোলীদ্বারা সংঘমিত্রের বিহারে যে ভূমি দেওয়া হইতেছে, সেখানে দেখিতেছি,

প্রথম দফার ৯ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ৭টি পাড়া বা গ্রামে, দ্বিতীয় দফার ৬ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ৮টি পাড়া বা গ্রামে। ভাটেরা-লিপিদ্বারা ভট্টপাটকের শিবমন্দিরের সেবার জন্য যে ২৯৬টি বাড়ী এবং ৩৭৫ হল ভূমি দেওয়া হইতেছে, তাহা ২৮টি বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত। এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে সহজেই জনসাধারণের মধ্যে ভূমির চাহিদার পরিমাণ অনুমান করিতে পারা যায়। প্রতিষ্ঠিত গ্রাম ও জনপদগুলিতে প্রায় সমগ্র পরিমাণ ভূমিতেই জনপদবাসীদের বসতি এবং চাষবাস ইত্যাদি ছিল, কাজেই কোন গ্রামেই এক সঙ্গে যথেষ্টপরিমাণ ভূমি সহজলভ্য ছিল না, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যানুযায়ী বন অরণ্য ইত্যাদি কাটিয়া নূতন গ্রাম ও বসতিব পত্তন করাও যে প্রয়োজন হইতেছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ত্রিপুরা জেলার লোকনাথের পট্টোলীতে।

পরবর্তী কালেও এই ক্রমবর্ধমান চাহিদাব প্রমাণ দুর্লভ নয়। ধুল্লা-পট্টোলীদ্বারা রাজা শ্রীচন্দ্র ১৯ হল ৬ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন শান্তিবারিক ব্যাসগঙ্গশর্মণ্‌কে, কিন্তু এই ভূমিও সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল পাঁচটি গ্রাম হইতে। চট্টগ্রাম-পট্টোলীদ্বারা বাজা দামোদরদেব মাত্র পাঁচ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহাও দুই গ্রামে। সাহিত্য-পরিষদ্-পট্টোলীদ্বারা রাজা বিশ্বরূপসেন জনৈক আবল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মাকে ৩৩৬½ উন্মান ভূমি দান করিয়াছিলেন ছয়টি বিভিন্ন গ্রামে ১১টি পৃথক্ পৃথক্ ভূখণ্ডে। বিশ্বরূপসেনের এই পট্টোলীটির সাক্ষ্য অন্য দিক্ হইতেও খুব উল্লেখযোগ্য। দানসংগ্রহ দ্বারা কোন কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রচুর ভূমির অধিকারী হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত দু'একটি আমাদের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ নিজের জন্য হয় ক্রয় করিয়া, না হয় দান গ্রহণ করিয়া অথবা উভয় উপায়েই নিজের প্রয়োজনাধিক ভূমি সংগ্রহ করিয়া ভূমির বড় মালিক হইয়া বসিতেছেন, এমন অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত বিশ্বরূপসেনের এই লিপি হইতে পাওয়া যায়। আরও আশ্চর্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, এই ভূম্যধিকারীটি হইতেছেন একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সাধারণতঃ আমরা যাঁহাদের সর্বপ্রকারে নির্লোভ এবং বিত্তহীন বলিয়া মনে করি। এই আবল্লিক পণ্ডিতটি কি ভাবে ভূমি-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার একটু পরিচয় লওয়া যাইতে পারে, এবং এই পরিচয়ের মধ্যে ভূমি-সংগ্রহের ইচ্ছা সমাজের মধ্যে কি ভাবে রূপ লইতেছিল, তাহার একটু আভাস পাওয়া যাইবে।

১। রামসিদ্ধি পাটকে দুইটি ভূখণ্ড, ৬৭৪ উদান পরিমাণ, আয় ১০০ (পুরাণ)। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি উপলক্ষে রাজার দান।

২। বিজয়তিলক গ্রামে ২৫ উদান, আয় ৬০ (পুরাণ)। কি উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই।

৩। অজিকুল পাটকে ১৬৫ উদান, আয় ১৪০ (পুরাণ)। হলায়ুধ নিজে এই ভূখণ্ড কিনিয়াছিলেন।

৪। দেউলহস্তী গ্রামে ২৫ উদান, আয় ৫০ (পুরাণ)। কি উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, বলা হয় নাই।

২, ৩ ও ৪ নং ভূমি হলায়ুধ চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে রাণীমাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫। দেউলহস্তী গ্রামে আরও দুইটি ভূখণ্ড, পরিমাণ ১০ উদান, আয় ২৫ (পুরাণ)। হলায়ুধ আগে উহা কিনিয়াছিলেন, পরে কুমার সূর্যসেনের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন—কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে।

৬। দেউলহস্তী গ্রামেই আরও দুইটি ভূখণ্ড, পরিমাণ ৭ উদান, আয় ২৫ (পুরাণ)। হলায়ুধ আগে উহা কিনিয়াছিলেন, পরে সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্চীসিংহের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৭। ঘাঘরাকাট্টি পাটকে ১২৪ উদান ভূমি, আয় ৫০ (পুরাণ)। হলায়ুধ রাজপণ্ডিত মহেশ্বরের নিকট হইতে উহা কিনিয়াছিলেন।

৮। পাতিলাদিবীক গ্রামে ২৪ উদান, আয় ৫০ (পুরাণ)। উত্থানদ্বাদশী তিথি উপলক্ষে কুমার পুরুষোত্তমসেনের দান।

সর্বসুদ্ধ এই ৩৩৬½ উন্মান ভূমির বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ শত (পুরাণ); তখনকার দিনে এই অর্থের পরিমাণ কম নয়। ব্রাহ্মণপণ্ডিত হলায়ুধ শর্মা বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত সমগ্র পরিমাণ এই ভূমি রাজার নিকট হইতে ব্রহ্মত্র দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভূম্যধিকারী হইয়া বসিয়াছিলেন, রাষ্ট্রকে তাঁহার কোনও করই দিতে হইত না, অথচ তাঁহার প্রজাদের নিকট হইতে সমস্ত করই তিনি পাইতেন। পাল ও সেনবংশীয় রাজারা ও অন্যান্য ছোটখাট রাজবংশের রাজারা অনেক সময়ই অনেক ব্রাহ্মণকে যে গ্রামকে গ্রাম দান করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। প্রয়োজনাধিক ভূমির অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা, ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমির স্বত্বাধিকার কেন্দ্রীকৃত হওয়ার ঝোঁক সমাজের মধ্যে কি ভাবে বাড়িতেছিল, এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ভূমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ইঙ্গিত কতকটা ভূমির সূক্ষ্ম সীমা নির্দেশের মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভূমির সীমা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, এবং রাষ্ট্রও এ-সম্বন্ধে কম সচেতন ছিল না। ভূমি দান-বিক্রয়কালে অন্য কাহারও ভূমিস্বার্থ যাহাতে আহত না হয়, এ সম্বন্ধে প্রজার ও রাষ্ট্রের দৃষ্টি খুবই সজাগ ছিল। তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমি-সীমা এত সূক্ষ্মভাবে ও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িলেই মনে হয়, সূচ্যগ্র ভূমিও কেহ সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেন না। কালের অগ্রগতির সঙ্গে এই চেতনাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অষ্টমশতক-পূর্ব লিপিগুলিতে এই সীমা-বিবৃতি খুব বিস্তৃত নয়, কিন্তু পরবর্তী লিপিগুলিতে ক্রমশঃ এই বিবৃতি দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইবার দিকে ঝোঁক অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তাহা ছাড়া ভূমির পরিমাপের বর্ধমান সূক্ষ্মতাও ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে। অষ্টমশতক-পূর্ব লিপিগুলিতে ভূমি-পরিমাপের নিম্নতম ক্রম হইতেছে আঢ়বাপ বা আঢকবাপ, কিন্তু সেন আমলের লিপিগুলিতে দেখা যায়, নিম্নতম ক্রম আঢ়বাপ হইতে উন্মান,

উন্মান হইতে কাকিণী পর্যন্ত নামিয়াছে। ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতেছিল, লোকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও ক্রমশঃ সজাগ হইয়া উঠিতেছিল, এই অনুমানই স্বাভাবিক।

৪। **ভূমির সীমা নির্দেশ**—আগেই বলিয়াছি, ভূমি দান-বিক্রয়কালে সীমা নির্দেশ খুব সূক্ষ্মভাবে ও সবিস্তারেই করা হইত। প্রস্তাবিত ভূমি দান-বিক্রয়ে যাহাতে গ্রামবাসীদের বসতি অথবা কৃষিকর্মের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা প্রজারা ত দেখিতই, স্থানীয় অধিকরণও এ সম্বন্ধে সচেতন থাকিত। পাহাড়পুর-পট্টোলীতে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রস্তাবিতপরিমাণ ভূমি এমন ভাবে নির্বাচিত ও চিহ্নিত করিতে হইবে, যাহাতে গ্রামবাসীদের কাজকর্মে কোনও প্রকার অসুবিধা না হয় ("স্বকর্ম্মাবিরোধেন")। ভূমির সীমা নির্দেশ কি করিয়া করা হইত, তাহার একটু ইঙ্গিত বৈগ্রাম-পট্টোলীতে পাওয়া যায়। চারি দিকের সীমা তুষের ছাই ইত্যাদি চিরকালস্থায়ী বস্তুদ্বারা চিহ্নিত করাই ছিল প্রচলিত রীতি ("চিরকালস্থায়ি-তুষাঙ্গারাদি-চিহ্নৈর্চতুর্দিশো নিয়ম্য")। খুব সম্ভব, চারি দিকে লাইন ধরিয়া মাটি খুঁড়িয়া, গর্ত তুষাঙ্গার ইত্যাদি দিয়া ভরাট করা হইত, তাহার ফলে এই সীমারেখার উপর কোনও ঘাস, গাছ ইত্যাদি জন্মাইত না, এবং এই অপ্রসূ অনুর্বর রেখাই সীমা নির্দেশের কাজ করিত। সীমা চিহ্নিত করিবার এই রীতি ত ছিলই, তাহা ছাড়া গাছ, খাল, নালা, জোলা, নদী, পুষ্করিণী, মন্দির ইত্যাদি দ্বারাও সীমা নির্দিষ্ট হইত। যেখানে সমগ্র গ্রাম দান-বিক্রয়ের বস্তু, সেখানে গ্রামসীমা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে খণ্ড খণ্ড ভূমি দান-বিক্রয় হইতেছে, সেখানেও প্রস্তাবিত ভূমির সীমা অন্য ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ("অপবিঞ্ছ্য", ৩নং দামোদরপুর-লিপি) কমবেশী সবিস্তারে নির্দেশ করা হইয়াছে। অষ্টমশতক-পূর্ব উত্তরবঙ্গের লিপিগুলিতে এই ধরণের সীমা-নির্দেশ অনুপস্থিত, *কিন্তু সমসাময়িক কালের নিম্ন ও পূর্ববঙ্গের লিপিগুলিতে ভূমি-সীমা নির্দেশ সুবিস্তারিত।* এই সীমা নির্দেশের দুই চারিটি দৃষ্টান্তের পরিচয় লওয়া যাইতে পারে।

বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পট্টোলীতে পাঁচটি বিভিন্ন ভূমিখণ্ডের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম ভূমিখণ্ডটি ৭ পাটক ৯ দ্রোণ, ইহার পূর্ব দিকে গুণিকাগ্রহার (বর্তমান, গুণাইঘর) গ্রামের সীমা এবং বিষ্ণুবর্ধকির ক্ষেত্র, দক্ষিণে মৃদুবিলালের ক্ষেত্র এবং রাজবিহারক্ষেত্র; পশ্চিমে সুরীনশীর পূর্ন্নেকের ক্ষেত্র, উত্তরে দোষীভোগপুষ্করিণী এবং বম্পিয়ক ও আদিত্যবন্ধুর ক্ষেত্রসীমা। দ্বিতীয় খণ্ডটি ২৮ দ্রোণবাপ, ইহার পূর্ব দিকে গুণিকাগ্রহার গ্রামসীমা, দক্ষিণে পক্ববিলালের ক্ষেত্র; পশ্চিমে রাজবিহারক্ষেত্র, উত্তরে বৈদ্য ·র ক্ষেত্র। তৃতীয় খণ্ডটি ২৩ দ্রোণ, ইহার পূর্বদিকে ···র ক্ষেত্র, দক্ষিণে ···র ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে জোলারির ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে নগিজোদকের ক্ষেত্র। চতুর্থ খণ্ডটি ৩০ দ্রোণ; ইহার পূর্বদিকে বুদ্ধকের ক্ষেত্রসীমা, দক্ষিণে কলকের ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে সূর্যের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে মহীপালের ক্ষেত্রসীমা। পঞ্চম খণ্ডটি ১১ পাটক, ইহার পূর্বদিকে খন্দবিদুগ্গরিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে মণিভদ্রের ক্ষেত্র, পশ্চিমে যজ্ঞরাতের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে নাদডদক গ্রামের সীমা। যে মহাযানিক বৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘ-বিহারে এই ভূমি দান করা হইয়াছিল, সেই বিহারসংলগ্ন কিছু নিম্নভূমি ছিল, তাহার

সীমাও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, পূর্বে চূড়ামণি ও নগরশ্রী নৌযোগের (নৌকা বাঁধিবার জায়গা) মাঝখানের জোলা, দক্ষিণে গণেশ্বর বিললের পুষ্করিণীর সঙ্গে যুক্ত নৌখাট (নৌকা রাখিবার খাল), পশ্চিমে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের মাঠ, উত্তরে প্রডামার নৌযাগখাট। বিহারের কিছু হজ্জিকখিল (হাজা, অনুর্বর) ভূমিও ছিল, তাহার সীমা পূর্বে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের মাঠ, দক্ষিণে বৌদ্ধ আচার্য জিতসেনের বিহারক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে হচাত খাল, উত্তরে দন্তপুষ্করিণী। ধর্মাদিত্যের ১নং ও ২নং পট্টোলীতে, এবং বপ্যঘোষবাট-পট্টোলীতে দত্ত ও বিক্রীত ভূমিসীমা এই ভাবেই নির্দেশ করা হইয়াছে। ২নং পট্টোলীর ভূমিসীমায় পূর্বে সোগের তাম্রপট্টীকৃত ক্ষেত্রের সীমা, দক্ষিণে প্রাচীন পট্টুকি(পর্কটী)বৃক্ষচিহ্নিত সীমা, পশ্চিমে গোযান চলাচলের রাস্তা এবং উত্তরে গর্গ স্বামীর তাম্রপট্টীকৃত ক্ষেত্রের সীমা। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রপট্টে দত্ত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র গ্রামটির সীমা এবং তৎসংলগ্ন আরও তিনটি গ্রামের নাম সুস্পষ্ট ও সবিস্তারে দেওয়া হইয়াছে; ইহার সীমা—পশ্চিমে গঙ্গিনিকা বা গাঙ্গিনা, উত্তরে কাদম্বরী দেবমন্দির ও খেজুরগাছ, পূর্বোত্তরে রাজপুত্র দেবটকৃত আলি, [এই আলি] বীজপুরকে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্বদিকে বিটককৃত আলি খাটক-যানিকাতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর জম্বুযানিকা আক্রমণ করিয়া জম্বুযানক পর্যন্ত গিয়াছে, তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া পুণ্যাবায় বিল্বার্দ্ধস্রোতিকা পযন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে নিঃসৃত হইয়া নলচর্মটের উত্তর সীমা পর্যন্ত গিয়াছে। নলচর্মটের দক্ষিণে নামুণ্ডি-কায়িকা ··হইতে খণ্ডমুণ্ড-মুখ পর্যন্ত, তথা হইতে বেদস-বিল্বিকা, তাহার পরে রোহিতবাটী-পিণ্ডারবিটি-জোটিকা-সীমা, উক্তারঘোটের দক্ষিণ এবং গ্রামবিল্বের দক্ষিণ পর্যন্ত দেবিকা সীমাবিটি ধর্মজোটিকা। এই প্রকার মাঢ়াশাল্মলী নামক গ্রাম। তাহার উত্তরেও গঙ্গিনিকার সীমা; তাহার পূর্বে অর্ধস্রোতিকার সহিত [মিলিত হইয়া] আম্রযানকোলার্দ্ধযানিকা পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার দক্ষিণে কালিকাশ্বভ্র, তথা হইতেও নিঃসৃত হইয়া শ্রীফলভিষুক পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার পশ্চিমে [গিয়া] বিল্বঅর্ধস্রোতিকার গঙ্গিনিকায় গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পালিতকের সীমা দক্ষিণে কাণাদ্বীপিকা, পূর্বে কোষ্ঠিয়া-স্রোত, উত্তরে গঙ্গিনিকা, পশ্চিমে জেনন্দায়িকা, এই গ্রামের শেষ সীমায় পরকর্মকৃদ্বীপ স্থালীকটবিষয়ের অধীন আম্রষণ্ডিকামণ্ডলের অন্তর্গত গো-পিপ্পলী গ্রামের সীমা, পূর্বে উড্রগ্রামমণ্ডলের সীমায় অবস্থিত গোপথ। পরবর্তী সেন আমলের লিপিগুলিতে গ্রাম অথবা খণ্ডভূমির সীমা কমবেশি সবিস্তারেই দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সর্বত্রই এই সীমা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট, কোথাও ভুল হইবার কোনও সুযোগ নাই। ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি লইয়া বাদ-বিসংবাদও হইত, এ অনুমান স্বভাবতই করা যায়; হয় ত এই কারণেও ভূমি-সীমা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভূমির এই সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট ও সবিস্তার সীমানির্দেশ, সুনির্দিষ্ট মূল্য, ভূমি পরিমাপের মানের ক্রমবর্ধমান সূক্ষ্মতা, বার্ষিক আয়ের পরিমাণ, হলমানদণ্ডের উল্লেখ ইত্যাদি একটু গভীর ভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতই মনে হয়, ভূমি পরিমাপের, পরিমাণ নির্দেশের, জমি

জরিপ এবং জমির বার্ষিক আয়, জমির মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণের কোন না কোন প্রকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ছিল, এবং রাষ্ট্রপুস্তপালের দপ্তরে এই সব বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র যথারীতি রক্ষিত হইত। এই কারণেই ভূমি ক্রয়বিক্রয় প্রস্তাবমাত্রই প্রথমে পুস্তপালের দপ্তরে পাঠাইতে হইত, এবং তিনি কাগজপত্র দেখিয়া দান অথবা ক্রয়বিক্রয়ে সম্মতি দিতেন। পঞ্চম শতকের লিপিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে এই ব্যবস্থা যে আরও সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত হইয়াছিল, কর ইত্যাদি ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে মূল্য, আয়, ভূমি-পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে জরিপ ও ভূ-কর নিয়ামক বিভাগের কাজকর্ম যে আরও সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

৫। **ভূমির উপস্বত্ব, কর, উপরিকর ইত্যাদি**—সপ্তমশতক-পূর্ব লিপিগুলির কোন কোনওটিতে আমরা ভূমি দানের অন্যান্য সর্তের মধ্যে একটি সর্ত দেখিয়াছি, "সমুদয়-বাহ্যাপ্রতিকর" অথবা "সমুদয়বাহ্যাদি···অকিঞ্চিৎপ্রতিকর", অর্থাৎ রাজা ভূমি দান করিতেছেন কেবল তখনই, যখন তিনি তাহা সকল প্রকারের করবিবর্জিত করিয়া দিতেছেন, তাহা না হইলে মূল্য লইয়া যে-ভূমি বিক্রয় করিতেছেন, তাহাই দান করিতেছেন বলিয়া উল্লেখের আর কোনও অর্থ হয় না। যাহা হউক, রাজা যখন ভূমি করবিবর্জিত করিতেছেন, তখন রাজা দান ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই ভূমির ভোক্তাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন, ইহা ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, এবং এই কর যে নানা প্রকারের ছিল, তাহার ইঙ্গিতও "সমুদয়বাহ্য" এই কথার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। কর্ষণযোগ্য ও কৃষ্ট ভূমির কর ছিল, বাস্তুভূমিরও ছিল, কিন্তু খিল অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির বোধ হয় কোনও কর ছিল না, এই ধরণের ইঙ্গিত আমি আগেই করিয়াছি। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে তাহার প্রমাণও আছে। কর কত প্রকারের ছিল, কি কি ছিল, তাহা এই যুগের লিপিগুলি হইতে জানিবার উপায় নাই, তবে উৎপন্ন শস্যের একষষ্ঠভাগ যে রাষ্ট্রের প্রধান প্রাপ্য ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। পাহাড়পুর ও বৈগ্রাম-লিপিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যদি রাজার নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে সেই ভূমি দান করেন, তাহা হইলে রাজা শুধু যে ভূমির মূল্যটুকুই লাভ করেন, তাহা নয়, ক্রেতা ভূমিদানের ফলস্বরূপ যে পুণ্য লাভ করেন, দত্ত ভূমি সর্বপ্রকার করবিবর্জিত করিয়া দেওয়াতে রাজা সেই পুণ্যের এক-ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। অর্থাৎ সেই ভূমির উপস্বত্বের এক ষষ্ঠভাগ যে রাজার, তাহা এই উল্লেখের মধ্যে সুস্পষ্ট। ধর্মাদিত্যের ১নং পট্টোলীতে এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। অন্যান্য কর যাহা ছিল, তাহার দু'একটি অনুমান করা যাইতে পারে। যে-ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে এবং পরে ক্রেতা দান করিতেছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই লবণাকর, খেয়া পারাপার ঘাট, হাট বাজার অরণ্য ইত্যাদি-সম্বলিত। এগুলির উল্লেখ নিরর্থক নয়। কৌটিল্য ও অন্যান্য অর্থশাস্ত্রকারদের মতে লবণ, অরণ্য ইত্যাদিতে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এবং তাহা হইতে রাজার তথা রাষ্ট্রের নিয়মিত আয় ছিল; এই সব যাঁহারা ভোগ করিতেন, রাজসরকারে তাঁহাদের কর দিতে হইত। হাটবাজার,

খেয়াঘাট হইতেও একপ্রকারের রাজস্ব আদায় হইত, এবং জনসাধারণকেই এই করভার বহন করিতে হইত। রাজা যেখানে ভূমি দান করিতেছেন, এই সব আয়ের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াই দান করিতেছেন; অর্থাৎ প্রতি পক্ষে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্ঠাংশ ছাড়া অন্যপ্রকারের করও ছিল, এবং পূর্বোক্ত করগুলি তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

রাজা যখন ভূমি দান করিলেন, তখন তিনি সর্বপ্রকার করবিবর্জিত করিয়াই দান করিলেন; তাহার অর্থ এই যে, যিনি বা যে প্রতিষ্ঠান এই দান গ্রহণ করিলেন, তিনি বা সেই প্রতিষ্ঠান সেই ভূমির সকল প্রকারের উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। নিম্ন প্রজা যদি কেহ সেই ভূমি ভোগ করেন, তাহা হইলে তিনি দানগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার কর, উৎপাদিত শস্যের ভাগ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রদান করিবেন, রাজা বা রাষ্ট্রকে নয়। ইহা ছাড়া রাজার ভূমি দানের কোন অন্য অর্থ হইতে পারে না। এই কথাটা পরবর্তী কালের লিপিগুলিতে খুব স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

ভূমির উপস্বত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি কথারই সবিস্তার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে পরবর্তী কালের লিপিগুলিতে। প্রথমেই দেখিতেছি, রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন সমস্ত 'রাজভাগভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়'স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দান করিতেছেন, অর্থাৎ দানগ্রহীতাকে এ সব কিছুই রাষ্ট্রকে বা রাজাকে দিতে হইবে না, সুস্পষ্ট বলিয়া দিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিয়া দিতেছেন যে, সেই ভূমির ক্ষেত্রকর ইত্যাদি অন্যান্য প্রকারের ভোক্তা যাহারা আছে বা হইবে, তাহারা যেন রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বিধিমত যথোচিত করপিণ্ডকাদি এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রত্যায় দানগ্রহীতাকে অর্পণ করেন ("প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ৈর্ভূত্বা সমুচিতকরপিণ্ডকাদিসর্বপ্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি"—খালিমপুর-লিপি)। রাজভোগ্য বা রাষ্ট্রকে দেয় কয়েকটি উপস্বত্বের উল্লেখ এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায়:—ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য। এই কথা কয়টির অর্থ জানা প্রয়োজন।

ভাগ—ভাগ বলিতে রাজার বা রাষ্ট্রের প্রাপ্য উৎপাদিত শস্যের ভাগ বুঝায়। ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামে একজন রাজপুরুষের উল্লেখ আছে, খুব সম্ভব, ইনিই রাজার প্রাপ্য এক-ষষ্ঠভাগ সংগ্রহ করিতেন। শুধু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা অন্যান্য স্মৃতি-গ্রন্থেই যে রাজার এই ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, তাহাই নয়, আগেকার লিপি-প্রমাণের মধ্যেও দেখিয়াছি, উৎপাদিত শস্যের এক-ষষ্ঠভাগই ছিল রাজার প্রাপ্য।

ভোগ—খুব সম্ভব, ফল ফুল কাঠ ইত্যাদি যে সব দ্রব্য মাঝে মাঝে রাজাকে তাঁহার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য দেওয়া হইত, তাহারই নাম ছিল ভোগ। বাঙলা দেশের লিপিগুলিতে সর্বত্রই উল্লেখ আছে, ভূমি দানকালে তৎসংলগ্ন মহুয়া, আম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছ ও অন্যান্য ঝাটবিটপ ইত্যাদি সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে দান করা হইত। তাহা হইতে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এই সব ফল ফুল কাঠ বাঁশ হইতে একটা নিয়মিত আয়ের অংশ রাজার ভোগ্য ছিল।

কর—মুদ্রায় দেয় রাজস্ব অর্থে কর। অর্থশাস্ত্রে তিন প্রকার করের উল্লেখ আছে। (১) রাজার প্রাপ্য শস্যভাগ ছাড়া নির্ধারিত কালে নিয়মিতভাবে দেয় মুদ্রাকর; (২) আপৎকালে অথবা অত্যায়িক কালে দেয় মুদ্রাকর, (৩) বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের লাভের উপর দেয় কর। প্রাচীন বাঙ্‌লায়ও বোধ হয়, এই তিন প্রকার করই প্রচলিত ছিল।

হিরণ্য—হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ। এই হিরণ্য সর্বদাই উল্লিখিত হইয়াছে ভাগভোগকরের সঙ্গে। কিন্তু ইহার সবিশেষ অর্থ বুঝিতে পারা কঠিন। কোন কোনও পণ্ডিত অর্থ করিয়াছেন, রাজা সব শস্যের ভাগ গ্রহণ করিতেন না, তাহার বদলে গ্রহণ করিতেন মুদ্রা, সেই মুদ্রাই হিরণ্য।

পূর্ববর্তী কালে কি হইত বলা কঠিন, কিন্তু সেনরাজাদের আমলে ভূমি-রাজস্ব যে মুদ্রায় দিতে হইত, এ অনুমান না করিয়া উপায় নাই। এই আমলের প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমির বার্ষিক আয় প্রচলিত মুদ্রায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই রাজস্বের ক্রম ও পরিমাণ জানিবার কোনও উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-পট্টোলীতে দেখা যাইতেছে, দত্ত ভূমির প্রতি দ্রোণের আয় ছিল ১৫ পুরাণ, কিন্তু বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে দেখা যায়, একই জায়গায় সমপরিমাণ ভূমির আয় সমান ছিল না, কর্ষণ-যোগ্য ভূমির উৎপাদিত শস্যসম্পদের কমবেশির উপর আয়ের পরিমাণ নির্ভর করিত, এবং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ভূমির রাজস্বও সেই অনুযায়ীই নির্ধারিত হইত।

যাহাই হউক, ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য ছাড়া জনসাধারণকে অন্যান্য করও দিতে হইত। এই জাতীয় সব করের উল্লেখ লিপিগুলিতে নাই, কিন্তু কয়েকটি সম্বন্ধে পরোক্ষ অনুমান সহজেই করা যায়। পাল ও সেন আমলের প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই "সচৌরোদ্ধরণ" কথাটির উল্লেখ আছে, অর্থাৎ দানগ্রহীতাকে যে সব সুবিধা ও ক্ষমতা দান করা হইত, তাহার মধ্যে চৌরোদ্ধরণ একটি। কথাটির অর্থ করা হইয়াছে এই মর্মে যে, অন্যান্য ক্ষমতার সহিত শান্তিরক্ষার ক্ষমতাও দানগ্রহীতাকে অর্পণ করা হইত ("with police protections"—N. G. Majumdar)। কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, দানগ্রহীতাকে শান্তিরক্ষার জন্য অর্থাৎ চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোনও প্রকার কর রাজাকে দিতে হইত না। শেষোক্ত অর্থটিই যেন সমীচীন মনে হয়।

আগেই দেখিয়াছি, "সঘট্ট-সতর" অর্থাৎ ঘাট, খেয়াপারাপার ঘাট ইত্যাদি সহ ভূমি দান করা হইত। এই খেয়া পারাপার ঘাটের একটা রাজস্ব ছিল, এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে তাহা বহনও করিতে হইত। যে সব রাজকর্মচারী এই কর সংগ্রহ করিতেন এবং এই সব ঘাটের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল তারক অথবা তরপতি। হাট হইতেও এক প্রকারের রাজস্ব আদায় হইত; তাহা সংগ্রহ এবং হাটবাজারের তত্ত্বাবধান যিনি করিতেন, তাঁহার নাম ছিল হট্টপতি (ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ-লিপি)। খালিমপুর এবং অন্যান্য আরও দুই একটি লিপিতে হাটের রাজস্বও যে দানগ্রহীতার প্রাপ্য, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে অন্যান্য করের সঙ্গে পিণ্ডক কথার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই

পিণ্ডক এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেব পিণ্ডকর একই বস্তু। টীকাকার ভট্টস্বামী বলিতেছেন, সমগ্র গ্রামের উপর যে কর চাপান হইত, তাহাই পিণ্ডকর। বাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদির উপরেও বোধ হয় নির্ধারিত হারে কর ছিল, ভূমিদান যখন করা হইতেছে, তখন দানগ্রহীতা এ সমস্তই ভোগের অধিকার পাইতেছেন, অর্থাৎ নিম্ন প্রজাদের দেয় কর রাজার বদলে তিনিই ভোগ করিবেন। উপরিকর নামে আর একটি করের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এই করটি যিনি সংগ্রহ করিতেন, তাঁহার বৃত্তি-নাম ছিল ঔপরিকারক, প্রতিবাসী কামরূপ রাজ্যের নওগাঁ-লিপি হইতে এ কথা জানা যায়, এবং তিনি যে রাষ্ট্রের অন্যতম কর্মচাবী ছিলেন, তাহাও ঐ লিপিটিতে সুস্পষ্ট। উপবিকর বোধ হয় additional tax, অর্থাৎ নিয়মিত কর ছাড়া সময়ে অসময়ে রাষ্ট্র যে সব কর নির্ধারণ করিতেন, অথবা ভূমিরাজস্ব ছাড়া অন্যান্য যে সব অতিরিক্ত কর রাষ্ট্রকে দিতে হইত, তাহাই বোধ হয় উপরিকর। অথবা নিম্নপ্রজাদের নিকট হইতে বাষ্ট্র যে সব কর সংগ্রহ করিতেন, তাহাও হইতে পারে। যে-ভাবেই হউক, এই উপবিকর বাষ্ট্রেব প্রাপ্য ছিল, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নয়, তাহা নওগাঁ-লিপিটিব সাক্ষ্য হইতেই সপ্রমাণ।

৬। **ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে? রাজা ও প্রজার অধিকার। খাস ও নিম্ন প্রজা**—ভূমি-সংপৃক্ত ব্যাপারে প্রজার দায় যাহা কিছু, তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া গেল। এই ব্যাপাবে প্রজার অধিকার কি ছিল, তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে আলোচনা করিতে হইলে ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে, তাহার আলোচনা অনিবার্য। রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্যস্বত্বাধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ কি, সে-বিচারও প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িবে।

ভূমির যথার্থ মূল অধিকাবী রাজা, না জনসাধাবণ, ইহা লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অতীত কালেও হইয়াছে, এই একান্ত আধুনিক বর্তমান কালেও হইতেছে। ভারতবর্ষেও হইয়াছে, ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই তর্কের দুই পক্ষেবই বিস্তৃত মতামত পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু এ তর্ক আমাদের আলোচনায় নিরর্থক। ইহার সন্দেহহীন সুমীমাংসাও কিছু নাই। কাজেই এই বিতর্কের মধ্যে ঢুকিয়া পড়াব আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই। আমাদের প্রশ্ন—ভূমির মূল অধিকারী কে, এ সম্বন্ধে নয়; ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে, সেই প্রশ্নই আমাদের বিচার্য। কারণ, ভূমির মূল অধিকারী কে, এ প্রশ্ন লইয়া যত তর্কই থাকুক, তাহা জিজ্ঞাসু মনের অনুসন্ধান মাত্র, ঐতিহাসিক যুগে ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ নাও থাকিতে পারে। ভূমি-স্বত্বের অধিকারী হইতেছেন কে, এ প্রশ্নের উত্তর পাইলেই ঐতিহাসিকেব প্রয়োজন মিটিয়া যায়; থিওরীর দিক্ হইতে ভূমির মূল অধিকারী কে ছিলেন, তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু মূল অধিকারী যিনি বা যাঁহারাই হউন, ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি বা তাঁহারাই যে ভূমি-স্বত্বাধিকারী হইবেন, এমন নাও হইতে পারে।

ভারতবর্ষে সমাজ-বিবর্তনের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক নিয়মে অনুমান করা চলে, অতি প্রাচীন কালে লোকসংখ্যা যখন খুব বেশী ছিল না, এবং ভূমি ছিল প্রচুর, তখন ভূমির অধিকারী কে, এ প্রশ্ন উঠিবার কোনও অবকাশই ছিল না। লোকের যখন ভূমির প্রয়োজন হইত, তখন সে জঙ্গল কাটিয়া, মাটি ভরাট করিয়া নিজের প্রয়োজনমত ভূমি তৈয়ারি করিয়া লইত। পরের ভূমি লোভ করিবার প্রয়োজন হইত না, ভূমি লইয়া বিবাদেরও কোন অবকাশ হইত না, হইলেও গ্রামবাসীরাই পরামর্শ করিয়া তাহা মিটাইয়া ফেলিত। তার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কৃষিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতে লাগিল, ভূমি লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদও ততই বাড়িবার দিকে চলিল। এদিকে রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রেরও একটা বিবর্তন ঘটিতে লাগিল, রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সমাজ-যন্ত্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। সমাজের রক্ষক ও পালক হইলেন রাজা, সে রাজা নররূপী দেবতাই হউন বা প্রকৃতিপুঞ্জ দ্বারা নির্বাচিতই হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। শান্তিরক্ষার মূল দায়িত্ব তাঁহার, সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের মূল মীমাংসক তিনি, সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র তিনি, সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকারের মূল উৎস তিনি। সমাজ-বিবর্তনের যে স্তরে এই নীতি স্বীকৃত হইল, সেই স্তরে এ কথাও সমাজের অন্তরে স্বীকৃত হইয়া গেল, ভূমির উপর অধিকারের উৎসও রাজা এবং তিনিই ভূমি-সম্পর্কিত বাদ-বিসম্বাদের শেষ মীমাংসক। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্র তাই বলিয়া ভূমির মূল অধিকারি রূপে নিজেদের দাবী করিল না, কারণ, আদি প্রাচীন কালেও যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনই, এ প্রশ্ন উঠিবার কোনও অবকাশই ছিল না। রাজা বা রাষ্ট্র ভূমির এবং ভূমি-সংলগ্ন প্রজার ধারক, রক্ষক ও পালক হিসাবে ধারণ, রক্ষণ ও পালনের পরিবর্তে শুধু ভূমি-স্বত্বের অধিকারিত্বের দাবী করিলেন। কিন্তু এই বিবর্তনের প্রথমাবস্থায় স্বভাবতঃই এই দাবীও সর্ব্বজনগ্রাহ্য ছিল না, কিংবা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারও এ সম্বন্ধে ছিল না। ভূমি তখনও খুব দুর্লভ নয়, তাহা ছাড়া গ্রামে গ্রামবাসীদের অনেকটা স্বারাজ্য ত ছিলই। যে-পরিমাণ ভূমি ব্যক্তিগত ভাবে লোকেরা ভোগ করিত, তাহার পরিবর্তে গ্রামের সমাজযন্ত্রকে কিছু উপস্বত্ব দিতেই হইত—সেই সমাজযন্ত্র পরিচালনার জন্য, আর যে সমস্ত ভূমি সমস্ত গ্রামবাসীদেরই প্রয়োজন হইত, যেমন পথ, ঘাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদি, তাহা সমগ্র গ্রামেরই যৌথ সম্পত্তি বলিয়া সহজেই লোকেরা মনে করিতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মূল অধিকারিত্বের কোন প্রশ্ন উঠিবার অবকাশ নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজিত হইত, তাহাই কালক্রমে প্রয়োগ-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হইয়া জনসাধারণদ্বারা স্বীকৃত হইত। মূল অধিকারিত্বের দাবী যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালে রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং সমাজযন্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের দেশে মোটামুটি ভাবে মৌর্যসম্রাট্‌দের আমল হইতেই এই বিবর্তন দেখা দিয়াছিল। মৌর্য আমলেই ভারতবর্ষে একটা কেন্দ্রীকৃত কর্মচারিতন্ত্র শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে ক্ষমতাসম্পন্ন চক্রবর্তী সম্রাট্‌দের চেষ্টায় ও প্রেরণায়, এবং সমাজ-যন্ত্রের সঙ্গে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই একই সঙ্গে

ইহা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য বলা চলে না; তবে এই বিবর্তন মৌর্য আমলের পরে উত্তর-ভারতে সর্বত্রই স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ সর্বত্র স্বীকৃত হয়। সমাজযন্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা জনসাধারণকে অধিকার করিতে আরম্ভ করে যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই সমাজ-ব্যবস্থার ধারক ও নিয়ামক। এই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ভূমি-ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান উপকরণ। বিবর্তনের যে স্তরে স্বীকৃত হইল যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই ভূমির উপর অধিকারের উৎস এবং তিনিই ভূমি-সম্পর্কিত বাদ-বিসম্বাদের শেষ মীমাংসক, তাহার পর হইতেই ক্রমশঃ ধীরে ধীরে এই চেতনা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল যে, রাজা ও রাষ্ট্র শুধু ভূমি-ব্যবস্থার নিয়ামক নয়, দেশের ভূসম্পত্তির মালিকও। ইহার অন্যতম কারণ বোধ হয়, সেচন-ব্যবস্থায় রাজার বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমাদের দেশ নদী-মাতৃক হইলেও কৃষি বহুল পরিমাণে বারিনির্ভর। এই যে লিপিগুলিতে প্রচুর খাটা, খাড়িকা, খাল ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ভূমির উর্বরতা বিধানের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক খনিত, এ অনুমান বোধ হয় করা চলে। তাহা ছাড়া এই প্লাবনের দেশে বাঁধ, আলি ইত্যাদির বিস্তৃত উল্লেখও রাষ্ট্রসহায়তার দিকেই ইঙ্গিত করে বলিয়া মনে হয়। রাজারা যে এই সেচন-ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করিতেন, তাহার দু'একটি প্রমাণও আছে, যেমন "রামচরিতে" রামপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি নানাপ্রকার জনহিতকর পূর্তকার্য করিয়াছিলেন, খুব বড় বড় পুষ্করিণী খনন করাইয়া দুই ধারে তালগাছ লাগাইয়া পাড় পাহাড়ের মতন উঁচু করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, দেখিলে মনে হইত, বুঝি বা সমুদ্র।

"স বিশালশৈলমালাতালবন্ধসম্বুধিং সাক্ষাৎ।
অপি পূর্তং পুষ্করিণীভূতং রচয়াম্বভূব ভূপালঃ॥ (৩।৪২)

এই ধরণের সুদীর্ঘ বিশালকায় হ্রদোপম পুকুরের চিহ্ন বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলে, ত্রিপুরা জেলায়, উত্তর-বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলায় এখনও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়; এই সব পুকুরের জল যে চাষ-আবাদের কাজেই ব্যবহৃত হইত, এবং রাজকীয় অথবা রাষ্ট্রের সাহায্যেই যে এগুলি খনিত হইত, সে-স্মৃতি উত্তররাঢ়ে এবং বরেন্দ্রভূমিতে এখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। যাহাই হউক, মৌর্যযুগের ও পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতারাও রাজা ও রাষ্ট্রই যে ভূসম্পত্তির মালিক, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু এক সময় সমাজই যে ভূমি-ব্যবস্থার নিয়ামক ছিল, সে স্মৃতিও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না; থাকিয়া থাকিয়া সেই স্মৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের পাতায়, টীকাকারের ব্যাখ্যায়, প্রচলিত ব্যবহারের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। সাধারণ-ভাবে এই কথা কয়টি মনের পটভূমিতে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন বাঙ্‌লার লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের সাক্ষ্য প্রমাণ কি, দেখা যাইতে পারে।

গুপ্ত আমলের যে কয়টি লিপি বাঙ্‌লা দেশে পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি, ভূমি-বিক্রেতা হইতেছেন রাজা বা রাষ্ট্র, এবং বিক্রীত ভূমি ধর্মাচরণোদ্দেশে দত্ত হইতেছে বলিয়া রাজা দানপুণ্যের এক-ষষ্ঠভাগের অধিকারীও হইতেছেন। বস্তুতঃ

প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমি বিক্রয়ের আবেদন জানান হইতেছে রাজা বা রাষ্ট্রযন্ত্রকে, দু'এক ক্ষেত্রে রাজা কর্তৃক বিক্রীত ভূমি দানও করিতেছেন রাজা স্বয়ং ক্রেতার পক্ষ হইতে। তাহা ছাড়া রাজা অনুরুদ্ধ হইয়া অথবা আত্মপ্রেরণায় নিজেও ভূমি দান করিতেন। এই লিপিগুলি ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে স্বতঃই মনে হয়, রাজা বা রাষ্ট্র শুধু ভূমি-স্বত্বেরই অধিকারী নহেন, ভূমির মূল অধিকারীও। এই স্বত্বাধিকারতত্ত্ব বাঙলা দেশে বোধ হয়, গুপ্ত আমলের পূর্বেই নির্ধারিত ও স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল, এবং আমরা যে যুগের লিপিগুলির কথা বলিতেছি, সে যুগে এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন ছিল না। তবে তিনি অধিকারী ছিলেন বলিয়াই ভূমি দান-বিক্রয়ে যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না, দেখিতে হইত, প্রস্তাবিত ভূমি দত্ত বা বিক্রীত হইলে গ্রামবাসীদের কৃষি ও অন্যান্য কর্মের কোনও অসুবিধা হইবে কি না, অন্য কাহারও ভূমিস্বত্ব আহত হইবে কি না। শুধু রাজাই অথবা রাষ্ট্রই যে দেখিতেন, তাহা নয়, গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, কখনও কখনও সাধারণ ব্যক্তিরাও তাহা দেখিতেন। লিপিগুলিতে যে বার বার ভূমিদান-বিক্রয় স্থানীয় মহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং প্রাকৃত জনকে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, তাহা প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই। বহু ক্ষেত্রে ইঁহারাই ভূমি অন্য ভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া সীমা নির্দেশ করিয়া দিতেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিগুলিতে পাইতেছি, সে-সমস্ত ভূমিই রাজার অথবা রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূসম্পত্তি অর্থাৎ খাসমহল, এবং সে খাসমহল দান-বিক্রয়ের অধিকার রাজা বা রাষ্ট্রেরই হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ? এ প্রশ্নের সুযোগ হয় ত আছে, কিন্তু যখন দেখা যায়, সর্বত্রই সকল লিপিতেই রাজাই হইতেছেন বিক্রেতা বা দাতা, তখন এই অনুমানই মনকে অধিকার করে যে, রাজ্যের সকল ভূমিরই স্বত্বাধিকারী এবং মূল মালিক, দুই-ই ছিলেন রাজা বা রাষ্ট্র। তাহা ছাড়া, লিপিগুলিতে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি না, যেখানে রাজা বা রাষ্ট্র মূল অধিকারিত্ব ছাড়িয়া দিতেছেন, যাহা পাইতেছি, তাহা তাঁহার স্বত্বাধিকার। ভূমি যখন শুধু বিক্রয় করিতেছেন, তখন স্বত্বাধিকারের দাবী বজায় রাখিতেছেন কর গ্রহণের ভিতর দিয়া ; আর যখন শুধু বিক্রয় নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভূমি নিষ্কর করিয়া দান করিয়া দিতেছেন, তখন সেখানে স্বত্বাধিকারিত্বের দাবীও ছাড়িয়া দিতেছেন, কিন্তু সেখানেও তাহার মূল অধিকারিত্ব চলিয়া যাইতেছে না। আমার এই মন্তব্যগুলির সুস্পষ্ট সবিশেষ প্রমাণ অষ্টমশতক-পূর্ব বাঙলার অন্ততঃ দুই তিনটি লিপিতে পাওয়া যাইবে। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে খবর পাওয়া যায় যে, বৎসপাল স্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ এক কুল্যবাপ ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। লিপিটির অনেক স্থান অবলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় পাঠ নিঃসন্দেহ নয়, কিন্তু যাহা আছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, এক কুল্যবাপ ভূমি বৎসপাল স্বামী কিনিয়াছিলেন, তাহা মহাকোট্টিকনাম ···নামীয় কোন ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রয়ের এবং দানের আবেদনও জানাইতে হইয়াছিল স্থানীয় রাষ্ট্র-প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নায়কদের। রাজা বা রাষ্ট্র যে ভূমির মূল অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইতেন, এ সম্বন্ধে তাহা হইলে আর কোন

সন্দেহ রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও জানিলাম যে, ভূসম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারও ছিল, কিন্তু সে অধিকার রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা শাসিত ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল বলিয়াই কোনও ব্যক্তি যে-কোন সর্তে যে-কোনও ক্রেতার কাছে ভূমি বিক্রয় করিতে পারিতেন না, কিংবা দানও করিতে পারিতেন না। এই বিক্রয় অথবা দানকর্মের প্রয়োজন হইলে, প্রস্তাবিত ক্রেতা বা দানগ্রহীতা রাষ্ট্রের কাছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্থানীয় অধিকরণ ও প্রধান প্রধান লোকদের কাছে আবেদন করিতেন, এবং তাঁহারাই বিক্রয় ও দানের ব্যবস্থা করিতেন। বস্তুতঃ কোনও গ্রামে কোনও ক্রেতা বা দানগ্রহীতা ব্যক্তির নবাগমন গ্রামবাসীদের অগোচরে হইতে পারে না, এ ব্যাপারে রাষ্ট্র অপেক্ষা গ্রামের সমষ্টিগত স্বার্থই অধিকতর বিবেচ্য। এই কারণেই সর্বত্র এই দান-বিক্রয়ের ব্যাপার গ্রামবাসীদের গোচরে ও সাক্ষাতে হওয়াই প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দেবখড়্গের আশ্রফপুর-পট্টোলিতেও আমার পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলির প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রাজা দেবখড়্গ বৌদ্ধ আচার্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রথম দফায় ৯ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। এবং দ্বিতীয় দফায় দান করিয়াছিলেন ৬ পাটক ১০ দ্রোণ। এই ভূমির অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত অধিকারে, এবং দানের পূর্বাহ্ন পর্যন্ত বিভিন্ন লোকেরা নিজদের সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। যথা—

১।	২ পাটক ...	ভোগ করিতেছিলেন রাজমহিষী শ্রীপ্রভাবতী।
২।	½ (?) "	" " শুভংস্বকা নামে এক মহিলা।
৩।	১½ " ..	মিত্রবলি নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি, কিন্তু ভোগ করিতেছিলেন সামন্ত বর্ণটিয়োক নামক এক ব্যক্তি।
৪।	১½ "	ভোগ করিতেছিলেন শ্রীনেত্র ভট।
৫।	১ " .	ভোগ করিতেছিলেন শর্বান্তর নামক এক ব্যক্তি, কিন্তু চাষ করিতেছিলেন মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কর্ষকেরা (শ্রীশর্বান্তরেণ ভুজ্যমানক মহত্তরশিখরাদিভিঃ কৃষ্যমান-[কঃ])।
৬।	১ "	ভোগ করিতেছিলেন বন্দ্য জ্ঞানমতি।
৭।	১ "	দ্রোণমথিকা নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি।
৮।	½ " ...	ভোগ করিতেছিলেন শক্রক নামক ব্যক্তি। (ইহার এক পাটক ভূমির সবটুকু রাজা গ্রহণ করেন নাই; যে অর্ধ পাটকে দুইটি সুপারীবাগান ছিল, সেইটুকু শুধু লইয়া দান করিয়াছিলেন)।

৯। ২০ দ্রোণবাপ অর্থাৎ ½ পাটক—আগে ছিল উপাসক নামক জনৈক ব্যক্তির, এখন ভোগ করিতেছিলেন স্বস্তিয়োক নামীয় জনৈক গৃহস্থ (অর্ধপাটক উপাসকেন ভুক্তকাধুনা স্বস্তিয়োকেন ভুজ্যমানক)।

১০।	২৭ দ্রোণবাপ	...	ভোগ করিতেছিলেন সুলব্ধ এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা।
১১।	১৩ „		চাষ করিতেছিলেন রাজদাস এবং দুর্গ্গট নামক দুই ব্যক্তি।
১২।	১ পাটক	...	[এক সময়ে] বৃহৎ পরমেশ্বর নামক জনৈক ব্যক্তি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকে এবং কি উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই।
১৩।	১ „	...	[এক সময়ে] শ্রীউদীর্ণখড়্গ দান করিয়াছিলেন এবং এখন ভোগ করিতেছিলেন শক্রক নামক জনৈক ব্যক্তি। এই শক্রক এবং পূর্বোক্ত ৮ নম্বরের শক্রক যে একই ব্যক্তি, এই অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে।

এই সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাইতেছে। একটি একটি করিয়া তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, রাজা যে-কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁহার ইচ্ছামত এবং প্রয়োজনমত কাড়িয়া লইতে পারিতেন। ২নং পট্টোলীটিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, ৬ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ব্যক্তিগত অধিকার হইতে কাড়িয়া লইয়া (যথাভুঞ্জনাদপনীয়) সংঘমিত্রের বিহারে দেওয়া হইতেছে। ইহার পরিবর্তে অধিকারী ব্যক্তিদের যথোচিত মূল্য বা ক্ষতিপূরণ কিছু দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহার উল্লেখ লিপিতে নাই, হইলে তাহার উল্লেখ থাকাটাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। রাজা বা রাষ্ট্র যদি ভূমির মূল অধিকারী না হইতেন, তাহা হইলে এই জাতীয় অধিকারের প্রয়োগ তিনি কিছুতেই করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, মহিলারাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন (১ ও ২)। তৃতীয়তঃ, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নীচে নিম্নাধিকারী প্রজার একটি স্তর ছিল (৩ ও ৫)। ইঁহাদের অধিকারের স্বরূপ কি ছিল, বলা কঠিন। ৩ নম্বরের মিত্রাবলী ভূমিস্বত্বাধিকারী ছিলেন বুঝা যাইতেছে, কিন্তু ভূমির উপস্বত্ব বোধ হয় ভোগ করিতেছিলেন বর্ণটিয়োক নিম্নপ্রজারূপে। এ সম্পর্কে তাঁহার কি কি দায় ও মিত্রাবলীকে কি কি দেয় ছিল, তাহা অনুমান হয়ত করা যাইতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলিবার কোন উপায় নাই। ৫ নম্বরের শর্বান্তর ভূমিস্বত্বাধিকারী ছিলেন, ইহা ত পরিষ্কার, কিন্তু মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কৃষক, যাঁহারা শর্বান্তরের এক পাটক ভূমি চাষ করিতেন, তাঁহাদের দায় ও অধিকার কি ছিল? ইঁহারা কি বর্তমান কালের ভাগচাষীদের মতন ছিলেন, না কোন প্রকার করের বিনিময়ে চাষবাস করিতেন? তবে এটুকু বুঝা যাইতেছে—মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কৃষকদের সেই এক পাটক ভূমির উপর কোন অধিকার ছিল না। চতুর্থতঃ, ব্যক্তিগত অধিকারের ভূমি হস্তান্তরিত হইত, দানেই হউক আর বিক্রয়েই হউক (৯, ১২ ও ১৩)। এই হস্তান্তরের জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হইত কি না, বলিবার উপায় এ ক্ষেত্রে নাই, তবে পূর্বোক্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীর সাক্ষ্য যদি এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রানুমোদন ছাড়া এই ধরণের হস্তান্তর সম্ভব ছিল না। পঞ্চমতঃ, একাধিক (দুই

বা ততোধিক) ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে একই ভূখণ্ডের অধিকারী হইতে পারিতেন (১০ ও ১১)।

অষ্টমশতক-পরবর্তী পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি এইবার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। আগেই বলিয়াছি, পাল আমলের প্রায় সবগুলি লিপিই সমগ্র গ্রাম-দানের পট্টোলী, সেন আমলেরও কয়েকটি পট্টোলী তাহাই। এই গ্রামগুলি সমস্তই রাষ্ট্রের 'খাসমহল' ছিল, এ অনুমান খুব স্বাভাবিক নয়, বরং ভূমির মূল অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র, রাজ্যের যে কোন ভূমি, তাহা গ্রাম বা যে কোন ভূমিখণ্ড বা জনপদখণ্ডই হোক, দান-বিক্রয় করিতে পারিতেন, এই মন্তব্যই যুক্তিসঙ্গত, এবং দান যখন করিতেছেন, তখন সেই গ্রামবাসী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা সমেতই দান করিতেছেন, ইহার পর রাজা বা রাষ্ট্রকে যাহা কিছু দেয়, ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির অধিকারীরা তাহা দানগ্রহীতাকে দিবেন, রাষ্ট্রকে আর নয়। কিন্তু এই যে রাজা ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তিও দান করিয়া দিতেছেন, ইহাও রাষ্ট্রের মূল অধিকারিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে। ভূমির অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, সেন আমলের লিপিগুলিও তাহাই সমর্থন করে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে এক সঙ্গে এই জাতীয় অনেক তথ্য পাওয়া যায়, সেই হেতু এই লিপিটিই একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। রাজা বিশ্বরূপ-সেন জনৈক আবল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মাকে ১১টি ভূখণ্ডে সর্বসুদ্ধ ৩৩৬½ উন্মান ভূমি দান করিয়াছিলেন ; এই ভূখণ্ড কয়টি হলায়ুধ শর্মা কর্তৃক নানা উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল :—

১। দুইটি ভূখণ্ডে ৬৭¾ উন্মান ভূমি উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে [রাজা ?] হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

২। ১৬৫ উন্মান ভূমি পূর্বে কোনও সময়ে হলায়ুধ কিনিয়াছিলেন। কাহার নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন বলা হয় নাই, তবে ব্যক্তিগত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতেই কিনিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। পরে এই ১৬৫ উন্মান, এবং অন্য দুইটি ভূখণ্ডে ৫০ উন্মান হলায়ুধ শর্মা চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে রাজমাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। দুইটি ভূখণ্ডে ৩৫ উন্মান পূর্বে কোনও সময়ে হলায়ুধ কিনিয়াছিলেন, পরে কুমার সূর্যসেন এই ভূমিখণ্ড দুইটি জন্মদিন উপলক্ষ্যে হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

৪। দুইটি ভূখণ্ডে ৭ উন্মান পূর্বে কোনও সময়ে হলায়ুধ কিনিয়াছিলেন ; পরে সান্ধি-বিগ্রহিক নাঞ্ঞীসিংহ সেই ভূখণ্ড দুইটি হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

৫। ১২¾ উন্মান হলায়ুধ শর্মা রাজপণ্ডিত মহেশ্বরের নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন।

৬। ২৪ উন্মান কুমার পুরুষোত্তমসেন উত্থানদ্বাদশী তিথি উপলক্ষ্যে হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ, ক্রীত ভূমি পরে কাহারও নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করা যাইত (২, ৩, ৪)। কি উপায়ে

তাহা করা হইত, লিপিতে বলা হয় নাই, তবে অনুমান হয়, হলায়ুধ কোনও সময়ে মূল্য দিয়া ভূমি কিনিয়াছিলেন, পরে দাতা ক্রীত ভূমির মূল্য হলায়ুধকে অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং হলায়ুধ ক্রীত ভূমি দানস্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সব ভূমি ব্যক্তিগত অধিকারেই ছিল, এবং ব্যক্তিগত অধিকারের বলেই বিক্রীতও হইয়াছিল (২,৩,৪,৫)। তৃতীয়তঃ, ভূমির ব্যক্তিগত অধিকারীরা ভূমি দানও করিতে পারিতেন এবং করিতেনও (২, ৩, ৪, ৫, ৬)। কিন্তু এই দান রাজা যে অর্থে ভূমি দান করেন, সেই অর্থে নয়; নিষ্কর করিয়া দিবার ক্ষমতা এই ব্যক্তিগত অধিকারীদের নাই, ইঁহারা শুধু ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকার অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যক্তিগত অধিকার দান করেন, রাজার স্বত্বাধিকার অর্থাৎ কর গ্রহণ করিবার অধিকার দান করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। সেই জন্যই হলায়ুধ যখন সমগ্র ৩৩৬২ উন্মান ভূমিই নিষ্কর ভাবে, কোন দায় ঘাড়ে না লইয়া ভোগ করিতে চাহিলেন, তখন রাজার শরণাপন্ন হইলেন এবং রাজাও তাঁহাকে নিষ্কর করিয়া দিয়া সমস্ত ভূমি দান করিলেন। অর্থাৎ হলায়ুধ শুধু তখনই রাজার ভূমি-স্বত্বাধিকার লাভ করিলেন। এখানেও রাজা যে তাঁহার মূল অধিকার ছাড়িয়া দিলেন, এ কথা বলা যায় না।

পাল আমলের শাসনগুলিতে দেখা যাইতেছে, প্রস্তাবিত ভূমিদানের সময় রাজা স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের, কুটুম্ব, প্রতিবাসী, এক কথায় প্রকৃতিপুঞ্জকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "মতমস্তু ভবতাম্", '[আমি এই ভূমি দান করিতেছি], আপনাদের সকলের অনুমোদন হউক'। কেহ কেহ মনে করেন, গ্রাম-গোষ্ঠী ভূমির মালিক ছিলেন বলিয়া রাজাকে এই ধরণের অনুমতি লইতে হইত। এ অনুমান কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। গ্রামগোষ্ঠী ভূমির মালিক হইলে রাজা সেই ভূমি ক্রয় না করিয়া দান কি ভাবে করিতে পারেন? তবে, এ যুক্তি হয় ত কতকটা সার্থক যে, এই "মতমস্তু ভবতাম্" প্রাচীন গোষ্ঠী-অধিকারের সুদূর স্মৃতি বহন করিতেছে, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া মনে হয় না, যখন দেখা যায়, পরবর্ত্তী কালের শাসনগুলিতে একই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "বিদিতমস্তু ভবতাম্", 'আপনারা বিজ্ঞাপিত হউন', অর্থাৎ ভূমি দানের ব্যাপারটি গ্রামবাসীদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে মাত্র। এই বিজ্ঞাপন করা কেন প্রয়োজন হইত, তাহা ত আগেই সবিস্তারে উল্লেখ করা হইয়াছে। আসল কথা, "মতমস্তু ভবতাম্" এবং "বিদিতমস্তু ভবতাম্" এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। সেন আমলে বিজ্ঞাপিত করিবার প্রয়োজনে যে-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "বিদিতমস্তু", পাল আমলে সেই প্রসঙ্গেই সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বলা হইত "মতমস্তু"।

সিদ্ধ কানুপার দোহা ও তাহার অনুবাদ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল, ডি-লিট্

[ইহাতে মূল বিশুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠের সহিত তুলনীয়। বিশুদ্ধ পাঠ সম্বন্ধে আমার "বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (সা. প. প. ৪৮। ৮১-৮২)। আমি আমার Les Chants Mystiques (Paris, 1928) পুস্তকে তিব্বতী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি।]

১। লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমত্থে পবীণ।
কোডিহ মজ্ঝে এক্কু জই হোই নিরংজণ-লীণ ॥ (দোহা)

লোক গর্ব্ব বহন করে, আমি পরমার্থে প্রবীণ। কোটির মধ্যে এক যদি নিরঞ্জনে লীন হয়।

২। আগম-বেঅ-পুরাণেহি পংডিঅ মাণ বহংতি।
পক্ক-সিরি-ফলে অলিঅ জিম বাহেরিত ভুমঅন্তি ॥ (দোহা)

পণ্ডিত আগম বেদ পুরাণে অভিমান বহন করে, পক্ক শ্রীফলে অলিসমূহ যেমন বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

৩। বোহিচীঅ রঅভূসিও অক্খোহেহিঁ সিট্‌ঠউ।
পোক্খর-বীঅ সহাবসুহ নিঅ দেহেহিঁ দিট্‌ঠউ ॥ (দোহা)

বোধিচিত্ত রজোভূষিত, অক্ষোভ্য দ্বারা আশ্লিষ্ট। স্বভাব-শুদ্ধ পুষ্কর-বীজ নিজ দেহে দৃষ্ট হইল।

৪। গঅণ নীর অমিআহ পংক মূল বজ্জণ ভাবিঅ।
অবধূই কিঅ মূল-নাল হংকারো রি জাইঅ ॥ (দোহা)

গগনকে নীর, অমিতাভকে পঙ্ক, বর্জ্জনকে মূল ভাবা হইল। অবধূতীকে মূল-নাল (মৃণাল) করা হইল। হুঙ্কারও জন্মিল।

৫। ললণা বসণা রবিসসী তুড়িআ বেণ্ণ রি পাসে।
পত্ত চউট্‌ঠঅ চউ-মূণাল ঠিঅ মহাসুহবাসে ॥ (দোহা)

ললনা-রসনা (ইড়া-পিঙ্গলা) দুই পার্শ্বে রবি-শশীতে (দক্ষিণ ও বাম নাসায়) ভগ্ন হইল। পত্রচতুষ্টয় মহাসুখবাসে চারি মৃণালে অবস্থিত হইল।

৬। এবংকার বীঅ লইঅ কুসুমিআ অরবিন্দ এ।
মহুঅররূএঁ সুরঅ-বীর জিংঘএ মঅরন্দএ ॥ (দোহা)

এবংকাররূপ বীজ লইয়া অরবিন্দ কুসুমিত হইল। মধুকররূপে সুরত-বীর মকরন্দ আঘ্রাণ করে।

৭। পঞ্চ মহাভূআ বীঅ লই সামগ্গিএ জইঅ।

কঢ়িণ পুহবী অল্ল অব তেঅ হুঅবহ সংজইঅ ॥ (দোহা)

পঞ্চ মহাভূত বীজ লইয়া সামগ্রী জন্মিল। পৃথিবী হইতে কঠিন, অপ্ হইতে আর্দ্র, হুতবহ হইতে তেজ সঞ্জাত হইল।

৮। গঅণ সমীরণ সুহবাস পঞ্চেহিঁ পরিপুণ্ণএ।

সঅল সুবাসুব এহু উঅত্তি বঢ়িএ এহু সো সুণ্ণএ ॥ (দোহা)

গগন হইতে সমীরণ হইল। সুখবাস (শরীর) পাঁচের দ্বারা পরিপূর্ণ। সকল সুরাসুরের এই (পাঁচ) উৎপত্তি-(কারণ)। মূর্খ। এই সে শূন্য।

৯। খিতিজলজলণপবণগঅণ রি মাণহ।

মণ্ডল চক্ক বিসঅ বুদ্ধি লই পরিমাণহ ॥ (ছন্দ ?)

ক্ষিতি-জল-অগ্নি-পবন-গগনকে মান। বিষয়বুদ্ধি লইয়া মণ্ডলচক্র পরিমাণ কর।

১০। নিতরঙ্গ সম সহজ রূঅ সঅলকলুসবিরহিএ।

পাপপুণ্ণবহিএ কুচ্ছ নাহি কহ্ন ফুড় কহিএ ॥ (দোহা)

সহজ রূপ নিস্তরঙ্গ, সম, সকলকলুষ-বিরহিত। পাপপুণ্য কিছু নাই—কৃষ্ণাচার্য্য স্পষ্ট কহিল।

১১। বহিণিক্কলিআ কলিআ সুণ্ণাসুণ্ণ পইট্‌ঠ।

সুণ্ণাসুণ্ণ বেণ্ণি মজ্‌ঝেঁ রে বঢ কিংপি ন দিট্‌ঠ ॥ (দোহা)

বহির্গত (জগৎ) শূন্যাশূন্যপ্রবিষ্ট বিবেচনা করিয়া, রে মূর্খ! তুই শূন্যাশূন্য দুইয়ের মধ্যে কিছুই দেখিলি না?

১২। সহজ একু পর অত্থি তহিঁ ফুড কহ্ন পরিজাণই।

বহু সত্থাগম পঢ়ই গুণই বঢ় কিংপি ন জাণই ॥ (দোহা)

সহজ একক পরম। কৃষ্ণাচার্য্য তাহা স্পষ্ট জানে। মূর্খ বহু শাস্ত্র আগম পড়ে, আবৃত্তি করে, কিছুই জানে না।

১৩। অহে ন গমই উহে ন জাই।

বেণ্ণিরহিঅ তসু নিচ্চল ঠাই ॥

ভণই কহ্ন মণ কহবি ন ফুট্টই।

নিচ্চল পরণ-ঘরিণি ঘরে বট্টই ॥ (পাদাকুলক)

(পবন) অধোদেশে যায় না, উর্দ্ধে যায় না, উভয় রহিত হইয়া সে নিশ্চল থাকে। কৃষ্ণাচার্য্য বলে, মন কোথায়ও কার্য্য করে না, নিশ্চল-পবন-রূপ গৃহিণী ঘরে থাকে।

১৪। বরগিরিকন্দর গুহির জগু তহিঁ সঅলবি তুট্টই।

বিমল সলিল সোসং জাই জ কালাগ্নি পইট্‌ঠই ॥ (দোহা)

গিরিবরের কন্দর গভীর। তাহাতে সকল জগৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিমল সলিল শুষ্ক হয়, যখন কালাগ্নি প্রবেশ করে।

১৫। এহু সুদুদ্ধর ধরণিধর সমবিসম উত্তার ন পারই।
ভণই কহ্ন দুল্লক্খ দুরবগাহ কো মণে পরিভাবই॥ (দ্বিপদী)

এই ধরণীধর (-পর্ব্বত) সুদুর্ধর, সম-বিসম। (কেহ) লঙ্ঘন করিতে পায় না। কৃষ্ণাচার্য্য বলে, কে দুর্লক্ষ্য দুরবগাহকে মনে ভাবিতে পাবে?

১৬। জো সংবেঅই মণরঅণ অহরহ সহজ ফরন্ত।
সো পর জাণই ধম্মগই অন্ন কি মুণই কহন্ত॥ (দোহা)

অহরহ সহজে বিরাজমান মনোরত্নকে যে জানে, সে বটে ধর্ম্মগতি জানে। অন্যে কহিলেও কি জানে?

১৭। পহং বহন্তেণ ণিঅমণ বংধণং কিঅ জেণ।
তিহুঅণ সঅলরি ফারিআ পুণু সংহারিঅ তেণ॥ (দোহা)

পথ চলিতে চলিতে যে নিজ মন বন্ধন করে, সে ত্রিভুবন সকল স্ফুরিত করিয়া পুনরায় সংহার করে।

১৮। কাহিঁ তথাগত লব্ভএ দেৱী কোহগণেহি।
মণ্ডল-চক্ক-বিমুক্ক হোই অচ্ছউঁ সহজখণেহি॥ (দোহা)

কেমনে তথাগত-দেবী ক্রোধগণ দ্বারা লাভ করা যায়। আমি মণ্ডল-চক্রবিমুক্ত হইয়া সহজ-ক্ষণে আছি।

১৯। সহজেঁ নিচ্চল জেণ কিঅ সমরসে নিঅ-মণ-রাঅ।
সিদ্ধো সো পুণ তক্খণে নউ জরমরণহ ভাঅ॥ (দোহা)

যে নিজ মনোরাজকে সহজ দ্বারা সমরসে নিশ্চল করিল, সে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ (হইল)। সে জরামরণ হইতে পুনরায় ভীত হয় না।

২০। নিচ্চল নিব্বিঅপ্প নিব্বিআর।
উঅঅ-অথমণ-রহিঅ সুসার॥
অইসো সো নিব্বাণ ভণিজ্জই।
জহিঁ মণ মাণস কিংপি ন কিজ্জই॥ (পাদাকুলক)

নিশ্চল, নির্বিকল্প, নির্বিকার, উদয়-অস্তরহিত, সুসার,—সেই নির্বাণকে এইরূপ বলা হয়, যাহাতে মন ও মানস কিছুই করা হয় না।

২১। এবংকার জেঁ বুজ্ঝিঅ তেঁ বুজ্ঝিঅ সঅল অসেস।
ধম্মকরণ্ডহো সোহু রে নিঅ পহুকেরো বেস॥ (দোহা)

যে এবংকারকে বুঝিল, সে সকলকে অশেষরূপে বুঝিল। সে-ই রে ধর্ম্মকরণ্ড, নিজ প্রভুর বেশ।

২২। জই পবণ-গমণ-দুআরে দিঢ় তালারি দীজ্জই।
জই তসু ঘোর অন্ধারে মণ দীবহো কিজ্জই॥

জিণরঅণ উঅরেঁ জই সো বর অম্বরং ছুপ্‌পই।
ভণই কহ্ন ভর ভুংজন্তে নিব্বাণো ৰি সিজ্ঝই ॥ (রোলা)

যদি পবন-গমনদ্বারে দৃঢ় তালা দেওয়া যায়, যদি সেই ঘোর অন্ধকারে মন দীপের ন্যায় করা যায়, (তবে) জিন-রত্ন উপরে গিয়া সেই বর অম্বর ছোঁয়। কাহ্নু ভণে, ভব ভোগ করিতে করিতে নির্বাণও সিদ্ধ হয়।

২৩। জো নথু নিচ্চল কিঅউ মণ সো ধম্মক্‌খর-পাস।
পরণহো বজ্ঝই তক্‌খণে বিসআ হোন্তি নিরাস ॥ (দোহা)

যে নাথ ধর্মাক্ষর পার্শ্বে মন নিশ্চল করিল, তৎক্ষণাৎ পবনও বদ্ধ হয়, বিষয়সমূহ নিরস্ত (বা নিরাশ) হয়।

২৪। পরম বিরম জহিঁ বেন্নি উএক্‌খই।
তহিঁ ধম্মক্‌খর মজ্ঝে লক্‌খই ॥
অইস উএসেঁ জই ফুড় সিজ্ঝই।
পরণ-ঘরিণি তহিঁ নিচ্চল বজ্ঝই ॥ (অড়িল্লা)

যেখানে পরম বিরম উভয়কেই উপেক্ষা করা হয়, সেখানে ধর্মাক্ষর মধ্যে লক্ষিত হয়। যদি এইরূপ উপদেশে স্পষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়, তবে পবন-গৃহিণী তাহাতে নিশ্চলরূপে বদ্ধ হয়।

২৫। ববগিরিসিহর-উতুঙ্গ-থলি সবরেঁ জহিঁ কিঅ বাস।
নউ লংঘিঅ পঞ্চাণণেহিঁ করিবব দূরিঅ আস ॥ (দোহা)

বরগিরিশিখরের উত্তুঙ্গ স্থলে, যেখানে শবর মুনি বাস করিয়াছেন, পঞ্চানন তাহা লঙ্ঘন করেন নাই, করিবরের আশা ত দূরীকৃত।

২৬। এহু সো গিরিবর কহিঅ মইঁ এহু সো মহাসুহ ঠাব।
এথু রে নিঅহু সহজখণ লব্ভই মহাসুহ জাব ॥ (দোহা)

এই সে গিরিবর, আমি কহিলাম, এই সেই মহাসুখস্থান। যাবৎ মহাসুখ লাভ না হয়, এখানে সহজক্ষণ দেখ।

২৭। সব জগু কাঅ-বাক্‌-মণ মিলি বিফুরই তহিসো দূরে।
সো এহো ভঙ্গে মহাসুহ নিব্বাণ এক্কু রে ॥ (দোহা)

কায়-বাক্‌-মন মিলিয়া সকল জগৎ তাহা হইতে দূরে স্ফুরিত হয়। ইহা সেই রহস্য, মহাসুখ এবং নির্ব্বাণ একই রে।

২৮। এক্কু ন কিজ্জই মন্ত ন তন্ত।
নিঅ ঘরিণি লই কেলি করন্ত ॥
নিঅ ঘরে ঘরিণি জাব ন মজ্জই।
তাব কি পঞ্চবণ্ণ বিহরিজ্জই ॥ (পাদাকুলক)

নিজ গৃহিণী লইয়া কেলি করিতে করিতে, মন্ত্রতন্ত্র একটিও করা হয় না। যাবৎ নিজ ঘরে গৃহিণী না নিমগ্ন হয়, তাবৎ কি পঞ্চবর্ণ বিহার করা যায়?

২৯। এস জপহোম মণ্ডল কম্মে।
অণুদিণ অচ্ছসি কাহিউ ধম্মে ॥
তো বিণু তরুণি নিরন্তর নেহে।
বোহি কি লব্ভই এণব্রি দেহে ॥ (পাদাকুলক)

এই জপহোম মণ্ডলকর্ম্মে প্রতিদিন কোন্ ধর্ম্মে আছিস্? হে তরুণি, তোব নিরন্তর প্রেম বিনা এই প্রকারে দেহে কি বোধি লাভ হয়?

৩০। জেঁ বুজ্ঝিঅ অবিরল সহজখণ, কাহিঁ বেঅপুরাণ।
তেঁ তুড়িঅ বিসঅ-বিঅপ্প জগুরে অসেস পরিমাণ ॥ (দোহা)

যে অবিরল সহজক্ষণ বুঝিল, (তাহার) বেদপুরাণ কি? সে অশেষ-পরিমাণ বিষয়-বিকল্প জগৎ তুড়িয়া দিল।

৩১। জেঁ কিঅ নিচ্চল মণরঅণ নিঅ ঘরিণী লই এথ।
সো হো বাজিব নাহু রে মই বুত্তো পরমথ ॥ (দোহা)

যে এখানে নিজ গৃহিণী লইয়া মনোরত্নকে নিশ্চল করিল, সেই রে বজ্রনাথ, আমি পরমার্থ বলিলাম।

৩২। জিম লোণ বিলিজ্জই পাণিএহি তিম ঘরিণী লই চিত্ত।
সমরস জাইউ তক্খণে জই পুণু তে সম নিত্ত ॥ (দোহা)

যেমন লবণ জলে মিলিয়া যায়, তেমনি চিত্ত গৃহিণী লইয়া তৎক্ষণাৎ সমরসে যায়, যদি পুনরায় তাহার সহিত নিত্য (থাকে)।

কৃত্তিবাসের বংশলতা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

গত বৎসরের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ. ১১৭) আমরা কৃত্তিবাসের এক পুত্র শঙ্কর এবং এক পৌত্র কালিদাসের নাম ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি সাঙ্কাডাঙ্গার বিখ্যাত কুলাচার্য্য রামহরি ন্যায়ালঙ্কারের একটি বিপুলায়তন (পত্র-সংখ্যা অন্যূন ৬১৭) কুলপঞ্জীতে কবি কৃত্তিবাসের অধস্তন ধারাবাহিক বংশলতা বহু পুরুষ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। যশোহর জিলার জয়দিয়া গ্রামনিবাসী বহুবিজ্ঞ প্রবীণ কর্মী শ্রীযুত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই মূল্যবান্ গ্রন্থ রক্ষিত আছে—ইহার লিপিকাল ১২১০ সাল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কালের করাল গ্রাস হইতে গ্রন্থটি রক্ষা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থে বনমালীর ১১ পুত্রের নাম এবং কৃত্তিবাসের কুলক্রিয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। যথা—"বনমালিসুতা মাধব-শান্তি-বলভদ্র-মৃত্যুঞ্জয়-জাগো-ভাসো-কীর্ত্তিবাসপণ্ডিত-শ্রীনাথ-শ্রীকান্ত-শ্রীকণ্ঠ-চতুর্ভুজাঃ। **কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণস্য পাঁচালিকারকঃ, অস্যার্ত্তি বং শঙ্কর বং ব্যাস অপরা কন্যাদ্বয় ধৃতিকরভট্টেন নীতা হানি, বাচ্যসময়ে চং শ্রীমান চং বামন হানিঃ।**" (৪২৭ খ পত্রে)। বংশাবলী লতাকারে মুদ্রিত হইল। লক্ষ্য করিতে হইবে, ঘটককেশরীর উক্তির সহিত এখানে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ধারার শেষে "এতে ডুমুরিয়াবাসীনঃ" লিখিত আছে। ডুমুরিয়া গ্রাম নদীয়া জিলার চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত এবং ঘোষালবংশের অন্যতম কুলস্থান বটে। সেখানে মহাকবি কৃত্তিবাসের বংশধরগণ এখনও আত্মবিস্মৃত অবস্থায় বর্ত্তমান আছেন কি না, যথোচিত অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত
অর্জ্জুন পাঠক
শ্রীধর
শঙ্কর (লভ্য চং হরিদাস)
রজনীকর ঘটক [অস্য কন্যা পীতমণ্ডী রামচন্দ্র মজুমদারেণোঢ়া]
হরিহর "ভূপতি"
রাম
কালিদাস
গঙ্গাধর
শ্রীধর
চিত্রাঙ্গদ
কেতন
রাম
"আপ্তি গাং বদ্রু, উচিত বং সুন্দর পাঠক।"
বিদ্যানন্দাচার্য্য
বাণীনাথ সরখেল
ধবাই
দামাই
লখো
নারায়ণ
সুদর্শন
সাঁঠো
সুলোচন
দৈবকী
বাসু
সঙ্কর্ষণ
লম্বোদর
দুর্গাবর
বাসু
গোপীকান্ত
রাঘবেন্দ্র
(বিবাহ রমাবল্লভ রায় চৌধুরীনঃ কন্যা) | (বিশাইখালীবাসী)
শ্রীকান্ত
শ্রীনাথ
শ্রীমুখ
যাদবেন্দ্র
রামজীবন
যদুনাথ
মধু
সন্তোষ
কৃষ্ণরাম ('নকুলনামা')
রামনাথ
নারায়ণ
মাধবাচার্য্য
রামকিশোর
গোকুল
রামরাম
যুগল
শিবচন্দ্র
নীলকণ্ঠ
বামানন্দ
হরানন্দ
রমাকান্ত (নসিরাম)
চন্দ্রচূড়
রামসুন্দর
কালীপ্রসাদ
রামগোবিন্দ
কালীচরণ
গঙ্গাধর (=কিনু)
রামচন্দ্র (=দোকড়ী)
জগন্নাথ
রতিকান্ত
লক্ষ্মীকান্ত
ভবানীচরণ
শ্যাম বিদ্যালঙ্কার
"এতে ডুমুরিয়াবাসীনঃ"
কাশীনাথ
রঘুনাথ
গোরাচাঁদ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এম. এ. ডিলিট

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের তিরোধানে আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ সত্য সত্যই পিতৃহীন হইল। যে সব সুধী বাণী-সেবকদের চেষ্টায় এই পরিষদ্ স্থাপিত হয়, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই শেষ জন। সেই আদিকাল হইতে নিজ জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া গিয়াছেন। অশ্রান্ত কর্ম্মিরূপে, সঙ্কটে উপদেষ্টারূপে, বাদবিতণ্ডায় শান্তিস্থাপক-রূপে, কষ্টের দিনে অর্থদাতারূপে, সভাসমিতিতে অকাতরে রীতিমত উপস্থিত থাকিয়া নিজ অমূল্য সময় এবং অতুলনীয় সদ্বুদ্ধি দানে এই সেবা তিনি করিয়া আসিয়াছেন,—ইহা পরিষদের বাহিরে কত জন জানেন? কত দিক্ দিয়া কত দিন ধরিয়া পরিষদ্ তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছে, এবং সর্ব্বদাই তাঁহার সাহায্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্ম্মকর্ত্তারাই জানেন। হীরেন্দ্রনাথের নিকট সভাপতিত্ব বা সমিতির সদস্যপদ অবৈতনিক সম্মান অর্জনের একটা পন্থা কোন দিনই ছিল না, তিনি যে কাজ হাতে লইতেন, বেতনভোগী স্থায়ী কর্ম্মচারীর মতই তাহাতে নিজ প্রাণ, শক্তি ও চিন্তা সমস্তই ঢালিয়া দিতেন। শুধু এই পরিষদের বেলায় নহে, অসংখ্য দেশ-সেবক সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের তিনি সম্পাদক বা সভাপতিরূপে আযৌবন সেবা করিয়াছেন এবং সমস্ত ঝুঁকি নিজের কাঁধে লইয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তিনি নিজ কাঁধে লইয়াছেন, ইহা শুনিলে, সাধারণের মনে সেই প্রতিষ্ঠানটির উপর বিশ্বাস এবং তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভরসা হইত। অথচ তিনি নিজকে সর্ব্বদা পশ্চাতে রাখিতেন; পরিচিত লোক না হইলে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, এই নম্র বক্তা ও নীরব কর্ম্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন—দুই দুই বৎসর পরে একটি মাত্র সেরূপ (পুরাতন প্রণালীর) প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভোগী ছাত্র বাহির হইত।

কলেজে ইংরাজী সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন ইত্যাদির জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া চূড়ান্তে পৌঁছিয়া, তিনি ঘরে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য, দর্শন ও শাস্ত্র বিষয়ে অগাধ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া-ছিলেন। ধনী যুবকেরা যেরূপ আরাম বা বিলাসে অবসরকাল ঢালিয়া দেয়, ততোধিক আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত হীরেন্দ্রনাথ জ্ঞানের চর্চ্চা ও বঙ্গসাহিত্যের সেবায় তাঁহার সমস্ত অবসর, সমস্ত চিন্তা ব্যয় করেন। তাঁহার প্রতিভা প্রারম্ভকাল হইতেই আমি জানি; কারণ, প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আমার দু ক্লাস উপরে ছিলেন।

হীরেন্দ্রনাথ যদি এক দিনের জন্যও বঙ্গীয়-সাহিত্য-[illegible] হইতেন, তাহা[illegible] পরিষদ্ তাঁহার নিকট প্রায় সমান ঋণীই থাকিত। কারণ, এই মনীষীর আজন্ম প্রতিজ্ঞা ছিল যে, মাতৃভাষা ব্যবহার করিব, মাতৃভাষার যথাসাধ্য উন্নতি করিব, জাতীয় জীবনকে

প্রকৃত পুষ্টি দান করিব। এ জন্য তিনি বাঙ্গলা ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন না, বাঙ্গালী শ্রোতা থাকিলে সেখানে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেন না; বিদেশী সাহিত্যে কষ্টে অর্জিত নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা তিনি বাঙ্গলার কাব্য, ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের চর্চ্চা ও বিশ্লেষণে ব্যয় করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় যদি তাঁহার চিন্তার ফল প্রকাশিত হইত, তবে জগৎ তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিত। এই বঙ্গ-গৌরবকে থিওসফি সম্প্রদায় ভিন্ন ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা চিনিতই না। ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সেই রাজনারায়ণ বসুর মত,—মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিব না।

বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবার যে চেষ্টা চল্লিশ বৎসর চলিয়া ইদানীং সফল হইয়াছে, তাহার পিছনে প্রথম হইতে হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন, কিন্তু এই নীরব কর্ম্মীর গুণ ছিল জ্ঞানে মৌন, ত্যাগে শ্লাঘাহীনতা, অর্থে ভোগবিতৃষ্ণা, শক্তিতে নম্রতা, তাই তাঁহার নামে খবরের কাগজে এবং রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঢক্কানিনাদ হয় নাই।

তিনি ত্রিসপ্ততি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এই মিতাহারী, সচ্চরিত্র, জ্ঞানী, দেশভক্ত বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক, আমাদের প্রার্থনায় এবং দেবতার বরে শতায়ু হইবেন, এবং তজ্জন্য দেশ ও জাতি ধন্য হইবে। কিন্তু আজ সত্যই বঙ্গের আকাশ কাল মেঘে আবৃত হইল। দেশের ক্ষতি সকলেই বুঝিবেন। তাহার উপর আমি নিজে পঞ্চাশ বৎসরের বন্ধু ও জীবনের আদর্শ পুরুষকে আজ হারাইলাম।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৯শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
১৩৪৯

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ.

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক প্রবন্ধে[১] বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এক যুগ পরে বাণেশ্বর ও তাঁহার বংশের কীর্ত্তিবিষয়ে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক কথা আবিষ্কৃত হওয়ায় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের সংস্কার ও প্রপূরণ আবশ্যক হইয়াছে। কাশীস্থ জয়নারায়ণ বিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে বাণেশ্বরের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ "চিত্রচম্পূ" এখন মুদ্রিত হইয়াছে[২]। আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপকরণসমূহের অনেকাংশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পন্ন ভাণ্ডার হইতে গৃহীত।

বাণেশ্বরের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সমাজে এখন পর্য্যন্ত মহাকবি বাণেশ্বরের সদ্যোরচিত বহু শ্লোক মুখে মুখে প্রচারিত রহিয়াছে, যদিও বাণেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সকল স্থলে প্রমাণসিদ্ধ নহে। বাণেশ্বরের কবিপ্রতিষ্ঠা এত কাল পর্য্যন্ত এই ক্ষীণ সূত্র ধরিয়াই বাঁচিয়া রহিয়াছে এবং বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে যে, "চিত্রচম্পূ" ব্যতীত বাণেশ্বর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত মহাকাব্য, একটি সংস্কৃত নাটক এবং বহু স্তোত্রাদি খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আমরা এ যাবৎ আবিষ্কৃত তাঁহার গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃঃ ১৩৫-৪৪। স্বর্গত কালীময় ঘটক মহাশয় ১২৮০ সনে দ্বিতীয় "চরিতাষ্টক" গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম বাণেশ্বর সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ (পৃঃ ১-১৬) প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে এই প্রবন্ধের আকার ক্ষুদ্রতর হইয়াছে। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (*The Hindoos.* 1811, Vol. II., p. 378) বাণেশ্বর-রচিত "চিত্রচম্পূ" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

২। *Citracampu*, Ed. by Ramcharan Chakravarti, Headmaster, Jay-Narayan's High School, Benares, 1940. এই সংস্করণ মুদ্রিত হওয়ার পরেই কলিকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "চিত্রচম্পূ" ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। অগণিত অমুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ থাকিতে সদ্যোমুদ্রিত একটি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের সার্থকতা আমরা বুঝিলাম না। চিত্রচম্পূর হস্তলিখিত পুথি লণ্ডনে একটি (Eggeling : *I. O.* p. 1543), কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে দুইটি এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের নিকট খণ্ডিত একটি বিদ্যমান আছে।

১। "চিত্রচম্পূ"ই সম্ভবতঃ বাণেশ্বরের প্রথম রচনা। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ চিত্রসেনের আদেশে এই মনোহর চম্পূগ্রন্থ ১৬৬৬ শকাব্দের কার্ত্তিক মাসে (১৭৪৪ খ্রীঃ) রচিত হয়, ১৬৬৪ শকাব্দে (৪৮৪৩ কল্যব্দে অর্থাৎ ১৭৪২ খ্রীঃ) বৈশাখ মাসে বর্গিসৈন্য প্রথম গৌড়দেশে সমুত্থিত হইলে চিত্রসেন সসৈন্যে বর্দ্ধমান নগর পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবেণী ও গঙ্গাসাগরের মধ্যবর্ত্তী অজ্ঞাত "বিশালা" নগরীতে আশ্রয় নেন। তথায় অবস্থানকালে মহারাজ চিত্রসেন একদা একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করেন। এই স্বপ্নবৃত্তান্তই "চিত্রচম্পূ"র মূল বিষয়বস্তু। আমরা বাহুল্যবোধে তাহা উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। মুদ্রিত সংস্করণের মুখবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই স্বপ্নের অতি সমীচীন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রন্থের সারাংশ ও আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সন্দেহ থাকে না যে, স্বয়ং গ্রন্থকার এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজ চিত্রসেন উভয়েই উচ্চাঙ্গের সাধক ছিলেন। বাণেশ্বর চিত্রসেনের দৈনন্দিন আচার-নিষ্ঠার যে বিবরণ দিয়াছেন (পৃ. ৮-১০), তদ্দ্বারা তাঁহাকে অনায়াসে "বৈষ্ণবতন্ত্রে"র উপাসক বলিয়া ধরা যায়। গ্রন্থরচনার পূর্ব্বেই বাণেশ্বর রাজার আশ্রয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন :—

> "এষ প্রত্যহমেব তে বিতনুতে ভূত্যো তথৈবাপদাং।
> শান্ত্যৈ স্বস্ত্যয়নং ত্বদাশ্রিততয়া খ্যাতশ্চ ভূমণ্ডলে। (২৫৫ শ্লোক)

স্বপ্নদৃষ্ট "প্রেমভক্তি দেবী"র মুখে কবির আত্মনিবেদন-শ্লোকে রাজসেবায় সাফল্য কামনার যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, সম্ভবতঃ চিত্রসেনের অকালমৃত্যুতে তাহা পূরণ হওয়ার অবকাশ পায় নাই :—

> অস্তপ্রতিগ্রহনিবৃত্তিকরীঞ্চ বৃত্তিং গ্রামাম্বিতামুভয়কীর্ত্তিবিবৃদ্ধিহেতুম্।
> সেতুঞ্চ খেদজলধেরয়মিচ্ছতীহ সন্তোষ্যতাং ক্রতমসৌ সমুপাশ্রিতস্তাম্। (২৫৬ শ্লোক)

২। **চন্দ্রাভিষেক** নাটক। এই গ্রন্থের একটিমাত্র সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এক্ষণে লণ্ডনে রক্ষিত আছে।[৩] শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের প্রথম তিন পত্র এবং (সৌভাগ্যবশতঃ) শেষ পত্রটি মাত্র রক্ষিত আছে। সম্প্রতি তিনি লণ্ডন হইতে আনাইয়া সম্পূর্ণ প্রতিলিপি করিয়া রাখিয়াছেন। মুদ্রারাক্ষস নাটকের অনুকরণে ইহাতে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের বৃত্তান্ত সপ্তাঙ্কে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থের নান্দীশ্লোক এই :—

> দৃষ্টা নেত্রচকোরজীবিতমরী দিষ্টাদ্য চন্দ্রাবলী,
> কুত্র ত্বং নিজচিত্তভিত্তিলিখিতাং চন্দ্রাবলীং পশ্যসি।
> কান্তে ত্বৎপদপুষ্করে সমুদিতাং বিবৈকবিস্মাপনীম্
> প্রত্যুক্তেতি মুরদ্বিষা স্মিতমুখী শ্রীরাধিকা পাতু বঃ।

গ্রন্থের সুদীর্ঘ প্রস্তাবনায় মহারাজ চিত্রসেন ও তাঁহার মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ মাণিক্যচন্দ্রের স্তুতিবাদ আছে। মাণিক্যচন্দ্রের নির্দ্দেশে "বসন্তমহোৎসবে" এই নাটকের অভিনয় হয়। "চিত্রচম্পূ"

৩। Tawney & Thomas : *Cat. of 2 Collections of Sanskrit mss. preserved in the I. O. Library*, 1903, p. 38.

রচনার ৬ মাস পরে ১৬৬৬ শকাব্দে চৈত্র মাসের নবম দিবসে (১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে) ইহা সমাপ্ত হইয়াছিল। লণ্ডনস্থ পুথিতে এই রচনাকাল লিখিত নাই, কিন্তু শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট রক্ষিত শেষ পত্রের অবসান এই :—

ধ্যাত্বা শ্রীরামচন্দ্রং সহ জনকসুতালক্ষ্মণাভ্যাং প্রযত্না-
দাজ্ঞামাজ্ঞায় রাজ্ঞামপি মুকুটমণেশ্চিত্রসেনাহ্বয়স্য।
শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপতিগণিতে চৈত্রিকীয়ে নবাংশে
পূর্ণং চম্প্বাভিবেকং ব্যতনুত দিবসে শ্রীলবাণেশ্বরাখ্যঃ।
শ্রীরামনিধিশর্ম্মণা লিখিতমিদং চতুর্ব্বর্গায়।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, "চিত্রচম্পূ"র শেষ ভাগেও আবশ্যক পদপরিবর্ত্তন সহ এই শ্লোকটিই পাওয়া যায় (২৬৭ শ্লোক)। দ্বিতীয়তঃ, এই শ্লোকে প্রমাণ হয়, ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেও চিত্রসেন জীবিত ছিলেন ; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুকাল ১৭৪৪ খ্রীঃ হইতে পারে না।

৩। **রহস্যামৃত** মহাকাব্য, ২০ সর্গে সম্পূর্ণ। লণ্ডনে এই গ্রন্থের যে প্রতিলিপি আছে, তাহা ১২ সর্গ পর্য্যন্ত এবং গ্রন্থকারের নাম তাহাতে উল্লিখিত নাই।[৫] সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যে খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (২৪-২৬, ৩৮-৫৩ পত্র), তাহাতে ত্রয়োদশ সর্গের মধ্য হইতে শেষাংশ সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশীয় বিখ্যাত দেওয়ান রামলোচন ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাধুচরিত্র কৃপারাম ঘোষের অনুরোধে সম্ভবতঃ কাশীধামে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কুমারসম্ভবের বৃত্তান্ত প্রসারণ করিয়া বাণেশ্বর এই মহাকাব্যে বিবাহান্তে হর-পার্ব্বতীর কাশীতে অধিষ্ঠান পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চম সর্গে ৫১ শ্লোকে রতিবিলাপ এবং ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ সর্গ পর্য্যন্ত উমার তপস্যা ও মহাদেবের আবির্ভাবকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ১৯ সর্গের শেষে বিবাহোৎসবের অঙ্গীভূত মহাভোজন বর্ণনান্তে কবির প্রার্থনাশ্লোকদ্বয় উল্লেখযোগ্য :—

সমাপ্তে মহাভোজনে গৌড়দেশ্যঃ শিবৌ যাচতে স্ম দ্বিজো দৈন্যদূনঃ।
বুভুক্ষাকৃশঃ কোপি বাণেশ্বরাখ্যঃ কৃপারামঘোষেণ দাসেন সার্দ্ধং।
শিবাশম্ভুভুক্তাবশিষ্টং বরিষ্ঠং সুমিষ্টং বশিষ্টং ত্রিলোকেশ্বরাণাম্।
বহির্দ্বারি দত্তং তদাসাদ্য সদ্যঃ কৃতার্থীবুভৌ মুক্তবন্তৌ তদাত্তাম্। (৫১ ক পত্র)

বিংশতি সর্গের শেষাংশ পুষ্পিকা সহ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :—

কৃপা কৃপারক্ততরে কৃপাক্ষী বাণেশ্বরে ক্ষিপ্রতরং বিধেয়া।
বিপ্রে কৃপারামতয়া প্রসিদ্ধে ঘোষে তথা চাত্র শিরস্তদোষে।
বিদ্বৎকবীন্দ্রকুলপূজিতপাদপদ্ম-**বাদীন্দ্র**-জোহজনি বুধেশ্বর-**রাঘবেন্দ্রঃ**।
বিষ্ণুস্তদীয়তনয়ঃ স্বয়মেব বিষ্ণুস্তস্মাদভূদবনিগীষ্পতি-**রামদেবঃ**॥
শোভাকরান্বয়-মহাপুরুষাবতার-রত্নাকরপ্রভবরত্নবরা (?) বরাচ্যাৎ।
ধারাপ্রচুরসাধনগুপ্রসন্ন-ভক্তানুকম্পিমনসঃ পরদেবতায়াঃ।

৫। Eggeling : *I. O. Cat.* pp. 1446-48.

সর্তর্কবাগীশ্বরনামধেয়াৎ বাগীশ্বরস্তেব নবাবতারাৎ।
শ্রীযুক্তবাণেশ্বরনামধেয়ো বভূব তস্মাদিহ রামদেবাৎ।
শ্রীগুপ্তপল্লীনগরীনিকেতঃ কৃপাকণার্থী পরদেবতায়াঃ।
শ্রীমৎ-কৃপারামসমাহ্বয়স্ত ঘোষাম্বয়েন্দোর্ব্বচনেন সাধোঃ।
তেনে রহস্যামৃতনামধেয়ং দিব্যং মহাকাব্যমিদং মহার্থং।
মহানুভাবাঃ পরিশোধয়ন্তু মহানুকম্পাম্বুধয়ো বুধেন্দ্রাঃ। ৫২।
ইতি রহস্যামৃতমহাকাব্যে বিংশতিঃ সর্গঃ।

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীলশ্রীযুত-বাণেশ্বরবিদ্যালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতং রহস্যামৃতং নাম মহাকাব্যং সমাপ্ত ॥ ০ ॥ লিখিতং শ্রীরামশঙ্করশর্ম্মণা শ্রীরামঃ শ্রীদুর্গাশহায়ী শকাব্দাঃ ১(৬)৯৫ (৫৩ পত্র)

প্রতিলিপির তারিখ হইতে প্রমাণ হয়, "বিবাদার্ণবসেতু" রচনার অনেক পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

৪। "বিবাদার্ণবসেতু"র অন্যতম বচয়িতারূপে বাণেশ্বরের নাম এখন সুপরিচিত। শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী মহাশয় (Introd. p. 12f. n.) ঠিকই অনুমান করিয়াছেন যে, গ্রন্থের মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি বাণেশ্বরের বচনা হইবে। Halhed সাহেব এই গ্রন্থের বিবরণে পণ্ডিতগণের নামমালা বয়ঃক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। বাণেশ্বরের নাম চতুর্থ এবং তদনুসারে গ্রন্থরচনাকালে (১৭৭৫ খ্রীঃ) তাঁহার বয়স ৭০ হইতে ৮০ মধ্যে ধরিয়া অনুমান ১৭০০ খ্রীঃ বাণেশ্বরের জন্মকাল নির্ণয় করা যায়। কারণ, পণ্ডিতদের মধ্যে একজন মাত্র (নদীয়ার গোপাল ন্যায়ালঙ্কার) অশীতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন।[৫] সুতরাং শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী মহাশয় (ib. p. 7-8) বাণেশ্বরের একটি বাল্যঘটনামূলে তাঁহার জন্মকাল যে ১৬৬৫ খ্রীঃ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না, গ্রন্থরচনাকালে তাঁহার বয়স হইয়া পড়ে অন্যূন ১১০, অথচ এই গ্রন্থসমাপ্তির পরেও বাণেশ্বর রাজদ্বারে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে।[৬]

৫। বাণেশ্বর বহু খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রযত্নে ৫টি স্তোত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা,—

(ক) দেবীস্তোত্রং (শ্রীভারতী, ১ম বর্ষ, পৃ. ১৯৮-২০৩)

(খ) তারাস্তোত্রং (ঐ ঐ, পৃ. ৪১৩-১৬, ৪৬৩-৬৮; শ্লোকসংখ্যা ৪২)

(গ) শিবশতকং (৬০ শ্লোক পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত)

(ঘ) হনুমৎস্তোত্রং (শ্লোকসংখ্যা ৫০)

৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃঃ ৪১-২ দ্রষ্টব্য।

৬। বিবাদার্ণবসেতুর রচনা ১১৮১ সনের ফাল্গুন মাসে (Feb. 1775) শেষ হয়।
১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসেও বাণেশ্বর একটি ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেন :—*Selections from State Papers*, Vol. II, p. 376. বাণেশ্বর ব্যতীত তিন জন পণ্ডিত ঐ ব্যবস্থাপত্রের স্বাক্ষরকারী ছিলেন—কৃষ্ণজীবন, কৃষ্ণগোপাল ও গৌরীকান্ত।

(ঙ) কাশীশতকং—ইহার রচনাকাল ১৬৭৭ শকাব্দের ১৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার। (চিত্রচম্পূর ভূমিকা, পৃ. ১১ দ্রষ্টব্য)

উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থে বাণেশ্বরের পাণ্ডিত্য প্রতিভা, অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি ও সাধনোচিত ভজননিষ্ঠার একত্র সমাবেশে বাঙ্গলার একজন্ শ্রেষ্ঠ মহাকবির আসনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত পাওয়া যাইতেছে এবং আমরা আশা করি, বাঙ্গলার বিদ্যালয়সমূহে এই বাঙ্গালী কবির রচনাংশ পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া শিক্ষানায়কগণ প্রতিভার সমুচিত আদর দেখাইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

বাণেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষ

বাণেশ্বরের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য কুলক্রমাগত। চিত্রচম্পূর ২৬৩ শ্লোকানুসারে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাম বাদীন্দ্র এক দিকে যেমন "অমিত্রবুধদ্বিপেন্দ্রদমন"-কারী সিংহসদৃশ ছিলেন, অপর দিকে তেমনই "কবিবক্তুকৈরবরবি"ও ছিলেন। বাণেশ্বরের পিতামহ বিষ্ণু সিদ্ধান্ত (সিদ্ধান্তবাগীশ নহে, চন্দ্রাভিষেকের প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য) তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্রের নিকট মহাবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া মহাপণ্ডিত ও মহাকবি হইয়াছিলেন (চিত্রচম্পূর ২৬৪-৬৫ শ্লোক)। তাঁহারই সম্বন্ধে গুপ্তিপাড়ায় প্রচলিত একটি প্রাচীন শ্লোকার্দ্ধ আছে—"গুপ্তপল্লী-কবির্বিষ্ণুঃ মথুরেশো মহাকবিঃ" (চিত্রচম্পূর ভূমিকা, পৃ. ৭)। তদ্রচিত একটি উদ্ভট শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, পৃ. ৮)। বাণেশ্বরের পিতা রামদেব তর্কবাগীশ নৈয়ায়িক ছিলেন।[১] তদ্রচিত একটি শ্লোকও মুদ্রিত হইয়াছে। বাণেশ্বরও তাঁহার পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া প্রধানতঃ ন্যায়শাস্ত্রেই পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাভিষেকের প্রস্তাবনায় একটি শ্লোক হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যথা,—

> কিং তস্যান্নয়াদি-সূক্ষ্মসরণীদীক্ষাতিদাক্ষ্যাদিভিঃ
> সংপ্রোক্তৈরপরৈশ্চ সদ্গুণগণৈর্জাতস্ত তস্মিন্ কুলে।
> যত্রাশেষকলাবিলাসজলধির্বৈদগ্ধ্যবারাংনিধি-
> র্বীরঃ শ্রীযুতচিত্রসেন-বসুধাধীশোঽপ্যতিপ্রেমবান্। (৪১ শ্লোক)

বস্তুতঃ তৎকালে ন্যায়শাস্ত্রই প্রতিভাপ্রকাশের একমাত্র লীলাস্থল ছিল, কিন্তু তখনও স্মৃতি-ব্যাকরণাদিশাস্ত্রজ্ঞানহীন "শুষ্ক" নৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় নাই। ত্রিবেণীর জগন্নাথের ন্যায় বাণেশ্বরও একাধারে নৈয়ায়িক, স্মার্ত্ত ও মহাকবি হইয়াছিলেন।

বাণেশ্বরের পরম পাণ্ডিত্য দীর্ঘকাল তাঁহার অধস্তন বংশধারায় সংক্রামিত হইয়াছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপরাজ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকারঘটিত বিবাদ মীমাংসাকালে পশ্চিম-বঙ্গের

১। নবদ্বীপ জোড়াবাড়ীর ৺শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের গ্রন্থাগারে আমরা একটি "মাথুরী" টীকার পুথি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহার শেষ পৃষ্ঠে কতিপয় স্মারক লিপি লিখিত আছে, তন্মধ্যে একটি লিপি এই :—"কণভঙ্গবাদ শি° টীকা শ্রীরামদেব তর্কবাগীশ স্থানে গুপ্তিপাড়ায়।" বুঝা যায়, তখনও কণভঙ্গবাদশিরোমণি—অর্থাৎ "আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি" গ্রন্থের পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল।

তিন জন প্রধান পণ্ডিতের ব্যবস্থা লওয়া হয়—নবদ্বীপের কৃপারাম তর্কভূষণ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও শোভাবাজারের হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম।[৮] শেষোক্ত পণ্ডিত বাণেশ্বরেরই পুত্র। হরিনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র "চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন" দীর্ঘকাল (১৮০৬-১৫ খ্রীঃ মধ্যে) কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবস্থাপক ছিলেন। তাঁহার অনেক ব্যবস্থা রামজয় তর্কালঙ্কার-রচিত "ব্যবস্থাসংগ্রহে" (১২৩৪ সন, দায়কৌমুদী ও দত্তককৌমুদীর সহিত এক সঙ্গে প্রকাশিত) মুদ্রিত হইয়াছে। চতুর্ভুজের পুত্র মহামহোপাধ্যায় কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর এবং তৎপুত্র "রাধাকান্তচম্পূ"-রচয়িতা (১৭৭৫ শক) ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন শোভাবাজার রাজবংশের পোষকতায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

শোভাকর

বাণেশ্বর তাঁহার তিনটি প্রধান গ্রন্থেই বংশের আদিপুরুষ শোভাকরের নাম সগৌরবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাঢীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের চিরপ্রচলিত প্রবাদ যে, এই চট্ট শোভাকর মেলবন্ধনকারী দেবীবর ঘটকের কুলগুরু ছিলেন এবং দেবীবরই তাঁহাকে "নিষ্কুল" করিয়া যান। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া নানাবিধ গ্রন্থে ও প্রবন্ধে শোভাকর-দেবীবরের চিত্তাকর্ষক কাহিনী সুপ্রচারিত হইয়া আছে। ইহা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত একটি উপন্যাস। ধ্রুবানন্দের "মহাবংশাবলী" এবং হস্তলিখিত কুলগ্রন্থের সহিত যাঁহাদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁহারাই পরিজ্ঞাত আছেন, বল্লালী কুলীন দ্বিতীয় সমীকরণীয় চট্ট হলায়ুধের পৌত্র শোভাকর খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর লোক এবং দেবীবরের অন্ততঃ ২৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী।[৯] প্রাচীন কাল হইতে রাঢ়-বঙ্গের নানা স্থানে চট্টবংশীয় "অকুলীন" শোভাকরের বংশধারা ও খ্যাতি ছড়াইয়া আছে। কুলাচার্য্যগণ বংশজের কুলমালা বর্ণনায় অবহিত নহেন এবং কুলগ্রন্থে শোভাকরবংশের বিবরণ

৮। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত," পৃঃ ২৩০-৩২।

৯। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংগৃহীত একটি কুলগ্রন্থানুসারে দেবীবরের গুরু ছিলেন "কুন্দ" শোভাকর (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৮৫)। ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কুন্দবংশীয় প্রথম কুলীন রোষাকরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র উদ্ধরণ বা উধো ২৯ সমীকরণে সম্মানিত এবং তাঁহার এক পুত্রের নাম "শুভো" (ধ্রুবানন্দ, পৃঃ ৩১)। শুভো হইতে শুভঙ্করাদি হইতে পারে, কষ্টকল্পনা করিয়া শোভাকর ধরিলেও তিনি দেবীবরের অন্ততঃ ১৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। যশোহর, ভুগীলহাটের পূতিতুণ্ডবংশীয় ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর মতে দেবীবরের গুরু ছিলেন "পূতি" শোভাকর। কিন্তু পূতি শোভাকরের মৃত্যুশকাব্দ ১৩৭৭ শক (১৪৫৫খ্রী—ধ্রুবানন্দ, পৃঃ ৭৭) অর্থাৎ দেবীবরের অন্ততঃ ৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। দেবীবরের সমসাময়িক কোন শোভাকরই তৎকর্ত্তৃক "নিষ্কুল" হন নাই। দ্বিতীয়তঃ, "নির্ব্বংশ দেবীবর" প্রবাদটিও সম্পূর্ণ অলীক—তাঁহার অধস্তন বহু পুরুষ বিদ্যমান ছিল এবং সম্ভবতঃ এখনও আছে। সাঞ্চাডাঙ্গার রামহরি ন্যায়ালংকারের কুলগ্রন্থে (২৭ পত্রে) দেবীবরের অধস্তন ৬।৭ পুরুষের নামমালা লিপিবদ্ধ আছে :—দেবীবরসুতাঃ কমল-পুণ্ডোভগবান্-শ্রীচন্দ্র-গোবিন্দ-পুরুষোত্তমাঃ, কমলসুত কালীদাস (প্রভৃতি), তৎসুত রামদেব (প্রভৃতি), তৎসুত রামভদ্র (প্রভৃতি), তৎসুত পদ্মলন্যায়পঞ্চানন, তৎসুতৌ সদানন্দতর্কবাগীশ-কৃষ্ণানন্দন্যায়ভূষণৌ সাং দুয়ারবান্দা, উত্তররাঢ়। গোবিন্দসুত বিশ্বনাথ, তৎসুত কৃষ্ণ, তৎসুত জানকী, তৎসুতা রত্নেশ্বরতর্কবাগীশ-রামন্যায়বাগীশ-রুদ্রবাচস্পতি-রামেশ্বরাঃ॥

দুষ্প্রাপ্য এবং ভ্রমসঙ্কুল। পক্ষান্তরে, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে শোভাকরবংশে স্বধর্মনিষ্ঠ বহু বিজ্ঞ লোকের অসদ্ভাব না থাকিলেও কেহই নিজবংশের বিশুদ্ধ নামমালা পরিজ্ঞাত নহেন। স্বর্গত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের একটি ভ্রান্তিমূলক উক্তি অবলম্বন করিয়া অনেকেই বর্ত্তমানে শোভাকরকে "অবসথী"বংশীয় সম্পূর্ণ পৃথক্ এক শোভাকরের সহিত অভিন্ন ধরিয়া অজ্ঞাতসারে মূলোচ্ছেদ সম্পাদন করিতেছেন।[১০]

গুপ্তিপাড়াব শোভাকর-বংশে বাণেশ্বরের পূর্ব্বে "মহাকবি" **মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার** ১৫৯৪ শকাব্দে (১৬৭২ খ্রীঃ) *"শ্যামাকল্পলতিকা"* রচনা করেন। তিনিও পরিচয়-শ্লোকে শোভাকরের নাম করিয়াছেন:—

তপস্ত্যাব্রহ্মণ্যোজ্জ্বলসগুণশোভাকরকুলে
বিরাজদ্‌বিদ্যাবৎপ্রবরমথুরানাথকবিতা।
ভবদ্ভক্তিশ্রদ্ধামহিমগুণসূত্রেণ রচিতা
সতাং কণ্ঠে দেবি স্রগিব তনুতাং মোদমতুলম্‌। (১০৬ শ্লোক)

শোভাকব-বংশের অপর প্রধান শাখা "পাঁচড়া" গ্রামে অবস্থিত ছিল। এই শাখায় আসামবাজগুরু মহাপণ্ডিত **কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশের** জন্ম হয়। আমবা সংক্ষেপে এই মহাপুরুষের বিবরণ লিখিতেছি। বিখ্যাত আসামবাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ (১৬৯৫-১৭১৪ খ্রীঃ) শাক্তধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে লোক পাঠাইয়া গঙ্গাতীর হইতে কৃষ্ণরামকে আনয়নপূর্ব্বক সসম্মানে নিজরাজ্যে স্থাপন করেন—

শিমলা গ্রাম্যর গঙ্গাতীরে যার থান।
কৃষ্ণরাম ন্যায়ভট্টাচার্য্য গুণবান। (অসমর পদ্যবুরঞ্জী, ১৯৩২ খ্রীঃ, পৃঃ ৫১-২)

এই শিমলা গ্রাম গুপ্তিপাড়াব অপব পারে ফুলিয়া ও মালিপোতার নিকট অবস্থিত। কৃষ্ণরামই পাঁচড়া হইতে শিমলা উঠিয়া আসেন, তাঁহার ভ্রাতারা পাঁচড়া গ্রামেই অবস্থিত ছিলেন। স্বয়ং রুদ্রসিংহ এবং তাঁহাব কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীসিংহ ব্যতীত সকল পুত্রই কৃষ্ণরামের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন (পদ্য বুরঞ্জী, পৃ. ৯১ দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণরাম কিরূপ ক্ষমতাশালী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, আসামের ইতিহাসে তদ্বিষয়ে একটি মনোহর উপাখ্যান আছে। মহারাজ রুদ্রসিংহ মৃত্যুবোগে আক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসা ও শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা রোগের উপশম না দেখিয়া "মুকলি মুরিয়া ভট্টাচার্য্য" (Mookule Moora Bhuttsas) অর্থাৎ কৃষ্ণরামকে নিকটে ডাকিলেন এবং নিজের মৃত্যু বা আবোগ্যের যথার্থ সময় জানাইতে

১০। সম্বন্ধনির্ণয়ের এক স্থলে (৩য় সং, ২৯৮ পৃঃ) বিদ্যানিধি মহাশয় শোভাকরকে "পণ্ডিত হলায়ুধভট্টের বংশীয়" বলিয়া যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু অন্যত্র (৫১৭ পৃঃ এবং 'বংশাবলী' খণ্ড ২৪৯ পৃঃ) অনবধানতাবশতঃ তাঁহাকে অবসথী সর্ব্বেশ্বরের প্রপৌত্ররূপে ধরিয়াছেন এবং তাহাই চতুর্থ সংস্করণেও গৃহীত হইয়াছে (৩য় পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬১, ২৩৩-৪১)। "অবসথী"বংশের সমস্ত ধারাই অবসথী নামে পরিচিত। শোভাকরবংশীয় কেহই কুত্রাপি "অবসথী" বলিয়া পরিচয় দেন না। আমরা যে কতিপয় হস্তলিখিত কুলপঞ্জীতে বাণেশ্বরের বংশাবলী দেখিয়াছি সর্ব্বত্র শোভাকরকে হলায়ুধের পৌত্র ধরা হইয়াছে। অধস্তন নামমালায় মতানৈক্য থাকিলেও এ বিষয়ে কোন, মতভেদ দৃষ্ট হয় না।

আদেশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য ভুবনেশ্বরীমন্দিরে পূজান্তে ধ্যানস্থ হইলেন—ধ্যানকালে তাঁহার সমস্ত শরীর ভূমি হইতে উত্থিত কৃমি দ্বারা আবৃত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বিচলিত হন নাই। ভগবতী প্রথম ব্যাঘ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন এবং তৎপর ভৈরবমূর্ত্তিতে মন্দির হইতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করেন এবং পুনর্ধ্যানস্থ হইলে তাঁহাকে ধরিয়া জলমধ্যে ফেলিয়া দেন। অবশেষে ষোড়শী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কামনা পূরণ করিয়া বলেন, ১৪ই পৌষ প্রাতে রাজার মৃত্যু ঘটিবে। ঘটনা সত্য না হওয়া পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং পরে মহারাজ শিবসিংহ তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ৪০০৲ টাকা, ১০০ স্বর্ণমুদ্রা ও ১০ পরিবার উপহার দেন।[১১]

রুদ্রসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবসিংহের রাজত্বকালে আসাম-রাজবাটীতে প্রথম দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তিত হয় (পদ্মবুরঞ্জী, ২৮৪ পৃ.)। কৃষ্ণরাম শিবসিংহের জন্য "শতচণ্ডীবিধি" ও তাহার প্রমাণ বিষয়ে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৬৫৭ শকাব্দে আসামী অগ্রছালে লিখিত এই গ্রন্থের এক প্রতিলিপি চুঁচুড়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। (পত্রসংখ্যা ৯৭) গ্রন্থারম্ভ এই :—

> যস্মিন্ শাসতি পার্থিবে কলিরভূৎ সত্যং ধরা দ্যৌরভূৎ
> শ্রীরামস্তু নৃপঃ সমোপি সমভূদ্দম্রস্তুতীয়োপ্যভূৎ।
> কর্ণোঽভূদপি নেত্রয়োরভিমুখোঽনঙ্গোপি সাঙ্গোঽভবৎ
> স শ্রীমান্ শিবসিংহনামনৃপতির্জ্জীয়াৎ শতং বৎসরান্।
> নাসত্যৌ কিমিমৌ বিজেতুমতনুং নাসাঞ্চ দেবালয়ে
> অম্বেষ্টুং ভুবমাগতৌ কিমথবা সৌমিত্রি-সীতাপতী।
> ভূয়ো ভূরিনিশাচরৈরিব দুরাধর্ষৈর্ম্মুহুঃ পীড়িতাং
> ক্ষৌণীং পাতুমুপেয়তুঃ পুনরিতঃ সৌমাররাজাত্মজৌ।
> যস্তোৎফুল্লসরোজসোদরপদং ভূভৃচ্ছিরোভূষণং
> তস্য শ্রীশিবসিংহভূপতিমণেঃ স্নেহর্দ্ধিসম্বর্দ্ধিতঃ।
> তৎক্ষেমায় পরং নিগূঢ়নিগমাৎ সঙ্গোপ্যমপ্যুদ্ধরন্
> ব্যাতেনে শতচণ্ডিকাবিধিমিমং শ্রীকৃষ্ণরামঃ সুধীঃ।

প্রমাণ ভাগের আরম্ভে আছে—

> প্রত্যূহপ্রকরপ্রগাঢ়তিমিরপ্রালেয়রোচির্নখং
> ব্যাকোষারুণপঙ্কজপ্রতিকৃতিশ্রীমদ্ভবানীপদং।
> চেতোমণ্ডনমাকলয্য রুচিরং শ্রীকৃষ্ণরামঃ সুধীঃ
> ব্রূতে সপ্তশতীস্তুতেরথ শতাবৃত্তেঃ প্রমাণং শুভম্। (৪৪ ক পত্র)

বহু বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণরাম-রচিত "দুর্গোৎসবপদ্ধতি" আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ

১১। *Account of Assam* by Dr John Peter Wade : 1800. Ed. S. Sharma 1927, pp. 134-38.

গ্রন্থের প্রারম্ভে ১৬টি মনোহর শ্লোকে কৃষ্ণবাম স্বকীয় কুলবিবরণ প্রদান করিয়াছেন।[১২] প্রথম শ্লোকে সবস্বতীর ধ্যান, ২য় শ্লোকে স্বকীয় 'কুলমৌলি' কশ্যপ মুনির বন্দনা। ৩য় শ্লোক এই—

> উৎপন্নোঽত্র কুলে **হলায়ুধ** ইতি খ্যাতঃ স চ স্বাখ্যয়া,
> বিদ্যোৎকর্ষবশাল্লুলোপ দিবিষদ্‌গোষ্ঠ্যা গুরোর্গৌরবং।
> যদ্‌গ্রন্থার্থনিগূঢ়মর্ম্মকলনাদদ্যাপি বিদ্বদ্‌গণা
> মোদন্তেঽতিতরাং নিরস্ত চিরজং দুঃখাবহং সংশয়ম্।

সুতরাং কৃষ্ণরামের মতে এই বংশের আদিপুরুষ কাশ্যপগোত্রীয় হলায়ুধ একজন গ্রন্থকার ছিলেন।[১৩] ৪র্থ শ্লোকে শোভাকরেব বর্ণনা আছে,—

> তপস্তেজঃস্ফূর্ত্যা দিনকর ইব প্রাদুরভবৎ,
> কুলে স্ব-(? ত্ব)স্মিন্ শোভাকর ইতি চ যঃ খ্যাতিমগমৎ।
> কুলীনাঃ শালীনাঃ কিল ভুবি বিলীনা যদভিতঃ
> কুলীনেতি স্বাখ্যাং দধতি হতমানাঃ কথমপি।

অতঃপর কৃষ্ণরাম শোভাকববংশীয় চাবি জন মহাপুরুষের নাম ক্রমান্বয়ে, কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক না লিখিয়া কীর্ত্তন কবিয়াছেন—বাগীশ (৫ শ্লোক), বামন (৬ শ্লোক), শ্রীকণ্ঠ (টেংরামাবা, ৭৮ শ্লোক) এবং বাজপেয়ী ("কাঠপোড়া" ৯-১০)। অবশিষ্ট শ্লোকে তাঁহার ঊর্দ্ধতন ৪ পুরুষেব ও ভ্রাতৃদ্বয়েব উপাধি ও কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। উল্লিখিত শ্রীকণ্ঠ মিশ্রই পাঁচড়া শাখার আদিপুরুষ এবং কৃষ্ণবাম তাঁহাব অধস্তন সপ্তম পুরুষ ছিলেন।[১৪] এই শাখাব কেহই গুপ্তিপাড়া আসেন নাই।

বাণেশ্বরেব "চন্দ্রাভিষেক" নাটকে শোভাকব সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তিনি চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন,—

১২। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় এক প্রবন্ধে ('আসামরাজের বাঙ্গালী গুরু") এই মূল্যবান্ শ্লোকসমূহ মুদ্রিত করিয়াছেন—প্রতিভা, ভাদ্র ১৩২৩, পৃঃ ১৯৫-২০০।

১৩। বাণেশ্বরের অধস্তন বংশধর ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নের একটি ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে "হলায়ুধাদিসুবিখ্যাতগ্রন্থকারবংশরত্ন"—বিষ্ণুনৈবেদ্যবিচার, পৃঃ ৪৪। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব-কার ভিন্নগোত্রীয়। হলায়ুধের নামে বহুতর প্রাচীন নিবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোনটা কাশ্যপগোত্রীয় হলায়ুধের রচনা হইতে পারে।

১৪। শ্রীকণ্ঠের বংশ বহুবিস্তৃত ; আমরা মাত্র কৃষ্ণরামের বংশলতা অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি—শ্রীকরসুত বশিষ্ঠ, তৎসুতাঃ শ্রীকণ্ঠমিশ্র-মুরারি-বাণকাঃ, শ্রীকণ্ঠসুতাঃ গোবিন্দপণ্ডিত-রামাচার্য্য-বাগীশাচার্য্য-নারায়ণাচার্য্য-বাসুদেবাচার্য্য-কেশব-সুবুদ্ধিমিশ্র-মধুসূদন-হরিহরন্যায়াচার্য্য-জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য গদাধরঘটকাঃ, রামাচার্য্যসুতাঃ জগদানন্দ-পরমানন্দ পুরুষোত্তম-যাদবেন্দ্রপ্রভৃতয়ঃ, পরমানন্দ (ন্যায়বাচস্পতি)সুতাঃ ধ্রুবানন্দ তর্কবাচস্পতি (প্রভৃতয়ঃ), তৎসুতাঃ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-ভবানীচরণন্যায়পঞ্চানন-হরিচরণতর্কপঞ্চানন (প্রভৃতয়ঃ), ভবানীচরণসুতাঃ রামচন্দ্রবিদ্যাবাচস্পতি-রামশিরোমণি-বিদ্যানিধিভট্টাচার্য্য-শ্রীরামভট্টাচার্য্যগঙ্গেশাঃ, রামচন্দ্রসুতাঃ আত্মারামতর্কবাগীশ-গঙ্গাধরপঞ্চানন-কৃষ্ণরামন্যায়বাগীশাঃ, কৃষ্ণরামসুতঃ রামানন্দ বিদ্যালংকার, তৎসুতাঃ রামনিধিতর্কসিদ্ধান্ত-রমাপতিতর্কপঞ্চানন-রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারাঃ [সাং সিমলা মালিপোতা]। অধস্তন নামমালা প্রতিভা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। কৃষ্ণরামের উক্তি ও তিনটী কুলপঞ্জী মিলাইয়া এই বিশুদ্ধ বংশলতা অঙ্কিত হইল।

শোভাকরো দ্বিজবরঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং বিদ্বানবক্তকবিতাদিগুণাম্বুরাশিঃ।
যশ্চন্দ্রশেখরগিরৌ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ সিদ্ধিং জগাম পরমাং মনুসত্তমস্ত। (প্রস্তাবনা, ৩৯ শ্লোক)

ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' অনুসারে শোভাকর কাঁটাদিয়া বন্দ্যবংশীয় মকরন্দসুত দাসো ও বিনায়কের "ক্ষেম্য" ছিলেন (পৃ. ৪-৫); শোভাকরের অভ্যুদয়কাল তদনুসারে খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ণীত হয়। বাণেশ্বরলিখিত প্রবাদ সত্য হইলে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত চন্দ্রশেখর তীর্থের মাহাত্ম্যসূচক ইহাই প্রাচীনতম নিদর্শন। এই মহাপুরুষের বংশে প্রায় ৬০০।৭০০ বৎসর ধরিয়া যে সকল পণ্ডিত, কবি ও সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন এবং সমগ্র বঙ্গদেশে তাহা প্রায় অতুলনীয়।

বংশলতা

চট্টবংশীয় হলায়ুধের বংশে বহুকাল কৌলীন্য ধ্বংস হইয়াছে। আমরা ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে ও তাহার টীকায় শোভাকরের পৌত্র পর্য্যন্ত কৌলীন্য অব্যাহত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাইয়াছি, কিন্তু একমাত্র হলায়ুধ ব্যতীত কেহই সমীকরণে স্থান লাভ করেন নাই। আমরা একটি কুলপঞ্জী হইতে শোভাকর ও তাঁহার এক পুত্রের কুলক্রিয়ার বিবরণ অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি[১৫] :—শোভাকরস্যার্ত্তি বং বিনায়ক পিতৃমধ্যাংশক্রমে বিপর্য্যয়ে, অত্র স্থানে বিনায়ক অংশে টুটি, অতএব নপাড়ী বলাহিকোভাব ইতি ঘটকা বদন্তি। তৎসুতাঃ সিয়ো-বাদলি-অব্যয়-আইতকাঃ। বাদলেরার্ত্তি বং আখণ্ডলপণ্ডিৎ উচিত পুতি বাসু বং রত্নাকর তৎসুতাঃ সেথো-রতো-দেবরাজ-আভো-গাভো-বিদো-বামন-(বাসুকাঃ)। [ধ্রুবানন্দ, পৃ. ৫, ৯, ১৪ দ্রষ্টব্য]। সেথোর পৌত্র শ্রীকর "অকৃতি" ছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই কৌলীন্য নষ্ট হয়। বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ বর্ত্তমান কালে প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে যে, বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কুলীন ও কুলীনবংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশমালা ও কুলক্রিয়াবিবরণ লেখার ভার একমাত্র কুলাচার্য্যসম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। বিগত এক শতাব্দী যাবৎ ঘটকসম্প্রদায় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং কুলগ্রন্থের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া যাঁহারাই বংশাবলী মুদ্রিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভ্রমপ্রমাদের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নিজ পূর্ব্বপুরুষের নামোল্লেখ করিতে ভুল করিয়াছেন, অন্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। একটি মাত্র কুলপঞ্জী ব্যতীত শোভাকর-বংশের গুপ্তিপাড়া-শাখার নামমালা আমাদের পরীক্ষিত সমস্ত কুলগ্রন্থে এবং পারিবারিক বংশলতায় মারাত্মক ভ্রমে বিপর্য্যস্ত হইয়া আছে। আমরা উপসংহারে বাণেশ্বর ও মথুরেশের বিশুদ্ধ বংশলতা মুদ্রিত করিলাম। নানা স্থানের কুলগ্রন্থ সম্যক্ আলোচনা না করিলে কোন বংশলতাই বিশুদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা।

১৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের $\frac{\text{M. 3/38}}{7+8}$ সংখ্যক পুথির ৩০৪ পত্র দ্রষ্টব্য।

হলায়ুধ
প্রিয়ঙ্কর
শোভাকর
বিভাকর
দিবাকর
কুবের
প্রভাকর
সিয়ো
বাদলি
অব্যয়
আয়িত
শেখো (প্রভৃতি)
মাধব কবিরত্ন
শ্রীকর
গুণাকর
পুরাই
জগন্নাথ
নন্দন
কন্দর্প
(ইহার বংশ
দশঘরা, মিজাকুলা
প্রভৃতি গ্রামে)
বশিষ্ঠ
শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি
(পাঁচড়া, সিমলা,
গোপীনগর প্রভৃতি গ্রামে)
ভগীরথ
হৃষীকেশ
সূর্য্য
সিদ্ধেশ্বর (গুপ্তিপাড়া)
চন্দ্রশেখর পণ্ডিত
যাদব ভট্টাচার্য্য
পরমানন্দ
বাসুদেব
শ্রীকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী
শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য
রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী
যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য
রমণ পঞ্চানন
রাজীব পঞ্চানন
প্রাণবল্লভ ন্যায়বাগীশ
রাঘবেন্দ্র
গোবিন্দ
রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার
কালীদাস সিদ্ধান্ত
বিষ্ণু সিদ্ধান্ত
শিবরাম তর্কালংকার
কৃষ্ণদেব
রামনাথ
গঙ্গাধর
নারায়ণ
বাণেশ্বর
মথুরেশ (মহাকবিঃ)
গোপীকান্ত
ন্যায়ালংকার
গৌরীকান্ত
মহাদেব
তর্কবাগীশ
সদাশিব
সার্ব্বভৌম
গোপাল
কৃষ্ণ
রত্নেশ্বর ন্যায়বাগীশ
রামদেব তর্কবাগীশ
১
২
রামকৃষ্ণ পঞ্চানন
(১) রামনারায়ণ ন্যায়ালংকার
(২) বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার
(২) রামকান্ত তর্কালংকার
রামকেশব বাচস্পতি
হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম
বলরাম
রঘুনাথ বিদ্যাবাগীশ
কৃষ্ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন
চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি

সাঙ্কাভাঙ্গার বিখ্যাত কুলাচার্য্য রামহরি ন্যায়ালঙ্কারের কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধৃত বংশলতা গৃহীত। (যশোহর জয়দিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট রক্ষিত ঐ পুঁথির ৩৫০-৫১ পত্র দ্রষ্টব্য)। *গ্রন্থমধ্যে "মথুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাকবি খ্যাতি"* এইরূপ স্পষ্ট লিখিত আছে। মথুরেশের অন্যতম ভ্রাতা মহাদেব তর্কবাগীশের অধস্তন ৮ম পুরুষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে যে আধুনিক একটি এবং শত বর্ষের প্রাচীন একটি বংশলতা রক্ষিত আছে, তাহার সহিত সিদ্ধেশ্বর হইতে অধস্তন নামগুলির মিল রহিয়াছে। সুতরাং "শ্যামাকল্পলতিকা"র ভূমিকায় যে মথুরেশের পিতৃপিতামহাদির নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংশোধনীয়। শ্রীকণ্ঠের ধারায় এক 'পরমানন্দ' ও 'যাদবেন্দ্র থাকায় সকলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই বংশলতানুসারে বাণেশ্বর মথুরেশের প্রপৌত্র পর্য্যায়ের লোক। মথুরেশের অধিকতর ঘনিষ্ঠ পৌত্র-পর্য্যায়ের অপর একজন বাণেশ্বর ছিলেন, তিনি কালীদাস সিদ্ধান্তের পুত্র এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই বাল্যকালে মথুরেশের স্তোত্রঘটিত ব্যাপার ঘটিয়াছিল [চিত্রচম্পূর ভূমিকা, পৃ. ৭]।[১৬]

উল্লিখিত কুলপঞ্জীতে এবং অন্যান্য কুলগ্রন্থে শোভাকর-বংশের আদি কুলস্থান "চান্দড়িয়া" বলিয়া লিখিত পাওয়া যায়। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংগৃহীত এক কুলগ্রন্থেও (তদীয় গ্রন্থের ২য় সং, পৃ. ১৫৬) কুলধ্বংসকারী প্রাচীন বংশজকুলের মধ্যে "চাঁন্দড়িয়া চট্টে"র উল্লেখ আছে। চাঁন্দড়িয়া বা বর্ত্তমান চাঁন্দুড়ে নদীয়া জিলায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, সিমুরালী স্টেশনের সংলগ্ন। এই স্থান হইতেই শোভাকরবংশ আয়দা, পাঁচড়া, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিম পারে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই।

১৬। বর্ত্তমানে গুপ্তিপাড়ায় ৫ ঘর মাত্র "শোভাকর" আছেন। মথুরেশবংশীয় ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত সনৎকুমার ভট্টাচার্য্য, মথুরেশের অন্যতম ভ্রাতা মহাদেব তর্কবাগীশবংশীয় শ্রীযুত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (ষষ্ঠীতলা বাজার), ৺সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (অপুত্রমৃত) ও শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং অজ্ঞাত-শাখীয় শ্রীযুত নন্দকিশোর ভট্টাচার্য্য (পাটমহল)। বাণেশ্বর-বংশ এখন গুপ্তিপাড়ায় নাই—কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মথুরেশ-বংশের এক শাখা শান্তিপুরে আছেন, বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুত হরিনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই শাখায় কৃতী পুরুষ। কানপুরপ্রবাসী ৺হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত ৺সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের খুল্লতাত ছিলেন। সুতরাং তিনটি মাত্র শাখা ব্যতীত গুপ্তিপাড়ার বিশাল শোভাকর-বংশবৃক্ষের সমস্ত শাখা কালের করাল গ্রাসে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কালীকীর্ত্তন

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রথম আমরা কবিবরের সম্পাদিত বিস্তৃত ভূমিকার সহিত সাধক রামপ্রসাদ সেনের 'কালীকীর্ত্তন' গ্রন্থের কথা জানিতে পারি। 'কালীকীর্ত্তন'ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে, তাহাতেও আমরা উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ দেখি না। ঈশ্বরচন্দ্রের কৃপায় প্রাচীন কবিদিগের লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী ও জীবনী আমরা পাইয়াছি। তিনিই সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হইয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সে সমুদায় প্রকাশ করেন। কালীকীর্ত্তন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এই কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য। ইহার এক খণ্ড রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে আছে। বর্ত্তমানে বাজারে প্রচলিত সাধক রামপ্রসাদের যে 'কালীকীর্ত্তন' আমরা পাই, তাহার সহিত ইহার অনেক পার্থক্য আছে। সেই জন্য এই গ্রন্থ বর্ত্তমান সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইল।

পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৭, ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীতারা। ত্রিভুবন সারা। কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ। লোকান্তর গত ৺ রামপ্রসাদ সেনের কৃত। শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক সংশোধিত হইয়া কলিকাতায় মৃজাপুরে শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির গুণাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং জোড়াসাঁক চাষাধোবা পাড়ায় শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার নিবাসি শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে স্বয়ং কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি। শকাব্দা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল।

পুস্তকখানির ভূমিকা-স্বরূপ তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

ঈশ্বরস্য হৃদয়ে পদাম্বুজং সন্নিধায় শশিখণ্ডভালিকে।
চণ্ডমুণ্ডমুখমুণ্ডখণ্ডনভ্রান্তিমস্তরয় দেবি কালিকে।

অথ কালীকীর্ত্তনানুষ্ঠান।

স্বস্তি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরস-প্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনশ্রবণগোচর হয় নাই যদ্যপি গায়ক দ্বারা অথবা অন্য কোনপ্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন২ মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ব্ব রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তন্মহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্ব্বদা থাকে।

অপরঞ্চ কালীকীর্ত্তনব্যবসায়ি গায়ক যে কয়েক জন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্য রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে সুখোদয় না হইয়া

সরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তিসুধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের অবিকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকাল-স্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূলপুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়েরা নয়নান্তপাত করিলে তাঁহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুরবৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহাকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু। সন্তঃ সুশান্তনয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপামিহ মহীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে।

কালীকীর্ত্তন সংগ্রহকারের উক্তি।

পয়ার। মত্ত হও বন্ধুগণ কালীপদ্মপায়। যে পদ ধরিয়া শিব শিবপদ পায়। কালহরা কালদারা কালিকার পদে। ভবভয় নাহি রয় সুখ পদেং। শ্যামানাম মোক্ষধাম বেদাগমে কয়। স্মরণ করিলে নাসে ধামে টেনে লয়। এক চিত্ত করি তাঁরে ভজ এই ভবে। যদি মনে লয় তাহে লয় হবে তবে। ঘোর দুর্গে ডাক সদা দুর্গেং রবে। দিনেশতনয়ক্লেশলেশ নাহি রবে। শিবাশিব তেজি সবে শবে ভাব শিবে। শিবাশিবপ্রদা শিবা শিব দেন শিবে। ভগ্ন দিয়া মিথ্যা আশা মগ্ন হও ধ্যানে। তারাতত্ত্ব কর তত্ত্ব গুরুদত্ত জ্ঞানে। ভাবে ভাব ভাবি ভাব তাহা নহে দূর। ভাবি ভাবি ভাবি দুঃখ করিবেন দূর। ভাবির স্বভাব কভু অভাব না হয়। সে ভাব ভাবিলে শ্যামা চিত্তে নিত্য রয়।* অতএব হও সবে ভাবি ভাবাধীন। তারা তারা মুদে ধ্যান কর দিনং। শক্তি শক্তিমতে যেই ভজে ভক্তিপানে। তারে তারে তারিণী করুণা দৃষ্টি দানে। দেহ দেহশুদ্ধি হেতু মন যোগে যাগে। কালীকালি নাহি দিয়া হৃদে তাহে জাগে। কর করযত্নে বাহ্য বিষয় না চাও। নিত্য নিত্য নৃত্যকালী হৃদয়ে নাচাও। মূলাধার স্থান তাঁর মহাকালনারী। মূলাধার জ্ঞান কর মহাকালনারী। ন্যায় তাঁর ভাব নেয় নানা ন্যায় পেতে। ন্যায় যদি ত্যজ সবে তবে পার পেতে। তর্ক করে বৃথা তর্ক চরণেং। তর্ক ত্যজ স্থান পাবে চরমে চরণে। দরশন তত্ত্ব নাহি পায় মিছা ভাবে। দরশন পাবে যদি ভাব ভক্তিভাবে। তন্ত্রমন্ত্রফাঁদে পড়ে না হইও ভোলা। তন্ত্র কে বুঝিবে তাঁর ভোলা ভেবে ভোলা। দেখ সেই মায়ার মায়ার বশ সব। হররাণী হরে হরে করে সদা শব। ত্রিভুবন মায়ের মায়ের মূলাধার। কালীরূপ কর চিত্র চিত্ত করি সার। সাধকের কোমল কমল হৃদিপরে। শ্যামা থাকে থাকেং সদানন্দ ভরে। যথা শতং শতদল ফুটে জলে। তেমতি মা সর্ব্বঘটে সর্ব্বঘটে চলে। পেলে দুর্গাপদ তার তরি এই ভব। কিন্তু ভবপারে পারে পাঠাইতে ভব। ভব সিন্ধুপার হেতু সেতু কর হরে। ভব সিন্ধু সম দুঃখ নিমিষেতে হরে। কারে দিব উপদেশ দেশ ভাল নয়। দ্বেষেং ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়। নাহি জেনে অহং কার করে অহঙ্কার। জানে না যে জীবন জীবনবিম্বাকার। ভব পার হেতু সবে ভবে করে হেলা। না করে সে পদ ভ্যালা ভ্যালাও। বালক বা লোক সব এই কলি কালে। দিনং জ্ঞানহীন বদ্ধ পাপজালে। লঘু সঙ্গে রঙ্গে সদা চালে মনোরথ। লোচন হীনের ন্যায় ভ্রমে ভ্রমে পথ। সেই অন্ধ তার স্কন্ধে যেই অন্ধ চড়ে। উভয়ে ভ্রমিতে বর্ত্ম কূপ মধ্যে পড়ে। নীচের নিকটে সদা উপদেশ লওয়া। নাবিকেরে অর্দ্ধ দিয়া ডুবে পার হওয়া। সাধু সহ বাসে হয় বিজ্ঞান লোচন। পরম পদার্থ তাহে হয় দরশন। জ্ঞানচক্ষু হত হেতু ইহা নাহি মানে। দর্পণেতে যত সুখ অন্ধে কি তা জানে। লোকের বারণমন না মানে বারণ। ললাটের ফেরে ফেরে না জানে কারণ। অজ্ঞান মনুষ্য প্রতি বৃথা দিই দোষ। কপালে সকল করে কেন করি রোষ। করে করে তম নষ্ট যেই সুধাকর। সে চাঁদে কলঙ্ক গাঁথা ব্যক্ত চরাচর। শিবের প্রধান পুত্র সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। বিঘ্নহর গণেশের কুঞ্জরের মাথা। কর্ম্মভোগ নাহি খণ্ডে শাস্ত্র যুক্তি সার। দেবের দুর্গতি এই মনুষ্য কি ছার। ভাল ভাল বিনে ভাল নাহি হয় তার। অদৃষ্ট অদৃষ্ট লেখা খণ্ডান না যায়। কিন্তু সিদ্ধ বাক্য এই পুজ হরদারা।

কপালের কপাল তারিণী সর্ব্বসারা। কালি দিয়া কালীনাম ললাটেতে রেখে। বিধি দত্ত বিধি যাহা রাখ তাহা ঢেকে। গুপ্তমর্ম্ম এই সেই শ্রীনাথের উক্তি। ভাবিলে তাঁহাকে লোক তায় পায় মুক্তি। একান্ত বাসনা তাঁর যাহে লোক তরে। তাইতো ঈশ্বর গুপ্ত মর্ম্ম ব্যক্ত করে।

ত্রিপদী।

ভাব জীব তেজে মায়া মহেশমোহিনীমায়া মহাবিদ্যা মহেশ্বরী তারা। গত কালাগতকাল হৃদে ধর মহকাল কাল সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কারা। করহ নিগূঢ় ভক্তি তাহে পাবে মহাশক্তি যুক্তিযুক্ত ব্যক্ত এই ধরা। জানতো বচনসার করিলে উত্তমাচার সরোবরে মীন পড়ে ধরা॥ কে জানে কালীর মর্ম্ম নখজ্যোতি পূর্ণব্রহ্ম ভাবে মত্ত সর্ব্ব সর্ব্বসহা। ভাবে যথা পুণ্যবানে তদ্রূপ মা কোলে টানে যেমন চুম্বুকে টানে লোহা। ত্রিগুণে ভুবনজয়ী বর্ণরূপা ব্রহ্মময়ী কুলকুণ্ডলিনী হংসবধূ। দুর্গানামামৃত পানে সবিশেষ গুণজ্ঞানে বদন কমলে ক্ষরে মধু। কখনো পদ্মিনীবামা কখনো চিত্রিণীরামা ছলেতে পুরুষ ছলে নারী। নানা বেশে বেশ ধরে মায়া কত মায়া করে সার মর্ম্ম বুঝিতে না পারি। ব্রহ্মারূপে পালে ক্ষিতি বাণীরূপে কণ্ঠে স্থিতি অন্নদা অম্বিকা কাশীমধ্যে। কমলে কমলা হন মাতা কত মতে রণ হরগৌরী হন মধ্যে২। দ্বৈত ভাব ত্যাজ্য কর জ্ঞানচক্ষু যত্নে ধর লহ২ সার উপদেশ। জীবে দিতে মোক্ষধাম সেই ব্রহ্ম গুণধাম ধারণ করেন নানাবেশ। যে জন যে ভাবে ভাবে তারে তুষ্ট সেই ভাবে না দেন ভক্তের মনে কালি। সদাশিব আত্মারাম কভু সীতা কভু রাম বিধি বিষ্ণু যা রাধা সা কালী। কৃষ্ণরূপে বাঁশী করে সদা রাধা নাম করে প্রেমানন্দে প্রফুল্ল গোকুল। কুঞ্জবনে নানা ছলে গোপিকার মন ছলে মনোরম্য স্থান সে গোকুল। রাধারূপে ব্রজনারী সে ভাব বুঝিতে নারি কলঙ্কিনী বলে ঘরে পরে। লজ্জাভয় পরিহরি মুখে বলে হরি হরি হরিপ্রেমভূষা অঙ্গে পরে। কালীরূপে বাল পবে কটিপরে কব পরে গলে দোলে শবমুণ্ড সব। এলোকেশী সর্ব্বনাশী অট্টহাসী সর্ব্বনাশি অসী করে রণে করে শব। শিবরূপে যোগবলে সদা বোম২ বলে হাড়মালা গলে করে শিঙ্গে। গায় ধুলা যোগে ভোলা হয়ে ভোলা ভাব ভোলা শিঙ্গে ফুঁকে পাবে সবে শিঙ্গে। ধনুধারি রামরূপে যুদ্ধ করে নানারূপে পাষাণ ভাষাণ সিন্ধুজলে। ছলেতে হইয়া সীতা জনকে বলিয়া পিতা নিজে নিজাঙ্গনা নিজ বলে। হইয়া অদ্বৈতবাদী জগতের বস্তু আদি কালী রাঙ্গা পায় রাখ মন। এক ভিন্ন দুই নয় বিরূপ যে জন কয় ধরাতলে মূঢ় সেই জন। উপাসনা ভেদমাত্র বারিপূর্ণ করি পাত্র রবিছায়া দেখ সেই জলে। হবে ব্রহ্ম নিরূপণ ত্রিভুবনে সর্ব্বক্ষণ প্রশংসা প্রদীপ তবে জ্বলে। অতএব বন্ধুবর্গ তেজিয়া কর্ম্মের বর্গ ব্রহ্ম উপসর্গ করি রহ। না কর অভক্তি দ্বেষ লয়ে সার উপদেশ ঈশ্বরের ভাব সদা লহ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।

অথ গুরুবন্দনা।

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং। অন্ধপট খোলে ধ্বন্ধ সব হরণং॥ জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নং। বল্লভ নাম শুনায়ত করণং॥ কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণং। তপনতনয়-ভয়বারণকারণং॥ সুচারু চরণ দ্বয় হৃদে কবি ধাবণং। প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং॥

অথ কালীকীর্ত্তনারম্ভ।

প্রভাত সময় জানি হিমগিরি রাজরাণী উমার মন্দিরে উপনীত। মঙ্গল আরতি করি চেতনা জন্মায় রাণী প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥ বারে২ ডাকে রাণী জননি জাগৃহি৩। আগত ভানু রজনী চলি যায়। পুলকিত কোকবধূ শোক নিভায়॥ উঠ২ প্রাণ গৌরী

এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি উঠ গো। উদয়তি দিনকৃতি নলিনী বিকসতি এবমুচিতমধুনা তব নহি ৩। সূত মাগধ বন্দি কৃতাঞ্জলি কথয়তি নিদ্রাং জহিহি ৩। গাত্রোত্থানং কুরু করুণাময়ি সকরুণ দৃষ্টি ময়ি দেহি ৩।

ভজন। চলগো মন্দাকিনীজলে। শিবপূজা বিল্বদলে। মাঈ শুনয়ল-মাইকি ভাষা। তখন গৌরীর কনক কমল মুখে মৃদু২ হাস॥ মা ডাকিছে রে। কোকিল কলরুত। শীতল মারুত। হতরুচি সংপ্রতি ভাতি শিখী নায়ক মলিন বিলোকনে কুমুদিনী কম্পিতবিগ্রহা মলিনমুখী। কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীনদয়াময়ি দুর্গে ত্রাহি ৩।

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী নিকটে মেনকা গিরি অনিমেষে শ্রী অঙ্গ নেহারে। রাণী বলে পুণ্যতরু ফল সেই মন্দিরে প্রকাশ এই দুঁহে ভাষে আনন্দ সাগরে। প্রভাতে অঙ্গ নেহারই রাণী। দলিত কদম্ব পুলকে তনু সুললিত লোচন সজল হরল মুখে বাণী। ঘেরল অসল সবছঁ রমণী মুখ মণ্ডল জয়২ কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি। কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্রকি মাল বিলম্বিত ঝলমল কো বিধি দেয়ল আনি। হিমকর বদন বদন মুকুতাবলি করতল কিসলয় কোমল পাণি। বাজিত তঁহি কনকমণি ভূষণ দিনকর ধাম চরণ তল খানি। ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর জপই ধ্যান অগোচর জানি। দাস প্রসাদ বলে সোহি ব্রহ্মময়ী জগজন মন বিকচকর তঁহি ভানি॥

রাণী বলে ওগো জয়া ভাল কথা মনে গো হইল। জয়া বলে পুণ্যবতী কি তোমার মনে গো হইল॥ রাণী বলে আমি কব কর্য়া ভেবেছিলাম। আর বার আমি ভুলে গেলাম॥ এখন উমার অঙ্গ চায়্যা মনে গো হইল। রাণী বলে নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি উমার কায়। পুনঃ হেরি উমার অঙ্গ আমার অঙ্গে শোভা পায়॥ এ কথা বুঝাব আমি কারে। আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আঁখি। উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি॥ সুকাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে। প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে॥ সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয়। দর্পণের যে গুণ সে গুণ জলে কেমনে রয়॥ স্ফটিকে গ্রহণ করে জবা পুষ্প আভা। স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা॥ হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতী শুন। তোমার অঙ্গের গুণ নয় ও শ্রীঅঙ্গের গুণ॥ তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল। শ্রীঅঙ্গের যে গুণ সে গুণে মিশাইল॥ উমাছাড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ। অমন আর কি দেখা যায় তার কি প্রসঙ্গ॥

ভজন। হয় নয় অন্তরে গো বয়্যা। আপন অঙ্গ দেখ গো চায়্যা॥ প্রাণধন উমা আমার গুণ সুধাকর। আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥ এক চন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি। তোমা কর্য়া নয় সকল অঙ্গময় মা বিরাজে যখন যে নিরখি॥ এক মুখে কত কব উমার রূপগুণ। উমার রূপে নানারূপ প্রসবে সংহারে পুন॥ দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে। পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্বঘটে॥

রাণী বলে ওগো জয়া কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে। গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি, গিলিতে ধায়্যাছে মুখচাঁদে॥ শুনেছি পুরাণে বহু মুখখান বটে রাহু শরীরের সংজ্ঞা বটে কেতু। এ রাহুর জটা মাথে দারুণ ত্রিশূল হাতে বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু॥

ভজন। রাহু গ্রাস করে যে শশীরে। সেই শশী রাহুর শিরে। কোথা গেলে গিরিবর শিব স্বস্ত্যয়ন কর গঙ্গাজল বিল্বদল আনি। সর্ব্ব ঔষধির জলে স্নান করাও জয়া বলে সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ তাহে জানি॥ শ্রীরামপ্রসাদে দাসে এ কথা শুনিয়া হাসে শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম। যদি দুর্গা বুঝে থাক আমার বচন রাখ জপ করাও মার দুর্গানাম॥

ভজন। শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম। শিব জপে এই দুর্গানাম॥ শ্রীদুর্গানাম গুণ গানে। শিব না মরিল বিষপানে॥ মার নামের ফলে, চরণ বলে। শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে॥ দুর্গানাম সংসারসাগরে তরি। কাণ্ডারি তায় ত্রিপুরারি॥ যে দুর্গানাম বিঘ্ন হবে। সেই দুর্গা কন্যারূপা তোমার ঘরে॥

গিরিরাজসুন্দরী স্নান করাইয়া গৌরী পুনঃ বসাইল সিংহাসনে। তখন গদ২ ভাবভরে ঝর২ আঁখি ঝরে সাজাইল যেমন উঠে মনে॥ সুচারু বকুলমালে কবরী বান্ধিল ভালে হরিচন্দনের বিন্দু দিল। উপরে সিন্দুরবিন্দু রবি কোলে যেন ইন্দু হেরি২ নিমিষ তেজিল॥ দোথরি মুকুতাহার কোন সহচরী আর গেঁথে দিল উমার কপালে। অনুমানে বুঝি হেন চাঁদ বেড়া তারা যেন উদয় করেছে মেঘের কোলে॥ তারার কপালে তারা তারাপতি যেন তারা ঘেরা তারায় তারা সাজে ভাল। বদন সুধাংশু যেন তাহে তারা মুক্ত ঘন কেশরূপ ঘন করে আলো॥ হাসিয়া বিজয়া বলে মেঘ নহে কেশ ছলে রাহুর গমন হেন বাসি। মুখ বিস্তারিয়া ধায় দন্তশ্রেণী দেখা যায় মুক্তা নহে গ্রাস করে শশী॥ জয়া বলে বটে এই পুণ্যকাল ইথে দান করা ভাল চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়। কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ প্রাণদান দিয়া লইতে চায়॥ জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা। ছি ছি ও কথা তুল না॥ ছি ছি যার পায়ে চাঁদ উদয় হয়। তার মুখে কি তুলনা সয়॥ শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগধ বিধি। নিরজনে বসি নিরমিল কলানিধি॥ শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইলে চাঁদে। সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে॥ এ কথা শুনিয়া সখী বলিছে জনেক। সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক॥ ভুবনবিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার। পরিপূর্ণ হৈলে দেবে কর‍য়ে আহার॥ এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম। বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম॥ বাসনা হইল সুধা সঞ্চয় কারণে। চাঁদ পাত্র বদলিয়া রাখিল বদনে॥ পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল। দশ খণ্ড হয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল॥ কত জনে কত কহে সার শুন কই। এক চাঁদ দশ খণ্ড চায়ে দেখ ঐ॥ চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা। চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা॥ হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা। কেন চাঁদ কমলে হইল শাত্রবতা॥ চাঁদ বলে ইহা সয় কি আমার। আমার শোভা যার মুখেরে যায়। ছিরে কমল তাই হইতে চায়॥ এত বলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে। অভিমানে কমল সলিল মাঝে ভাসে॥ উচ্চ পদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে। বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্মশোভা হরে॥ বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহু। করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু॥ নিরছি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশে। ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রবেশে॥ অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব। শত্রু ভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্র ভাব॥ দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ। করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার

মুখ। রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি। উভয়তঃ সিতপক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী॥ বাহিরের অন্ধকার গগনচাঁদে হরে। মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে॥ রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, উমা একবার নাচ গো। একবার নেচেছ ভবে, তেমনি কর্যা আর বার নাচিতে হবে। নূপুর দিয়াছি পায় সুমধুর ধ্বনি তায় গো। শুনেছি নিগূঢ় বাণী চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি ওগো আমার উমা নাচে ভাল। মা নেচে সফল কর মায়ের ইহ পরকাল॥ বাজে ডম্ফ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল। বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল॥ চৌদিগে বেড়িল নব২ বধূজাল। পূর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল॥ প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল। কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল॥ কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকান্তিছটা। শশহীন শশাঙ্ক সুপূর্ণ মুখ ঘটা॥ ভুবনে ভূষিত রূপ এটামাত্র ছল। ভুজঙ্গভূষণ রূপ করে টলমল॥ ভজন। রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে। বান্ধা কি ভূষণ ছলে॥ প্রভাতে নূতন গান শুন স্মেরযুতা। উষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলসুতা॥ শ্রীরাজকিশোরের মাতা তুষ্ট সুতজ্ঞানে। প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুবাণ প্রমাণে॥ অবসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে। করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥ শ্রীবাজকিশোবাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মহাঅন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥

জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম বেশ বানাইলাম জগদম্বা চল পুষ্পকাননে। চল২ পুষ্পবনে জয়া দাসী যাবে সনে॥ জগদম্বে ও চলতি চিত্তপদচলনা। লোহিত চরণ তলারুণ পবাভব নখরুচি হিমকরসম্পদদলনা॥ নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন সুমধুর নূপুর কিঙ্কিনী কলনা। সকল সময়ে মম হৃদয়সবোরুহে বিহরসি হরসি শিবসি শশিললনা॥ কল্পতরুতলে শ্রীরাজকিশোব ভাবে বাঞ্ছা ফল ফলনা। ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর দীনদয়াময়ী সতত ছল ছলনা॥

জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা। পুষ্পকাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা॥ মত্ত কোকিল কূজিত পঞ্চস্বরে। গুণ২ গুঞ্জিত মন্দ২ ভ্রমরে॥ তরু পল্লব শোভিত ফুল্ল ফুলে। মাতা বৈঠতি চারু কদম্বমূলে॥ মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে। পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযূষ ক্ষরে॥ চারু সৌরভসঙ্গ সুধীর সমীর। প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সবাক্য গভীর॥ পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে। শিব শঙ্করী শঙ্কর গান করে॥ করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে। শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে॥ ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর। ত্রিপুরাসুরগর্ব্ব বিনাশকর॥ জয় বেদবিল্বাম্বর ভূতপতে। জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে॥ ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু। পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু॥ কমনীয় কলেবর পঞ্চ মুখে। মম চারু নামাবলি গান সুখে॥ সুর শৈবলিনী জলে পূতজটা। জটালম্বিত চারু শুধাংশু ছটা॥ ছটা ব্রহ্ম কটাহ তব ভেদ করে। করে শৃঙ্গ বিষাণ শশী শিখরে॥ প্রসীদ২ প্রসীদ প্রভু হে। লোকনাথ হে নাথ প্রভু শম্ভু হে॥ ভব ভাবিনী ভাবিত ভীম ভাবে। ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে॥

প্রেয়সীর খেদ গানে সদাশিবের উচ্চাটন করে প্রাণে লোল চিত্ত উঠে চমকিয়া। ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী গমন শিখরিপুরী নন্দি আন বৃষভে সাজাইয়া॥ কদম্ব কুসুম তনু পুলকে

পূর্ণিত তনু ঈশান বিষাণ পুরে নাচে। উভয়ত মত্ত গূঢ় বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড় ভৈরব বেতাল চলে পাছে ॥ ধুয়া ॥ তাল বেতাল রে নাচিছে কাল বাজিছে তাল বেতালে ধরিছে তান। কেহ নাচিছে গায়িছে তুলিছে হাত। বলিছে জয়২ কাশীনাথ ॥ প্রেয়সীর প্রেমবশে গদ২ তনুরসে খসিছে কটির বাঘাম্বর। শিরে সুর তরঙ্গিণী কুল২ উঠে ধ্বনি সঘনে গরজে বিষধর ॥ ভনে রামপ্রসাদ ভাল সুখদ বসন্ত কাল ॥

উপনীত মন্দাকিনীতীরে। নিরখি সুন্দরী মুখ মরমে পরমসুখ লোচন তিতিল প্রেমনীরে ॥ নন্দী একি রূপমাধুরী আহা মরি আহা মরি আমা গঠিল যে সে কেমন বিধি। চঞ্চল মন মীন হৃদি সরোবর তেজি প্রবেশিল লাবণ্য জলধি ॥ আহা২ মরি২ কিবা রূপমাধুরী হাসি২ সুধারাশি ক্ষরে। অপাঙ্গ লোচনে মোহিনী কি গুণে চৈতন্য নিগূঢ় হরে ॥ কে রে কুঞ্জরগামিনী তনু সৌদামিনী প্রথম বয়স রঙ্গিনী। যৌবন সম্পদ ভাবে গদ২ সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥ কে রে নির্ম্মল বর্ণাভা ভুজগমণি ভূষণ শোভা হরে। ভূষণে কিবা কায। পূর্ণচন্দ্র কোলে খদ্যোত যেমন প্রকাশে না বাসে লাজ ॥ ভণে রামপ্রসাদ কবি নিরখি সুন্দরী ছবি মোহিত দেব মহেশ। ভুলে কামরিপু জর২ বপু সে রূপের কি কব বিশেষ ॥

যদি বল অনূঢ়া কালের এ কি কথা। শিব ও শিবা ভিন্ন ভবে কি শুনেছ কোথা ॥ উভয়ত সুসম্ভাষ সঙ্কেত সংবাদ। উভয়ত চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ ॥ আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেতা রব। কালক্রমে কল্যাণি কৈলাশ পুরে ··॥ রমণীর শিরোমণি পরম রতন। বতন ভূষণে কার নাহি বা যতন ॥ নিজে হংস হংসী সদা মানসগামিনী। চৈতন্যরূপিণী নিত্য স্বামীব স্বামিনী ॥ নখজ্যোতির পবং ব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা ॥ আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ। তোমার বিহনে নাহি অন্য প্রয়োজন ॥ পুরুষ বিহনে হয় বিধবা প্রকৃতি। প্রকৃতি বিহনে আমাব বিধবা আকৃতি ॥ অনুচ্চার্য্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ। নির্গুণে সগুণকর প্রসব ত্রিগুণ ॥ নিজে আত্মতত্ত্ব বিদ্যা তত্ত্ব শিবতত্ত্ব। তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥ তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চ ভূত কায়া। ঘটে২ আছ যেমন জলে সূর্য্যছায়া ॥ বেদে বলে তুমি যোগী তত্ত্ব কর‍্যা ফিরে। সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনীতীরে ॥ দাক্ষায়ণী দেহত্যাগ দক্ষে অপমান। শিখরীকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান ॥ মর্ম্ম কয়্যা স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি। জননী চলিল যথা গিরিবাজরাণী। বাল্যলীলা এই মার জনকভবনে। গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্রকাননে ॥

অথ গোষ্ঠলীলারম্ভঃ।

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে। শঙ্করী সমান স্থান আব নাকি আছে ॥ শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন। শঙ্করী সমান স্থান একাম্রকানন।

ভজন। আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে। যাব হে একাম্র বনে ॥ কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ। একাম্র কাননে মাতা করিল প্রবেশ ॥ চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব। অধরে সংযোগ করি ঊর্দ্ধ মুখে রব ॥ সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু। পাতাল হইতে ওঠে শুনে মার বেণু ॥

ধুয়া। জগদম্বা যে যব পুরে বেণু যব পুরে বেণু ধায় বৎস ধেনু। উঠে পদরেণু রেণু ঢাকে ভানু ভাবে ভোর তনু॥ গতি মত্ত মাতঙ্গ দোলায়ত অঙ্গ। কি প্রেমতরঙ্গ সোমা কি রঙ্গ নেহারে পতঙ্গ॥ হত কোকিল মান সুমাধুরী তান স্বরে হবে জ্ঞান যোগী তেজে ধ্যান ঝুরে মন প্রাণ ক্ষণে মন্দ ভাষে। ক্ষণে মন্দ হাসে চপলা প্রকাশে রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাষে॥

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপ বধূ বেশ। কষিত কাঞ্চন তনু প্রথম বয়েস॥ বিচিত্র বসন মণি কাঞ্চন ভূষণ। ত্রিভুবন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ॥ স্বয়ম্ভু যুগল হর সুরনদীকূলে। স্বয়ম্ভু পূজেন নৃত্য করপদ্ম ফুলে॥ নাভিপদ্ম তেজি ভ্রমে বাণী ক্রমে২। লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে॥ ঈশ্বরীমোহন ইষু নয়ন তরল। বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড। ফেরে কবে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধ ভাণ্ড॥ ভালেতে তিলক শোভা সুচারু বয়ান। ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান॥

ভজন। এমন রূপ যে একবার ভাবে। ভাবিলে সাযুজ্য পাবে॥ একাম্র কাননে জগতজননী ফিরে। ঘন২ হই২ রব করে সঙ্গিনীরে॥ সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে২। নীলাম্বরাঞ্চল পবনে চঞ্চল আকুল কুন্তল ব্যাপল শিরে॥ মহাচিত্ত অরুন্তুদ কোপে বিধুন্তুদ গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে। বিবিধ বধূ যোগায় মধু তনু সুশীতল সমীরে॥ ঘন ঝরে শ্রম-জল গলিত কজ্জল, যেমন কাল সাপিনী ধায় নাভিবিবরে।

ধুয়া। মা ডাকিছে রে আয় সুরভী নব২ তৃণ তটিনীজল সতিল দূরে ধায়ত কাহে আয়রে সুরভি। উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে। সারি২ নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে॥ ঊর্দ্ধ মুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে। দুনয়নে প্রেমধারা হাম্বারবে ডাকে॥ লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে। সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে॥ সুরভির নব বৎস শোভা উরূপরে। মন্দাকিনীধারা যেন সুমেরুশিখরে॥ ঘন২ পুষ্পবৃষ্টি জগদম্বাশিরে। সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেমনীরে॥ কৌতুকে আকাশপথে হরি হর ধাতা। গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাতা॥ ভুবনমোহন মার গোচারা লীলা। মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিলা॥ একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু। এবে নিজে গোপাঙ্গনা বনে রাখ ধেনু॥ আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা। এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্যা॥ আজো তোমার গুণ কে জানে। মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি দশ অবতার। নানা রূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥ প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সূক্ষ্ম স্থূলা। কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা॥ তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা অচরমে সতী। তব তত্ত্ব মূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি॥ বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব। শক্তি যুক্ত শিব সদা শক্তি লোপে শব॥ অনন্ত-রূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা। স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তবু তাড়ক মহিমা॥ ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী। আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বটে নাশ করে কাল। সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥ এই হেতু কালীনাম ধর নারায়ণী। তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব। কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥ পঞ্চাশত বর্ণ বটে বেদাগম সার। কিন্তু যোগীর কঠিন তারা রূপ নিরাকার॥

আকার তোমার নাহি অক্ষব আকার। গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার॥ বেদবাক্যে নিরাকাব ভজনে কৈবল্য। সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥ প্রসাদ বলে কালো রূপে সদা মন ধায়। যেমন রুচি তেমনি কব নির্ব্বাণ কে চায়॥

পয়ার।

পশুবংশ কান্তি কান্তি নেত্রে একবাব। নিরখ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার॥ তৃণে শৈলে কূপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর। সমান নিপাত বিশ্ব ব্যক্ত শশধর॥ দুর্গানাম দুর্ল্লভ লবার প্রাক্‌কালে। জপিলে জঞ্জাল যায় নাহি লয় কালে॥ কি জানি করুণাময়ী কাবে হৈলে বাম। সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গানাম॥ দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই। সে তরে সংসার ঘোরে সব পূজ্য সেই॥ ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়। তথাচ মহিমা গুণ সীমা নাহি হয়॥ মহাব্যাধি ঘোর যুগে যদি দুর্গে বলে। কষ্ট নষ্ট চিরায়ুঃ অচিন্ত্য ফল ফলে॥ দুঃস্বপ্নে গ্রহণ দুর্গা স্মরণে পলায়। পুনবাগমন ভয় পববর্গে গায়॥ শ্রীদুর্গা দুর্লভ নাম নিস্তারের তবি। কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডাবি॥ তথাচ পামব জীব মোহকূপে মজে। ইচ্ছা সুখে বিষপান তাপ এড়ে ভয়ে॥ বদন কমল বাক্য সুধাবস ভর। সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর॥ তব গুণ বর্ণনে অক্ষবে ক্ষরে মধু। সুধারসমাধুরী কি স্মরহরবধূ॥ শ্রীবাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী। কালিকা বিজয়ী হরিচিত্তমোহ হরি॥ আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে। তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে॥ চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দয়া। অকালমরণহরা অচলতনয়া॥ প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবনিতম্বিনী। চিত্তাকাশে প্রকাশে নবীন কাদম্বিনী॥

ইতি কালীকীর্ত্তনং সমাপ্তং।

কবিবব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬০ সনেব ১ আশ্বিন, ১ পৌষ এবং ১ মাঘের 'সংবাদ প্রভাকরে' সাধক রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ দিয়াছিলেন। ঐ সকল সংখ্যার 'সংবাদ প্রভাকবে' সাধক রামপ্রসাদেব বহু অপ্রকাশিত কবিতা ও তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের জীবনচরিত এবং সঙ্গীতাদি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ অক্টোবর তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি বাহির হয়,—

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন।

উক্ত মহাত্মার "জীবন চরিত" এবং তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতাদি নানা বিষয়ক কবিতা সকল আমরা অবিলম্বেই টীকা সহিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব, তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।...এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি,......।*

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, (২য় সং), পৃ. ৪০।

চন্দ্রশেখর স্মৃতিবাচস্পতি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম্ এ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিগত সংখ্যায় (৪৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৯-১২) জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে জগন্নাথের অন্যতম পূর্বপুরুষ চন্দ্রশেখরের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি আলোচনার প্রসঙ্গে আমিও এই মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দুই একটি কথা ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে কাজে লাগিতে পারে। তাই আমি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে আমার বিবরণের সারাংশ প্রদান করিতেছি।

চন্দ্রশেখরের পূর্ণ নাম বোধ হয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর স্মৃতিবাচস্পতি। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক বর্ণিত ধর্মদীপিকার পুথির পুষ্পিকায় চন্দ্রশেখর নামের পূর্বে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়।[১] আর এই ধর্মদীপিকার প্রারম্ভিক শ্লোকগুলির মধ্যে তৃতীয় শ্লোকটিতে চন্দ্রশেখর স্মৃতিবাচস্পতি উপাধির ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।[২]

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার বিবাদভঙ্গার্ণবে নিরতিশয় শ্রদ্ধার সহিত একাধিক বার চন্দ্রশেখরের উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাদভঙ্গার্ণবের ইংরেজী অনুবাদক কোলব্রুক সাহেবের মতে চন্দ্রশেখর ছিলেন জগন্নাথের মাতামহভ্রাতা।[৩] অথচ দীনেশবাবু তাঁহাকে জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ পিতামহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জগন্নাথের মূল গ্রন্থে চন্দ্রশেখরের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে সম্পর্কটা কি ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে দেখা দরকার। কোলব্রুকের অনুবাদ অনুসারে তিনি 'my venerable grandfather', 'modern Vacaspati' অথবা 'Vacaspati Bhattacharya'রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

চন্দ্রশেখর তাঁহার ধর্মদীপিকার প্রারম্ভে নাতিস্পষ্টভাবে তাঁহার যে কুলপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেবলমাত্র ষড়্দর্শনবিৎ এক বিদ্যাভূষণের নাম পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই বিদ্যাভূষণকে চন্দ্রশেখরের পিতামহ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অধ্যাপক কীথ, টমাস ও কাণের মতে বিদ্যাভূষণ চন্দ্রশেখরের পিতা।[৪] চন্দ্রশেখর

১। Notices of Sanskrit Manuscripts—৫।১৯১৯। এই পুথিখানিতে গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে 'ধর্ম্মবিবেক'।

২। শ্রীচন্দ্রশেখরো নাম্না খ্যাতো বাচস্পতিঃ স্মৃতৌ ?

৩। Digest—১ম খণ্ড, পৃঃ XVI.

৪। Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss in the Library of the India Office, Vol. II, ৫৯১৯, History of Dharmasastra, পৃঃ ৫৬৫।

পিতার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। স্মৃতিসারসংগ্রহে তিনি একাধিক বার পিতামহের মত ও গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি উল্লেখের বিবরণ দীনেশবাবুর প্রবন্ধে পাওয়া যায়। আমি আর একটির সন্ধান পাইয়াছি। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার পিতামহকৃত আহ্নিকমীমাংসা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।[৫]

চন্দ্রশেখরের গ্রন্থ তিনখানির মধ্যে দ্বৈতনির্ণয়ই সর্বকনিষ্ঠ—অপর দুই গ্রন্থেই এইখানি উল্লিখিত হইয়াছে।[৬] গ্রন্থ তিনখানিরই একাধিক পুথি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আছে ও বিবিধ বিবরণ-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই বিষয়ের দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে :—

ধর্মদীপিকা—লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরী (ক্যাটালগ ৩।১৫৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ৫৯১৯), এসিয়াটিক সোসাইটি (I. G. 15, ৩৮৮২, ৫১৩৩),[৭] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Mss ২।৬৫০, ৫।১৯১৯, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Notices of Sanskrit Mss ১।১৯২।

স্মৃতিসারসংগ্রহ—কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ (ক্যাটালগ—২।২০৩), ইণ্ডিয়া অফিস (ক্যাটালগ ৩।১৪৯০), এসিয়াটিক সোসাইটি (II. A. 42 এবং ক্যাটালগ ৩,২০৭৪)।

দ্বৈতনির্ণয়—কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ (ক্যাটালগ ২।৭৯), এসিয়াটিক সোসাইটি (II. A. 40).

৫। বিবৃতং পিতামহকৃতাহ্নিকমীমাংসায়াম্—স্মৃতিসারসংগ্রহ (এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি—II. A. 42—পৃঃ ১৫২)।

৬। স্মৃতিসারসংগ্রহ—এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি II. A. 42, পৃঃ ১৫৩, ১৬১। ব্যবহার্যতা তু অস্মাভি-র্দ্বৈতনির্ণয়ে ব্যবস্থাপিতা দ্রষ্টব্যা—ধর্মদীপিকা (সোসাইটীর পুথি ৩৮৮২, পৃঃ ৩৪ ক)।

৭। ৫১৩৩ সংখ্যক নামহীন পুথিখানি ধর্মদীপিকার একখানি অসম্পূর্ণ পুথি। ৩৮৮২ সংখ্যক পুথির সঙ্গে সাধারণভাবে ইহার মিল আছে। ৩৮৮২ পুথির ১—৯ ক ও ৩৩ খ—৪০ খ অংশ ইহাতে নাই। ১।/০ (খ) পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তি (= ৩৮৮২ পুথির ৩৩ খ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তির) পূর্বার্ধে স্পষ্টতঃ নির্দেশ করা হইয়াছে যে, পুথির এই স্থানে কিছু অংশ ত্রুটিত (অত্রান্তং পতিতম্)। ইহার পরবর্তী অংশের সহিত ৩৮৮২ পুথির ৪০ খ পৃষ্ঠার শেষ দুই পংক্তির মিল দেখা যায়।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

[পাঠভেদ নির্ণয়—৪৮শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৯
বোবা চিতি—	বার চিতা—
...	..
—নানাজাতি বোড়া	—নানাজাতি ঘোড়া
সৃষ্টিহেতু জোড়েং গড়িলা বিস্তর ॥	—বিশ্বকর্ম্মা গড়িলা বিস্তর ॥

দেবগণের নিমন্ত্রণ

মুদ্রিত পুস্তকে ধূয়া—১৪ লাইন।	পুথিতে ধূয়া মাত্র দুই লাইন—
প্রথম দুই লাইন উভয়তঃ এক।	চল সভে কাশী মাঝে যাব।
	অন্নদা পূজিবেন হর দেখিবাবে পাব ॥
	...
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ।	সগণ সহিত আইলা—
...	...
কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ	কুবেরের সঙ্গে আইলা যত যক্ষগণ
...	...
আইলা ভুজঙ্গপতি থাকিয়া পাতালে।	—তেজিয়া পাতাল।
	পুথির পত্র—৪০
ষোল কলা সহিত—	পরিপূর্ণ হইয়া—
.	..
স্বগণ সহিত বুধ—	বিবুধ সহিত—
	...
দৈত্যগুরু মহাকবি—	দৈত্যগুরু মহাকায়—
...	..
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ॥	—যার নিয়োজন ॥
বিশ্বনাথ বিনা কাব লাগে বিশ্বভার ॥	বিশ্বনাথ বিনে আর কার লাগে ভার ॥
...	...
মুরতি প্রকাশ তাহা পূরণ করিলা ॥	—পুরাণে কহিলা ॥

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪১
মুদ্রিত পুস্তকে	"তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে"
"তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে"	এই ছত্রের পরে এইরূপ :—
এই ছত্রের পরই—	বিষম সাধনা তার অতি দুরাসাধ্য ।
"করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা" ।	কি সাধ্য আমার যে আমার হবে সাধ্য ॥
পুথিতে এই দুই ছত্রের মধ্যে ৬টি অতিরিক্ত	তপস্যায় তার দেখা পাইতে দুর্লভ ।
ছত্র আছে ।	কৃপা করে যদি তবে আনন্দে সুলভ ॥
	কাশীর মঙ্গল হেতু সবে দেও মন ।
	তবে সে পাইতে পার্ব্বতীর দরশন ॥"
	এই কয় ছত্র মুদ্রিত পুস্তকে নাই ।
	ইহার পর—"করিয়াছি পুরী বটে"
	ইত্যাদি ।

শিবের পঞ্চতপ

	পুথির পত্র—৪২
শরীর জন্মিল শাল পিয়াল তমাল ॥	—তাল পিয়াল তমাল ॥

ব্রহ্মাদির তপ

সম শীত বরিষা আতপ	মনসিজ বরিশায় জপ ।
...	...
নৈঋত রাক্ষস রীত প্রীত	—রীতি—প্রীতি
...	...
—অস্থি চর্ম্ম অবশেষ	—অস্থি হৈল অবশেষ
সমাধি করিয়া আছে জ্ঞান ॥	—প্রাণ ॥
ধ্যান ধারণায় অচঞ্চল	ধ্যান ধ্যায় শিব অচঞ্চল
প্রজাপতি রূপভেদে—	প্রজাপতি মূর্ত্তিভেদে—
ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপ ।	ঊর্দ্ধপদী ঊর্দ্ধমুখে জপে ।
দিক্ বিদিক্ ভেদ নাই—	দিগাদিক্ ভেদ নাই—
	পুথির পত্র—৪৩
—তপস্যা অনন্যমনে	—তপস্যা অনন্যমনে
	(পাঠান্তর—আনন্দমনে)

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪৩
কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।	কলকোকিল অলিকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে ॥	(মুদ্রিত পুস্তকের ২য় ছত্র পুথিতে নাই)
..	...
কুহু কুহু ইত্যাদি	কুহু২ কোকিল করয়ে হুহুঙ্কার।
	গুন২ ভ্রমরা করয়ে ঝঝঙ্কার ॥ (ঝঙ্কার ?)
	...
তর তর ·ঝর ঝর বাতে ॥	—নবদলপাতে ॥
ঘরে ঘরে নানা ছন্দে—	—নানা যন্ত্রে—
তরুকুল প্রফুল্ল—	মুকুলিত প্রফুল্ল—
...	
দেবী অধিষ্ঠানে হইল—	দেবীর প্রভাবে—
	পুথির পত্র—৪৪
সম্মুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর ॥	সমুখে রহিলা সভে সভয়ে অন্তর ॥
...	..
সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া ॥	সকলে নমস্তুতি করে নাচিয়া গাইয়া ॥
.	
অন্নে পূর্ণ কর বিশ্ব—	অন্নে পূর্ণ হৈল বিশ্ব—

শিবের অন্নদাপূজা

বিশদ পক্ষ শুভ ক্ষণে।	বিধির পক্ষ—
..	
—অশেষ উপহার	—অশেষ পরকার—
.	
—সকল বেদে কয়	—সকল দেবে কয়
সর্ব্বতোভদ্র নাম—	সর্ব্বতাভয় নাম—
...	..
লিখিলা আপনি বিধাতা।	নির্ম্মিলা আপনি—
সম্মুখে হেমঘট আদি চারু পট	—আছাদি চারি পাট
পড়িয়া স্বস্তি ঋদ্ধি বিধি ॥	পড়িয়া স্তুতি ঋষি বিধি।

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪৫
—সন্ধ্যাধিবাস করি	—গন্ধাধিবাস করি
...	..
—প্রণমি সাবধানে	—প্রতিমা সাবধানে

অন্নদার বরদান

	(মুদ্রিত পুস্তকের ধুয়া—"ভবানী বাণী বল একবার" ইত্যাদি ৪ ছত্র পুথিতে নাই)
	...
ধন্য সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি ॥	ধন্য সেই এই দিনে যে করে অতিথি ॥
অষ্টাহ মঙ্গল যেই—	অষ্টাহ মঙ্গলগীত—
...	
নবমীতে অষ্টমঙ্গলার সমাপন।	—অষ্টমঙ্গলায়—
ধাতুময়ী মোর ঝারি—	—মোর মূর্ত্তি—
.	..
গাওয়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রমফল ॥	গান করে কিম্বা শুনে তার এই ফল ॥
...	...
সমাপিবে শুক্র বারে—	সমপিবে—
	পুথির পত্র—৪৬
করুণাসাগর বিনে কেবা কৃপা করে।	করুণা আকর—
—মহেশমহিলা—	—মহেশমহিমা—
আর্য্যাবলি—	আদ্যা বলি—

ব্যাসবর্ণন

	...
যাঁহা হইতে অঠার পুরাণ	সংহতিতে আঠার পুরাণ (সংহতি = সংহিতা ?)
.	...
চলনে কতেক আঁটুবাঁটু ॥	চরণে কতেক আছে পাটু ॥
কপালে চড়ক ফোঁটা গলে উপবীত মোটা	কপালে চড়োক ফোটা,—ঘটা,
—কলিমৃগ বাঘথাবা	—বাহুমূলে চিত্ররূপা
...	...
—লম্বি মাল করতলে	—অক্ষমালা করতলে
...	...

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪৬
—সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ	—সঙ্গে লইয়া অনুক্ষণ
...	
নিগম আগম যত পুরাণ সংহিতা যত	আগম নিগম বিতা (?) পুরাণসংহাত গীতা
...	
—চিরজীবী নরাকার লীলা	—চিবজীবী নবাকার লীলা
	পুথির পত্র—৪৭
...	...
—ত্র্যম্বক গিরীশ হর	—ত্র্যম্বক মহেশ্বর

শিবপূজা নিষেধ

কি কর নর হবি ভজ রে।	—হরি ভজ রে।
...	..
ভাবিবাবে পবিণাম— হরি ভজি ইত্যাদি।	ভবিবারে পবিণাম— পূর্ণকাম কমলজ ভজ রে।
	.
গুরুবাক্য শিরে ধরি— ভারতের ভূষা হরিপদরজ রে।	ভৃগুবাক্য— ভাবতেব ভর্ষা (ভরসা) হরিপদরজ বে॥ এই ধুয়ার পব—"দিধা কল্পভঙ্গ লিখ্যতে।" তার পর—বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
.	
—সিদ্ধান্ত কৈনু এই	—সিদ্ধান্ত হইল এই
...	
নিরাকাব ব্রহ্ম তিনি রূপেতে সাকার। তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥	নিবাকাব ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার। তমোগুণে শিবেব অহঙ্কার আদিময়॥
...	
	পুথির পত্র—৪৮
তবে সবে হরি ভজ হরেরে ছাড়িয়া	—হরি ভজি— "আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র" এই দুই ছত্রের ঠিক পূর্ব্বে পুথিতে আছে — ব্যাসদেব চলিলা লইয়া নিজগণ। পথে পথে করি হরিনাম সংকীর্ত্তন॥ এই ২ ছত্র পুস্তকে নাই।

শিবনামাবলী

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪৮
	(পুথিতে নাই) ইহাব পরেই— "জয় কৃষ্ণ কেশব" ইত্যাদি।

ঋষিগণেব কাশীযাত্রা

(পুথিতে নাই)

হরিনামাবলী

	...
কুঞ্জকাননরঞ্জন	কুঞ্জকাননবঞ্জন
নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন	নিত্য নি ত্রিলোচন
	..
ভারতাশ্রয় জীবন ॥	ভাবতপ্রিয় জীবন

হবিসংকীর্ত্তন

..	.
নানা রসে নাচিয়া গাইয়া	নানা বেশে—
পূর্ব্ববঙ্গ রসোদ্গাব মাথুব বিবহ আব কেহ তারে ধরে তোলে কোল	পূর্ব্ববঙ্গ বস আব মথুবাবিহাব কার কেহ তাহে ধবি দেয় কোল
আদি অন্ত মধ্যে সে সকল	আদি অন্ত প্রসঙ্গ সকল
..	...
আনন্দে লোচনে ঝবে জল	সবাব লোচনে ঝরে জল
	.. পুথির পত্র—৪৯
অবতীর্ণ হৈল ভূমণ্ডলে	—ভূমণ্ডল
.	...
দেবকী·· ···ছলে	—স্থল

মুদ্রিত পুস্তকেব—"ব্রজ পোড়ে দাবানলে" হইতে "কবিলেন কাননে ভোজন" পর্য্যন্ত পুথিতে নাই।

ব্যাসের শিবনিন্দা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪৯
	"অভেদ কহে চারি বেদ"—পুস্তকে আছে, পুথি.ত নাই।
	পুথির পত্র—৫০
সে মজে মোহকূপে	—মহাকূপে
শৈবগণে কতমত করে উপহাস	কত জনে কত মত করে উপহাস
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব	যেই শিব সেই আমি আমি সেই শিব
...	
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।	শিবপূজা বিনে মোর পূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥	শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥
...	...
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির তিলকে	—হরিমঞ্জরী—
পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈব-অনুগত	ফেলিয়া পড়িলা রুদ্রাক্ষ শিবানুগত

ব্যাসের ভিক্ষা বারণ

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
গণেশ শৈশব—	কুবের বান্ধব—
	পুথির পত্র—৫১
কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটায়	—হরি মঞ্জরী ফোঁটায়
...	...
তার গলে হরি হরে থাকি গলে গলে	—হরি হর থাকি কুতুহলে
...	...
বালক কুকুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি।	বালক কুকুর নিয়া দেয় তাড়াইয়া।
ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী॥	অন্যের বাড়ীতে গিয়া রহিলা দাঁড়াইয়া॥

কাশীতে শাপ

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
তব পদে আশুতোষ,	তব পদ অসুতোশ
পদে পদে মোর দোষ,	দেহেহ মোর দোশ

* বসুমতী সংস্করণ গ্রন্থে (কলেজ-লাইব্রেরীর যে পুস্তক আমি ব্যবহার করিয়াছি) ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা নাই। ফলে, "হরিসংকীর্ত্তনে"র শেষাংশ, "ব্যাসের শিবনিন্দা প্রসঙ্গ" সম্পূর্ণ এবং "ব্যাসের ভিক্ষা বারণ" সম্পূর্ণ ও "কাশীতে শাপ" প্রসঙ্গের প্রথম কয়েক ছত্র বঙ্গবাসী সংস্করণের সঙ্গে মিলাইয়াছি। ঐরূপ ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠাও মিলাইয়াছি।

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৫২
	মুদ্রিত পুস্তকের—"তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু পাশ" হইতে তিন ছত্র ("অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী" পর্য্যন্ত) পুথিতে নাই।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী	কাশীতে যে পাপ হবে হরে অভিলাষী (অথবা "হরে অভিনাশী")। ইহার পরেই "এই হেতু ভিক্ষা নাহি দিল কাশীবাসী" (এই ছত্র পুস্তকে নাই)
	..
আকাশ পবন জল অনল অবনী	আকাশ পাতাল জল—
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া	পশ্চাতে চলিল জয়া সমুখে বিজয়া
অদ্যাপি সে শাপে—	—সে পাপে—
..	
আমার দুর্নাম হবে—	আমার কুনাম—

অন্নদার মোহিনীরূপ

	পুথির পত্র—৫৩
থাকিতে অধরে ইত্যাদি	বহিতে অধরে সুধা সাধ করে সুধা ধীরে ধীরে কালিকা। (পুথিতে এই তিন লাইন, "ফুলধনু তনু" ইত্যাদির পরে আছে)
ফুলধনু তনু ইত্যাদি	ফুলধনু তনু দেখি ভুরু ধনু হইয়া কৃশাঙ্গ বক্রিমা।
...	
হরি হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া	হার হৈয়া বহিলেক বুক বিদারিয়া
	...
চক্ষে যিনি মৃগ ভাগে মৃগমদবিন্দু	চক্ষু জিনি মৃগচক্ষু ভালে ইন্দু "রতন কাঁচুলি" হইতে "কোকিলা চাবি পাশে" পর্য্যন্ত ৪ লাইন পুস্তকে আছে, পুথিতে নাই।

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৫৩
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া ॥	---মায়া মূর্ত্তি হৈয়া ॥
মায়াময় একখানি—	মায়া করি—
অতি বৃদ্ধ কবি হবে তাহাতে রাখিয়া ॥	অতি বৃদ্ধ জীব করি তথায় রাখিয়া ॥
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা—	কোথা হইতে অন্নপূর্ণা—

শিব ব্যাসে কথোপকথন

	পুথির পত্র—৫৪
	এই অনুচ্ছেদের ধুয়াব পুস্তকের "শিব-সোহাগিনী" পুথিতে নাই।
—গৃহ পোষিণী	—গৃহপোষিণী
	"মধুভাষিণী" পুথিতে নাই।
—ভাবনাশিনী	—ভবতোষিণী—
মহাক্রোধে মহারুদ্র—	মহাক্রোধে মহাদেব—
শূল আন ইত্যাদি—	শূল আন বলিয়া নন্দীরে দিলা ডাক।
ধরিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে।	বধিতে নারিলা—
...	...
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥	নিগম আগমে ব্যক্ত বুঝে যেই ধীর ॥
	পুথির পত্র—৫৫
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ।	মনে ভাবি দেখিয়া জানিতে যেই পাপ।
.	
ব্যাসদেব রুদ্ররূপী দেখি মহেশ্বরে।	কথায় বুঝিল ব্যাস ইনি মহেশ্বর।
ভয়ে কম্পমান থরে থরে ॥	—থরে থর ॥
..	
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম	—কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম।
...	...
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা ॥	—ব্যাসেরে বলিলা ॥
.	..
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥	মণিকর্ণিকার ঘাটে পাইবে আসিতে ॥
	(জাইতে)

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৫৫
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি	অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিল কবিবর।
	শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণোদ্যোগ

তুচ্ছ লোক আছে যারা—	উচ্চ লোক—
...	
	"সবে করে উপহাস" ইত্যাদি
	"সলিলে মৃত্যু নাই" পর্যান্ত পুথিতে নাই।
	পুথির পত্র—৫৬
তবে আমি বেদব্যাস—	আমি এই বেদব্যাস—
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া তপস্যায় ভর দিয়া	সর্ব্বকর্ম্ম তেয়াগিয়া—
সকল পাইব যথা বসি	সকল পাইব এথা বসি

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা

	..
শ্মশানে বেড়ায়—	সংসারে বেড়ায়—
গণ্ডে মুণ্ড অস্থিমালা	গলায় অস্থির মালা
গঙ্গা আছ যেই শিরে	তুমি আছ তেঞি শিরে
	...
জটায় তাহার তব অবতার	—এই অবতার—
	পুথির পত্র—৫৭
সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জন	জেই নিরঞ্জন চিৎরূপী হন
	...
না জানি স্নানের ফল।	না জানি স্নানের ফল।

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার অভ্যর্থনা

শিব বিনা কাশী কে করে আর ॥	—কাশী করিবে আর ॥
	..
লীলায় অন্ধক—	লীলায় অমুক—
...	..

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৫৭
কামিনী লইয়া বিহরে সেই	কাশী হইয়া বিরাজে সেই
...	...
আমি অন্নপূর্ণা যার গৃহিণী	অন্নপূর্ণা দেবী যার গৃহিণী
..	..
তব নাম ভব করিতে পার	ভব নাম ভব করিতে পার
...	..
পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসী	—জলনিবাসী
	(ইহার পর ৪টি ছত্র মুদ্রিত পুস্তকে বেশী আছে। পুঁথিতে নাই*)।

ব্যাসের কৃত গঙ্গার তিরস্কার

	পুথির পত্র—৫৮
কালের উচিত কর্ম্ম, জানিনু তোমার ধর্ম্ম	—ধর্ম্ম, বুঝিনু তোমার মর্ম্ম
...	.
তোরে অন্তরঙ্গ জানি করিনু যুগল পাণি	তোমা—, করিলাম জোড় পাণি
...	
তাতে হৈল বিপরীত, আরো কহ অনুচিত	তাহে হৈল উপবিত, আর কহ বিপরীত
...	...
—আমি যারে বাড়াইনু	—আমি যারে বাঢ়াইনু
	.
পুরাণে বর্ণিনু যেই—	পুরাণে বন্দিলু (বন্দিনু) সেই—
.	...
জহ্নু মুনি করে ধরি—	—তোরে ধরি
...	.
—ছিলি তার নারী হয়ে	—ছিলা তার ভার্য্যা হৈয়া
	...
যে ভাল ভজিতে পারে—	যে ভাল বাসিতে পারে—
...	...
—ক্ষীর পান করে সেই	—ক্ষীর পান কর এই (খির)
...	...
	পুথির পত্র—৫৯
ভারত সভয়ে কহে—	ভারত বিনয় কহে—

গঙ্গাকৃত ব্যাসের তিরস্কার

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৫৯
শুন শুন ওহে ব্যাস—	শুন অহে ব্যাসদেব—
...	
—আমারে বর্ণিলি	—আমারে বন্দিলি
...	
—শান্তনুর নারী।	—শান্তনুর স্ত্রী।
...তুই কি জানিবি।	—তুই কি বুঝিবি।
আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি ॥	—দিন পঠ—জানিবি ॥
আমার জাতীব দায়—	আমার যতেক দায়—
...	...
তাহে করিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম।	—যতেক ধর্ম্ম কর্ম্ম।
...	
অবিগীত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ জন্য সেই ॥	আরগিত (?) ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ জন্ম সেই ॥
	পুথির পত্র—৬০
গালি খেয়ে ব্যাসদেব হইলা হতজ্ঞান ॥	গালী খাইয়া অভিমানে ব্যাস হতজ্ঞান।
ভারত কহিছে ব্যাস ধীবি ধীবি ধীরি।	কবি রায় ভারত কহিছে ধীরি ধীরি।

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথি
	("নারসিংহি নৃমুণ্ডমালিনী" ইত্যাদি দুই ছত্র পুথিতে নাই)।
..	.
করিয়া দ্বিতীয় কাশী	প্রকাশিব ব্যাসকাশী
	"মোরে পুরী ভার লাগে" ইহার পর পুস্তকে অনেকখানি আছে। পুথিতে কেবল এইটুকু— ভারত কহিছে যে যুক্তি হৈয়াছে ব্যাসের কি আছে ভাগ্যে ॥

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৬১
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন ॥	ততক্ষণে দরশন দিলা পদ্মাসন ॥
...	

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৬১
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া॥	—করুণা করিয়া॥
	("ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল"
	ইত্যাদি ৪ ছত্র পুথিতে নাই ।।
...	...
তাঁর সঙ্গে তোর বাদ—	শিব সঙ্গে—
—শঙ্কর গোঁসাই॥	—মহেশ গোসাঞি॥
...	...
শঙ্কর আমার অন্ন—	শঙ্কর আমার ভিক্ষা—
..	
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর॥	অন্নদার ধেয়ানেতে বসিলেন ধীর॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি।	অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল কবিবর।
	শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য

	পুথির পত্র—৬২
	..
উছট লাগিয়া পা টলে॥	উছট লাগয়ে পদতলে॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে—	দুর্দ্দশায় যখন ধরে—
...	
তাহাতে হয়েছে অপমান।	তাহাতে হৈয়াছে অভিমান।
—হইয়াছে অভিলাষী	—হইয়া বড় অভিলাষী
সেই হেতু করে মোর ধ্যান॥	বর লৈতে করে মোর ধ্যান॥
আমি বৃদ্ধ তাই কই—	আমি ত তোমাকে কই—
...	...
করিবেক ব্যাসবারাণসী॥	করিবে দ্বিতীয় বারাণসী॥
...	...
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে।	কিরূপে হইবে নষ্ট তার।
বিরক্ত করিলে অত্যাচারে॥	বিরক্ত করিল অপচার॥
	..
—জরতী শরীর ধরি	—জরাধী শরীর ধরি

অন্নদার জরতীবেশে ছলনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৬২
হেরি হেরি হর হারে।	বিধি হরি হর হারে।
জিতজরামর হয় সেই নব—	ধর্ম্ম নরবর—
এ ভব সংসারে—	এ ভব সাগরে—
যম নাহি পারে তারে।	যম নাহি পারে নরে।
যদি না তারিবে যদি না চাহিবে	দয়া না করিবা যদি না চাহিবা
	পুথির পত্র—৬৩
কোটরে নয়ন দুটি—	কঠোর নয়ন দুটি—
চিবুকে মিলিয়া নাশা—	থুতি মিলাইয়া নাশা—
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা—	সাত গাছি ছেড়া তেনা—
কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ আছে।	—কত ভোগ—
..	
সন্তোমুক্ত হবি যদি—	সত্য মোক্ষ হবে যদি—
ছলেতে অন্নদা…রুষিয়া।	—বসিয়া।
মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥	মোরে মরো বল বেটা— ॥
তোর মনে· আমি বুড়ী—	—আমি বুঝি—
	.
বাতে করিয়াছে খোঁড়া—	বাতে করিয়াছে বেঁকা—
	.
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।	জগতে যে দ্রব্য আছে অধীন দেবীরে।
শাস্ত্র বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের।	শাস্ত্রে বলে সেই দেবী অধীন অন্তরে ॥
..	
বুড়ী দেখি ওরে বাছা—	বুড়ী বলে আরে ব্যাস—
..	.
সন্ত মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥	সত্য মুক্তি হইবেক এখানে মরিলে ॥
	পুথির পত্র—৬৪
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।	পুনর্ব্বার চলিলা ছলে ক্রোধেতে জ্বলি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥	ব্যাসদেব ধ্যান করে হইয়া ব্যাকুলী ॥

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৬৪
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু ॥	আপনা খাইয়া আমি কি কথা কহিনু ॥
(ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে যে ১০ লাইন আছে, তাহা পুথিতে নাই)	ইহার পরেই— "ব্যাসবারাণসী হবে" ইত্যাদি।
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।	অলঙ্ঘ্য দেবীর আজ্ঞা আর কিবা হয়।

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
ভুল না রে অরে নর শঙ্কর সার কর	ভুল্য নারে নর শঙ্কর সেবন কর—
এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ।	কত দুঃখ দিলে মোরে শিবনিন্দা পাপ।
জ্ঞান অহঙ্কারে—	কোন অহঙ্কারে—
...	
এইরূপে আমি তোরে বর দান দিয়া।	এইরূপে ব্যাস তোরে প্রাণদান দিয়া।
...	..
আমার দ্বিতীয় কিম্বা—	আমার দ্বিতীয় কেবা—
...	.
	পুথির পত্র—৬৫
.	
ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব—	অতঃপর ভেদজ্ঞান—
...	...
অযোগ্য হইয়া কেন—	পারনা না করি কেন—
.	
রমণী সম্ভোগ তার কাননে হইবে।	রমণীসম্ভোগে তার বিলম্ব হইবে।

[ক্রমশঃ]

ভ্রম-সংশোধন

প্রথম সংখ্যা পত্রিকার শেষে পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর যে মজুদ-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কিছু ভুল আছে।—

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	১৪১	স্থলে	২৪১	হইবে
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	১১৮	স্থলে	১৫৮	হইবে
দেবী চৌধুরাণী	১৬০	স্থলে	১০৭	হইবে
Rajmohan's Wife	১৩০	স্থলে	১৩৩	হইবে

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৯শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
১৩৪৯

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম জীবন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

যশোহর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষ-তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। প্রচলিত জীবন-চরিতগুলির মতে, মধুসূদনের জন্ম-তারিখ—১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪)।*

সাগরদাঁড়ী গ্রাম মধুসূদনের জন্মভূমি হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ খুলনা জিলার অন্তর্গত তালা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ রামনিধি দত্ত সাগরদাঁড়ীতে মাতামহের নিকট আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চারি পুত্র, সকলেই বিদ্বান্, কৃতী ও উপার্জনক্ষম ছিলেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ দত্ত মধুসূদনের পিতা।

পারস্য ভাষায় রাজনারায়ণের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; লোকে তাঁহাকে 'মুন্সী রাজনারায়ণ' বলিত। মধুসূদনের বয়স যখন ৭ বৎসর, তখন তিনি ওকালতী উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরূপে পরিগণিত হন। তিনি কলিকাতার অন্তর্গত

---

* মধুসূদনের এই জন্ম-তারিখ তাঁহার কোষ্ঠী হইতে পাওয়া কি না, চরিতকারগণ উল্লেখ করেন নাই। ১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার তাঁহার জন্ম হইলে ইংরেজী তারিখ ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ হয় না—হয় ২৪ জানুয়ারি, অবশ্য রাত্রি ১২টার পর জন্মিলে স্বতন্ত্র কথা। মধুসূদনের জন্ম-সন লইয়া গোল আছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিশপ্‌স কলেজে প্রবেশকালে তাঁহার বয়স "২১" বৎসর ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু ও ভক্তগণ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তাঁহার যে সমাধি-স্তম্ভ স্থাপন করেন, তাহাতে তাঁহার জন্ম-বৎসর "১৮২৩" খ্রীষ্টাব্দ উৎকীর্ণ আছে, নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি'তে এই সমাধিলিপির যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রমক্রমে মধুসূদনের জন্ম-বৎসর "১৮২৪" মুদ্রিত হইয়াছে।

মধুসূদন নিজে এক স্থলে তাঁহার বয়সের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত *Bentley's Magazine*-এ প্রকাশার্থ রচনা পাঠাইয়া সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থলে আছে:—"I···study English at the Hindu College in Calcutta. I am now in my eighteenth year,···" (যোগীন্দ্রনাথ বসু: 'জীবন-চরিত', ৪র্থ সং. পৃ. ১১৪)। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অষ্টাদশবর্ষীয় হইলে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে অথবা ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম হইয়াছিল বলিতে হইবে।

খিদিরপুরে বড় রাস্তার উপরে একটি দ্বিতল বাটী ক্রয় করিয়া তথাকার এক জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসিরূপে গণ্য হন। তাঁহার চারি বিবাহ; মধুসূদনের জননী জাহ্নবী তাঁহার প্রথমা পত্নী। মধুসূদন পিতার একমাত্র জীবিত সন্তান ছিলেন।

মধুসূদনের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, "তিনি [রাজনারায়ণ] ব্যবহার-শাস্ত্রে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, প্রথমে তাঁহাকেই সরকারী উকীল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যোগাড়-যন্ত্র করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন" ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৩)। এই উক্তি ঠিক নহে। ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ (১ বৈশাখ ১২৫৫) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত "সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ" মধ্যে দেখিতে পাই :—

> "পৌষ [১২৫৪] :—সদর আদালতের জজেরা খাসআপীল ঘটিত মোকদ্দমায় উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সরদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরন্তু রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি কএকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন।"

রাজনারায়ণ পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। মধুসূদন প্রথমে সাগরদাঁড়ীতে মাতার নিকট থাকিয়া পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। তৎকালে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে পারস্য ভাষা শিক্ষা করার চলন ছিল, মধুসূদনও শৈশবে ফার্সী শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে খিদিরপুরে আনয়ন করিয়া কালিকাতার বিখ্যাত হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন।

ছাত্রজীবন

হিন্দুকলেজ

মধুসূদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে মধুসূদন হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। এই উক্তি ভিত্তিহীন। মধুসূদন ইহার অনেক আগেই হিন্দু কলেজে যোগদান করিয়াছিলেন।

সেকালের হিন্দু কলেজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—জুনিয়র স্কুল ও সিনিয়র স্কুল। এই দুই ভাগে সর্ব্বসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল; * জুনিয়র স্কুলে ১৩শ হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত আটটি (অর্থাৎ ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র) শ্রেণী, এবং সিনিয়র স্কুলে ৫ম হইতে ১ম পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্রেণী ছিল। জুনিয়র স্কুলে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রেরা ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করিবার পর তবে ৭ম জুনিয়র (অর্থাৎ ১২শ) শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে

---

* "হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগের পরীক্ষা।—২৭ জানুয়ারি শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল…।

…১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তিপর্য্যন্ত ছাত্রেরা"…। ('সমাচার দর্পণ', ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭)।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সং.), পৃ. ৩২।

পারিত। ৮ বৎসরের কম ও ১২ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্রকে জুনিয়র স্কুলে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত না

মধুসূদন কোন্ সালে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে, অর্থাৎ ৮ম জুনিয়র বা সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা দেখা যাক। তিনি যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়র স্কুলে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী বা ৮ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের ৭ম শ্রেণীতে (সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া ৭ম শ্রেণী, অর্থাৎ জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ২য় শ্রেণীতে) প্রবেশ করেন ও মধুসূদনকে সহাধ্যায়ি-রূপে পান। † গৌরদাস বসাকও লিখিয়াছেন যে, তিনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণী বা জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম শ্রেণীতে সহাধ্যায়ি-রূপে মধুসূদনের সহিত পরিচিত হন। ‡ তাহা হইলে মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বনিম্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে (অর্থাৎ উপর হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে) প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যে জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের সকল শ্রেণীতেই পাঠ লইয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চিত, কারণ, আমরা তাঁহাকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় শেক্সপীয়র হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি। § আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মধুসূদন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেবের সহিত ২য় জুনিয়র

* "The college is divided into a junior and senior school. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted In the latter, none are admitted above twelve, unless qualified to enter one of the senior classes. The utmost limit of admission is fourteen. The students begin in the junior school with the rudiments of English, and rise to the 7th class, by which time they have acquired a tolerable command of the English language, have mastered its grammar, have advanced in arithmetic to vulgar fractions, and have some acquaintance with the elements of geography... *Calcutta Cour.* May 16."—*Asiatic Journal*, Nov. 1832, Asiatic Intelligence, p. 115.

† ভূদেব ১৪ বৎসর বয়সে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ:— "মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত।"—'ভূদেব চরিত', ১ম ভাগ, পৃ. ৪৫-৪৬।

‡ "My acquaintance with Modhu began in 1840, when we were in the 6th Class* (*1st class, Junior Department) of the old Hindu College."—Reminiscences of Michael M. S. Datta.

§ "পুরস্কার বিতরণ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ ১৮৩৪] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।...

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল।...

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর।

ষষ্ঠ হেনরি।	...	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।
গ্লষ্টর।	...	মধুসূদন দত্ত।

—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (২য় সং), পৃ. ১৯-২০

শ্রেণীতে পড়িতেছেন, সুতরাং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৭ম জুনিয়র শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। স্কুল-কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবৃত্তি ব্যাপারে সচরাচর সুপরিচিত পুরাতন ছাত্রদেরই নির্ব্বাচিত করা হয়। এই কারণে মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বনিম্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন—এরূপ মনে করাই সঙ্গত। আরও একটি কথা, ৭ম জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জুনিয়র স্কুলের ছাত্রদিগকে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে পাঠ লইতে হইত।

মধুসূদন হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে কোন্ বৎসর কোন্ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার সুবিধার জন্য একটি হিসাব দিতেছি :—

	সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া জুনিয়র শ্রেণীর সংখ্যা	নিম্নতম শ্রেণী হইতে উপর দিকে গণনা করিয়া জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের শ্রেণীর সংখ্যা
ইং ১৮৩৩	১৩শ	সর্ব্বনিম্ন বা ৮ম
১৮৩৪	১২শ	৭ম
১৮৩৫	১১শ	৬ষ্ঠ
১৮৩৬	১০ম	৫ম
১৮৩৭	৯ম	৪র্থ
১৮৩৮	৮ম	৩য়
১৮৩৯	৭ম	২য় ... ভূদেব সহাধ্যায়ী
১৮৪০	৬ষ্ঠ	১ম ... গৌরদাস সহাধ্যায়ী

জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মধুসূদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই বৎসর সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র বৃত্তি, এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত। মধুসূদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই পরীক্ষার ফল ৭ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Hindoo College.—The annual distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindoo College took place yesterday at 10 a. m. at the town Hall,...
>
> Students who obtained Junior Scholarships.
>
> Jugdishnath Roy,. Junior Scholarship.
> Bhoodeb Mookerjee,... Do.
> Rajundernauth Mittre... Do.
> Chotarchunder Gangooly .. Do.
> Bonnomally Mittre,... Do.
> Muddoosoodun Dutt,... Do.
> Shamachurn Law,... Do.
>
> (Cited by the *Friend of India* for Jan. 13, 1842, p. 28).

বৃত্তি-পরীক্ষার ফলে মধুসূদন আট টাকা জুনিয়র-বৃত্তি লাভ করেন। ইহা গবর্মেণ্ট স্কলারশিপ ছিল না,—out-scholarship. মধুসূদন ও তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভূদেব ও শ্যামাচরণ বৃত্তি লাভ করিয়া ৫ম শ্রেণী হইতে পর-বৎসর (ইং ১৮৪২) একেবারে ২য় শ্রেণীতে

উন্নীত হন ; কিন্তু এ বৎসর তিনি জুনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার স্থলে ৩য় শ্রেণী হইতে অভয়চরণ বসু বৃত্তি পান "*vice* Mudoosoodun Dutt, failed to make reasonable progress."*

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় রামগোপাল ঘোষ, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে-দুই জন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, গুণানুসারে তাহাদের দুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুসূদন এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। রচনাগুলির পরীক্ষক ছিলেন—ইণ্ডিয়ান ল কমিশনের সভাপতি ও সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য সি. এইচ. ক্যামেরন। মধুসূদনের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, "প্রথম শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, তিনি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন।" ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৩) প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই।†

মধুসূদন হিন্দুকলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে তাঁহার রীতিমত অধিকার জন্মিয়াছিল। ছাত্রজীবনে—বিশেষতঃ সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে পঠদ্দশায় তিনি বহু ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহার কিছু কিছু 'জ্ঞানান্বেষণ' (ইংরেজী-বাংলা), *Literary Gazette*, *Literary Gleaner* প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল কবিতার অনেকগুলি তাঁহার জীবন-চরিতগুলিতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইংরেজী কবিতা রচনায় তিনি ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। মহাকবি হইবার ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এই সময় তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—"Oh! how should I like to see you write my 'Life', if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

> "ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালাভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালাভাষা অশিক্ষিতের ও বর্ব্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের ন্যায় তাঁহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাঁহার প্রিয়সুহৃদ গৌরদাস বাবুর

---

* *General Report on Public Instruction...* for 1842-43. Appendix C., p. xvi.

† "It is right here also to mention, that a Native Gentleman having offered a Gold Medal for the best, and Silver Medal for the second best Essay on Native Female Education, considered especially with reference to its effect on children of the next generation, Mr. Cameron, the Examiner, awarded the prizes thus—the 1st to Modoosoodun Dutt, and No. 2 to Bhoodeb Mookerjee of the 2nd class. The first class were unwilling to compete for these honors.—"Hindoo College Annual Report for 1842" dated "31st December, 1842." *Ibid.*, App. K, p. lxxiv.

মধুসূদনের পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাটি উল্লিখিত শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে (Appendix K, pp. xcv-xcvi) মুদ্রিত হইয়াছে।

অনুরোধে বর্ষাঋতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে acrostic বলে, কবিতাটী সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কয়টী পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে "গউর দাস বসাক" এইরূপ হইবে।…

বর্ষাকাল।

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।"

—'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত', ৪র্থ সং. পৃ. ১০০-১০১।

মধুসূদন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজে পড়িয়া হঠাৎ অন্তর্ধান করেন। তাহার পর যে ব্যাপার ঘটিল, তাহাতে মধুসূদনের হিন্দুকলেজে পড়িবার আর অধিকার রহিল না।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ

মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ২য় শ্রেণীর ছাত্র (ইং ১৮৪২), সেই সময় তাঁহার পিতামাতা এক ভূম্যধিকারীর পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহে মধুসূদনের মত ছিল না। ২৭ নবেম্বর বন্ধু গৌরদাসকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে দেখিতে পাই :—

> …You don't know the weight of my afflictions, I wish (oh ! I really wish) that somebody would hang me ! At the expiration of three months from hence I am to be married ;—dreadful thoughts ! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine ! My betrothed is the daughter of a rich zemindar ,—poor girl ! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity ! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more,—I must either be in E—d or cease "to be" at all ;—*one of these must be done !*

মধুসূদন বিবাহ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শেষে খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। খ্রীষ্টান হইলে বিবাহের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে, বিলাত গমনেরও সুবিধা হইতে পারে। তৎকালে কালাপানি উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুর জাতিনাশ হইত, কিন্তু খ্রীষ্টান হইলে মধুসূদনের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পাদরি কৃষ্ণমোহনের লিখিত একখানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই :—

I was then living in Cornwallis Square as minister of Christ Church. He called one day and introduced himself to me as a religious inquirer *almost persuaded to be a Christian.* After two or three interviews and a great deal of conversation, I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian was scarcely greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up the two questions, and while I conversed with him on the first, I candidly told him that I could lend him no help as regarded the second question. He seemed somewhat disheartened and came to me less frequently after that.*** One day I incidentally mentioned to a friend of mine, high in office, the curious case of a student of the Hindu College wishing at the same time to be a Christian and to go to England. My friend felt very much interested in the case and expressed a desire of seeing the enterprising youth. I mentioned the fact to Dutta, when I saw him next and at his own desire I gave him a note of introduction to the gentleman I have referred to. That gentleman received him very cordially and gave him every encouragement in his views, and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal.—K. L. Haldar · "Michael Madhu Sudan Dutt."—*National Magazine*, Jany. 1892, p. 85.

ইহার পর হঠাৎ এক দিন মধুসূদন নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। রব উঠিল, মধুসূদন খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। ক্রমে জানা গেল, পাছে তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ হয়, এই ভয়ে লাট পাদরির সাহায্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন, শীঘ্রই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া সহপাঠী গৌরদাস বসাক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মিশন রো-স্থিত ওল্ড মিশন চার্চ নামক ধর্ম্মমন্দিরে আর্চডিকন ডেয়াল্‌ট্রি (Dealtry) "মাইকেল" নাম দিয়া মধুসূদনকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অনুষ্ঠানে বাধাবিপত্তির আশঙ্কা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে "নির্ব্বাচিত সাক্ষী" ("Chosen Witness") ছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার পুত্রের খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণে শহরময় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রের স্তম্ভে বাহির হইল:—

THE CONVERSION AND BAPTISM OF A HINDOO YOUTH.

A student of the Hindoo College, (2d class, senior department,) named Modoosoodun Dutt, had for some time past determined to renounce the religion of his fathers and to embrace Christianity. It is very singular, that before he had actually made up his mind to take this step, he had received no clerical instruction whatever,—having been in the habit of reading books and tracts by himself A few weeks ago, he presented himself before a clergyman, in Calcutta, as a catechuman, and stated his willingness to embrace *the religion which reason, conscience, experience, all conspired to tell him was the true one.* He was shortly after introduced to the Archdeacon, who was highly satisfied with the proofs he exhibited in himself of a sound faith and a well-grounded conviction. His relations having been men of wealth and respectability, he was subjected to a great deal of annoyance and trouble.

He withstood their opposition with great firmness and continued unshaken in his determinations. A thousand rupees in Government security were sent to him, with a request, that he should immediately take his passage to England and get baptized there,—that no obloquy might be cast upon his family by his embracing Christianity on the spot. He refused to accept of the gift upon such conditions, and was baptized in the Old Church last Thursday, by the Venerable Archdeacon Dealtry. He had been accustomed to write poetry in the Hindoo College, and several of his productions were printed in the *Literary Gazette* and other periodicals. He composed a hymn on the occasion of his baptism, of which the following is a copy :—

HYMN—BY M. S. DUTT,
[A Hindoo Youth.]

I.

Long sunk in Superstition's night,
By Sin and Satan driven,—
I saw not,—cared not for the light,
That leads the Blind to Heaven ·

II.

I sat in darkness,—Reason's eye
Was shut, —was closed in me ;—
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful Sea !

III.

But now, at length thy grace, O Lord !
Bids all around me shine ·
I drink thy sweet,—thy precious word,—
I kneel before thy shrine !

IV.

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake ,—
All, all I love beneath the skies
Lord ! I for Thee forsake !

9th February, 1843. (Cited by the *Friend of India* for 16 Feby. 1843.)

বিশপ্‌স কলেজ

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুসূদনের বিলাত গমনের সুবিধা হইল না। তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন :—

...I won't go to England till December next. I am now about to come and live with or rather near to my father : I am not going to England with Mr. Dealtry ; my father won't allow that...

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও মধুসূদন পিতা-মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন, ইহাই তাঁহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই কারণে মধুসূদন শিবপুরে

বিশপ্‌স কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন; হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্রের স্থান ছিল না। রাজনারায়ণ পুত্রের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

মধুসূদনের চরিতকারেরা মধুসূদনের বিশপ্‌স কলেজে প্রবেশের সঠিক তারিখ দিতে পারেন নাই। মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বিশপ্‌স কলেজে প্রবেশ করেন নাই,—করিয়াছিলেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে। পাদরি লং তাঁহার *Hand-Book of Bengal Missions* etc., (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়—খুব সম্ভব বিশপ্‌স কলেজ রেজিষ্টার হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

List of the Students connected with Bishop's College in 1846.

Name	Date of Admission	Age. yrs. ms.	On what Endowment.
Mudhu Suden Dut	Novr. 1844	21	Lay student.

কিন্তু বেশী দিন মধুসূদনের বিশপ্‌স কলেজে থাকিয়া পড়াশুনা করা সম্ভব হইল না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কোন কারণে রাজনারায়ণ পুত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। বিশপস কলেজে তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাহাদের মুখে মাদ্রাজের কথা শুনিয়া, ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া অকস্মাৎ কয়েক জন মাদ্রাজী সহাধ্যায়ীর সহিত মধুসূদন মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন।

মধুসূদন তিন বৎসর বিশপ্‌স কলেজে ছিলেন। এখানে তিনি গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি পরবর্ত্তী কালে একখানি পত্রে বিশপ্‌স কলেজে মধুসূদনের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

I do not remember the exact date of his entry into Bishop's College. I fancy it was in the course of the year 1843.. He entered as a 'lay-student' and the college charges were paid by his father, about Rs. 60/- per month.

"Symptoms of Datta's poetical talent had appeared while he was a student of the Hindoo College. He was fond of writing English verses and at his baptism was sung by the congregation to the music of the Church organ an English hymn composed by himself for the occasion. But he never wrote anything at that time in Bengali which he affected to hold in utter comtempt as a 'patois'. He was a person of great intellectual power,—somewhat flighty in his imagination, strong in his opinions and sentiments, of an independent mind and very tenacious of personal rights. This brought him into a momentary collision with the authorities of Bishop's College about his 'dress'.

"The ecclesiastical authorities had an idea at the time that natives of India should not be encouraged to imitate the English dress—the tail coat and the beaver hat. It would have been infinitely better if they had not interfered with questions beyond their province—for it was this interference which goaded a fiery spirit like Datta's into an obstinate resistance. The collegiate costume was a black cassock and

band and the square cap. There was nothing in these things that was peculiarly English. The authorities wished him to put on a white cassock instead of black. Datta said '*either the collegiate costume or his own national dress.*' The former not being allowed Datta appeared in the latter—which was a white silk kaba with a coloured turban like the pleader's headpiece and shawl roomal worked all over. This looked too much like a fancy dress to be held as suitable for a student of Bishop's college. I did not 'intervene' as you had heard I had no right to do so, but the senior Professor consulted me on the subject saying *his dress had more colours than the rainbow.* I cannot say that they were going to strike his name off the rolls—the authorities were certainly annoyed The upshot of the thing was that Datta was allowed to wear the usual college costume which he adopted for use in college, and took to the English coat and beaver hat as his habit in society out of college.

He left college, I believe, on his father discontinuing the payment of college charges A great many students of Bishop's College were of the Presidency of Madras, and having contracted cordial friendship with some of them, Datta was induced to go with them to Madras as an adventurer."—K. L. Haldar "Michael Madhu Sudan Dutt." *National Magazine*, Jany. 1892, p. 35-36.

চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুথির পরিচয়

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, এম-এ, বি-এল, ডি-লিট

প্যারিসের Bibliotheque Nationale-এ চণ্ডীমঙ্গলের একখানি পুথি রক্ষিত আছে। ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের পত্র-সংখ্যা ১৭৬, দ্বিতীয় খণ্ডের ১২৪। এই দুই খণ্ডের নম্বর ৭৪৭, ৭৪৮ (Indien ১০২, ১০৩) পুস্তকের পুষ্পিকায় আছে—ইতি সন ১১৯১ এগার শত একানবই সাল তারিখ ২৭ আগ্রহাঅন। লিখিতং শ্রীরামদাস সেন পরগনে জাহানাবাদ নিবাস গোঘাট ॥

আরম্ভ—

৭ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ নম গনেসায় নম।

বেদান্ত দরসনে ব্রহ্মা জারে বাখানে
আনে বলে পুরুস প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি হেতু অন্তরায় পতি
তারে মোর লক্ষ প্রনাম।
বন্দো গনপতি দেবের প্রধান।
ব্যাস আদি যত কবি তোমার চরন সেবি
প্রকাসিলা আগম পুরান।
অঙ্গের বরন ছটা অজানুলম্বিত জটা
সসিকলা মুকুটমণ্ডল।
চরন পঙ্কজ রাজে কনক নূপুর শাজে
অঙ্গদ বলয়া বিভুসন।
গিরিসুত অঙ্গজনু খর্ব্ব বিবর তনু
একদন্ত কুঞ্জরবদন।
প্রনত জনের নিঘ্ন দুর কর মোর বিঘ্ন
তুব পদ করিয়া বন্দন।
অবনি লোটায়্যা কায় প্রনাম তোমার পায়
কর মোরে কৃপাবলকন।
তব পদে করি ভক্তি মুনিগণ পাইলা মুক্তি
চারি বেদে সাস্ত্রের প্রধান।
হ্রিদে জোগ পাটা সোভে অলিকুল মধু লোভে
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সুণ্ডে সোভে মাতুলঙ্গ
ফনিদন্ত ইস্থপাস করে।
সিবসুত লম্বোদর অজানুলম্বিত কর
মনে জেই তোমারে স্মঙরয়ে।
বিগলিত মদজল মধু লোভে অলিকুল
চঞ্চলিক চপল জুগলে।
দন্তাঘাত বিদারিত রিপু সোনিত
বিরাজিত সিন্দুর মণ্ডলে।
নিরন্তর জপ স্তুতি বিঘ্নরাজ গনপতি
হৈমবতী হ্রিদয়ে নন্দন।
গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ ভকতি মাগে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কন।

শেষ,—

পষু মৃগ ব্যাধে তোমারে আরাধে
জে জন না জানে এই।
অনুকম্পামই আত্মা তুমি এই
মুর্খজনে কৃপামই।
তোমা বিনু হর গৃহে একেস্বর
দুর্খ ভাবেন পাছে মনে।
চল ত্বরা করি জথা সিব পুরি
মোরে দিয়া দির্ব্ব গ্নানে।
জাহ চণ্ডগন আপন সদন
লায়েকে করিহ দয়া।
জদি থাকে রোস ক্ষেমা কর দোস
দিয়া জাহ পদছায়া।

চল পত্যাবতি আপন বসতি
চরনে মাগি মেলানি।
মন্ত্র আবাহনে আসিবে আপনে
লয়্যা নিজ ঠাকুরানি।
গায়েন বায়েন শুনে জেই জন
তাহার কল্যান করি।
লায়েকের মন করিবে পুরন
লহ কৈলাস গিরি।
রাজা রঘুনাথ শুনে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কন গান।

ইতি চণ্ডিকামঙ্গল সমাপ্ত।

মন্তব্য

উদ্ধৃত অংশের বানান সংশোধন করা হয় নাই। লিপিকব সংস্কৃত বানান সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। উদ্ধৃত অংশ হইতে পুথির মৌলিকতা প্রমাণিত হইতেছে। আরম্ভের অংশে,—

"বিগলিত মদজল মধুলোভে অলিকুল
চঞ্চলিত (চঞ্চলিক) কপোল (চপল) যুগলে।
দন্তাঘাত বিদারিত রিপু [হৃদয়] শোণিত
বিরাজিত সিন্দুর (সিন্ধুর) মণ্ডলে।"

বঙ্গবাসী কিংবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে নাই।

শেষের অংশে প্রথম শ্লোক "পষু মৃগ ব্যাধ" ইত্যাদি এবং শেষ শ্লোক "রাজা রঘুনাথ" ইত্যাদি ব্যতীত সমস্ত শ্লোক বঙ্গবাসী সংস্করণে নাই।

আমরা দেখিতেছি, পাঠের দিক্ হইতে পুথিখানির যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের সময় মূল পুথির প্রতিলিপি পাইবার সম্ভাবনা নাই। উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি আমার স্মারক-লিপির সাহায্যে লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যকমহোপাধ্যায় নিশ্চলকর

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

স্বনামধন্য চক্রপাণিদত্তরচিত "চক্রদত্ত" নামক আয়ুর্ব্বেদীয় যোগসংগ্রহের "তত্ত্বচন্দ্রিকা" টীকাই বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছে। টীকাকার শিবদাস সেন প্রায় ১৫০০ খ্রীঃ এই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, দ্রব্যগুণের টীকাশেষে শিবদাস সেন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা অনন্ত সেন গৌড়াধিপতি বার্ব্বক সাহার (১৪৫৯-১৪৭৫ খ্রীঃ) নিকট "অন্তরঙ্গ" পদবী লাভ করেন :—

> যোঽন্তরঙ্গপদবীং দুরবাপাং, ছত্রমপ্যতুলকীর্ত্তিমবাপ।
> গৌড়ভূমিপতি-বার্ব্বকশাহাৎ, তৎসুতস্য কৃতিনঃ কৃতিরেষা।

তত্ত্বচন্দ্রিকার প্রারম্ভে একটি শ্লোকে পাওয়া যায়, শিবদাস "রত্নপ্রভা" নামক প্রাচীন টীকা সংক্ষেপ করিয়া স্বগ্রন্থ রচনা করেন :—

> টীকা রত্নপ্রভা চক্রদত্ত-নির্ম্মিতসংগ্রহে।
> যদ্যপ্যাস্তে তথাপ্যেষ সংক্ষেপায় মমোদ্যমঃ। (৩য় শ্লোক)

নিশ্চলকর-রচিত এই "রত্নপ্রভা" টীকার একটিমাত্র সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, কিন্তু বিকানীর রাজপ্রাসাদের দুর্ভেদ্য গ্রন্থশালায় সুরক্ষিত এই প্রতিলিপি বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।[১] সম্প্রতি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত কিশোরীমোহন গুপ্ত, এম্-এ মহাশয়ের সৌজন্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষন্মন্দিরে এই অমূল্য গ্রন্থের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি সংগৃহীত হইয়াছে।[২] গ্রন্থের এই খণ্ডিতাংশ হইতেই বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার ইতিহাসের বহুতর মূল্যবান্ উপকরণ উদ্ধার করা যায়, এবং হিন্দু রাজত্বের অবসানকালেও বঙ্গদেশে বৈদ্যকশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থোক্ত উপকরণরাজি সংকলন করিয়া বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রন্থারম্ভ এই—

> সর্ব্বমঙ্গলসঙ্গীতং কুর্ব্বন্তু জ্ঞানদেবতাঃ।
> ব্যসনার্ণবতারিণ্যঃ কারুণ্যকরসায়নাঃ। ১

১। R. L. Mitra: *Cat. of Sanskrit Mss. of the Maharaja of Bikaner*, 1880, p. 634. পত্রসংখ্যা ৪৬১।

২। পত্রসংখ্যা ১—৪০, ৪২, ৪৪—৫৯. ৬১—৮৫, ৮৭—৮৮, ৯২-১১৫, ১১৭. ১১৯, ১২১—২৪, ১২৭, ১৩১, ১৩৩—৩৫, ১৩৭—৪০, ১৪৪, ১৪৯—৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৭, ১৮৬—২১১, ২১৪—২২০, ২২৮ (বিদ্রধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত)।

পঞ্চভূতপ্রপঞ্চেন পঞ্চগোচরচারিণে।
(প)ঞ্চাত্মপঞ্চবক্ত্রায় নিষ্প্রপঞ্চাত্মনে নমঃ। ২
লক্ষ্মীং লক্ষ্মীমিব স্তৌমি জননী * * *
* * * * তাতং সদানন্দকরং ততঃ। ৩
ভবন্তু দুর্জ্জনা মূকা বাবদূকাশ্চ সজ্জনাঃ।
সর্ব্বদা কুমুদশ্বেনী বাগ দেবী নঃ প্রসীদতু। ৪
আয়ুর্ব্বেদগুরৌ স্বর্গং গতে বিজয়রক্ষিতে।
চক্রসংগ্রহরত্নস্য কুবোধমলিনত্বিষঃ। ৫
(তন্ত্রান্তরগুণাকর্ষ-শুক্তি-) (ভ্রমি)ঘর্ষণাৎ।
শ্রীনিশ্চলকরেণাস্য প্রভা তস্য প্রকাশ্যতে। ৬
অয়ি রত্নপ্রভে পুত্রি সদা করকুলাশ্রয়ে।
নিঃশঙ্কমকলঙ্কেন ভজস্ব ভিষজাং বরং। ৭
যোগব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেন লেখ্যং যো……।
………………. . সিদ্ধং চ নাম চ। ৮

ইহ হি সকলবৈদ্যকুলমৌলিমালামাণিক্যমার্জ্জিতচরণনখমণিঃ শ্রীচক্রপাণিদত্তো বিদ্বদ্বিদিতচরকচতুরাননো বহুশ্রুতপরিশ্রুতস্য…স্বকমেব চিকিৎসকবুভুৎসা-প্রারিপ্সিতগ্রন্থসন্দর্ভারম্ভে গুরুপরম্পরাপরিপ্রাপ্তং নিষ্প্রত্যূহকারকং নমস্কারমকার্ষীৎ —গুণত্রয়বিভেদেনেত্যাদি।

জ্বরপ্রকরণের শেষে পুষ্পিকা ও সমাপ্তিবাক্য পাওয়া যায় :—

তত্ত্বাকাবিচারতত্ত্বপদবীশ্রীক্ষাগতিঃস্মারকো (?)
ব্যাখ্যাবৃত্তিভূদাত্মবৎসলতয়া বন্ধুর্নিবন্ধো মম।
বৈদ্যৈর্বৈদ্যকমমচর্বণচণৈঃ প্রাণৈঃ পরার্থব্রতৈ
বক্ষ্যোযং খলসর্পদর্পদশনাৎ স(দ্ভ্যো)রিহ প্রার্থয়ে।
বাগ্‌রে বিশুদ্ধহৃদয়ে সদয়ে প্রসীদ
সংপ্রার্থয়ে মম গিরোঽত্র গভীরচক্রে।
অন্তর্বিশন্তু বিলসন্তু পরিভ্রবন্তু
তন্বন্তু (পূর্ব্ব-) ভিষজাং প্রকিরন্তু কীর্ত্তিং।

ইত্যান্তঃপুরবৈদ্য-বৈদ্যকমহোপাধ্যায়-শ্রীনিশ্চলকৃতৌ রত্নপ্রভায়াং চক্রসংগ্রহতাৎ-পর্য্যটীকায়াং জ্বরাধিকারঃ। (৫০খ পত্র)

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়, গ্রন্থকারের নাম "নিশ্চল" ও কুলোপাধি "কর" এবং তিনি শৈব ছিলেন। বিখ্যাত টীকাকার বিজয় রক্ষিত তাঁহার আয়ুর্ব্বেদগুরু এবং গ্রন্থ-রচনাকালে তিনি স্বর্গত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বতন ভিষক্‌গণের কীর্ত্তি বিস্তার করার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থের সর্ব্বত্র প্রায় অগণিত বৈদ্যক গ্রন্থকারগণের মত ও সন্দর্ভ খণ্ডন-মণ্ডনার্থ নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবদাস সেন এই সুবিস্তৃত টীকার সারসংক্ষেপ করিতে গিয়া বহু স্থলেই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম পরিত্যাগ করিয়া মূল্যবান্ ঐতিহাসিক উপকরণের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি,—

যচ্চ "দ্রব্যগুণে" মাধবকরেণ পেয়াবিলেপীগুণং পঠিত্বা লিখিতং
"তৃষ্ণাপনয়নী লঘ্বী দীপনী বস্তিশোধনী। জ্বরে চৈবাতিসারে চ যবাগূঃ সর্ব্বদা হিতা" ইতি
(ত)চ্চ সামান্যগুণাভিপ্রায়াদ্বোধ্যং চরকাদৌ সামান্যক্ষীরাদিগুণবৎ, এতদবলেপি পেয়াং
বিলেপ্যামিত্যাদি লিখিতমিতি। * * * অন্নমিত্যাদি। যবাগূরত্র পেয়া বোধ্যা।

"যোগরত্নাকরে" সূদশাস্ত্রপরিচ্ছেদে বিদ্যামহারত্ন-শ্রীভব্যদত্তেন

মণ্ড এব পেয়াকাপত্বেন পঠাতে চতুর্দ্দশগুণ ইতি বির(?)নাং। তথাহি, চতুর্বিধং ভবেন্তক্তং
জলদানপ্রমাণতঃ। তত্র ভক্তং বিলেপীচ যবাগূঃ পেযগা সহ। পঞ্চগুণজলে ভক্তং
বিলেপী চ চতুর্গুণে। যবাগূঃ ষড়্গুণে তোয়ে চতুর্দ্দশগুণেঽপরমিতি। (১৫ক)

উদ্ধৃতাংশ প্রায় অবিকল শিবদাস সেন নিশ্চলের নাম না করিয়া স্বগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অথচ যোগরত্নাকরের রচয়িতার নামটি বাদ দিয়াছেন।[৩]

চরক, সুশ্রুত, ভেলাচার্য্য, কৃষ্ণাত্রেয়, জাতূকর্ণ প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাকারগণের নাম বাদ দিয়া আমরা নিশ্চলকরের প্রমাণপঞ্জী বর্ণানুক্রমে এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

অমিতপ্রভ (২৩, ২৪, ৬৯, ৭৮ প্রভৃতি পত্রে)
অমৃতঘটা (২ক পত্র)
অমৃতমালা (১৫০, ১৯৭)
অমৃতবল্লী (৬৪, ১০৪, ২১১)
অমৃতসার (৭২ ক)
অমোঘজ্ঞানতন্ত্র (১১৭ খ)
অশ্ববৈদ্যক (১৩৩ ক)
আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ (২ খ)
আয়ুর্ব্বেদসার (২৪ ক)
ইন্দুমতী (বাভটটীকা, ৯৪, ৯৯ প্রভৃতি)
ঈশানদেব (১২, ১৩ প্রভৃতি)
ঈশ্বরসেন (২১ ক, ১১৯ ক প্রভৃতি)
কপিল (২১)
কর্ম্মদণ্ডী (জিনদাস রচিত, ১৩, ২৬)
কর্ম্মমালা (গোবর্দ্ধন রচিত যোগশতটীকা, ৬৯ ক, ৮৭ ক, ১৮৬ ক)
কলহদাস (পরিভাষা, ২২ ক)
কল্যাণসিদ্ধি (৯২ ক, ৯৫ খ)
কাঙ্কায়ন (১৫৭ ক)
কার্ত্তিককুণ্ড (২ প্রভৃতি বহু স্থলে)
কাশ্মীরাঃ (৬৫, ৮৭, ১৯৫, ২০০)
কৌমুদী (গোবর্দ্ধনরচিত, ২১১ ক)
খণ্ডখাদ্য (৭২ ক)
গদাধর (২১ প্রভৃতি)
গন্ধতত্ত্ব (১৪৪ খ)
গয়দাস (৯৭, ১৫০ ক)
গোপতি (৯৪ খ)
গোপুররক্ষিত (১৯ খ)
গোবর্দ্ধন (১৪ প্রভৃতি বহু স্থলে)
গুরবঃ (৪২, ৫৯, ৭৫, ১০৬)
চক্র বা চক্রপাণি (বহু স্থলে)
চক্ষুঃ সেন (১৩১ ক, ২১৪ ক)
চন্দ্রকলাটীকা (৫৫ খ)
চন্দ্রট (প্রায় প্রতি পত্রে)
চন্দ্রিকা (২ প্রভৃতি, বহু স্থলে)
চরকপরিশিষ্টকার (৩০ ক)
চিকিৎসাকলিকা (২০১ ক)
চিকিৎসাতিশয় (৬৯ খ, ১০৯ খ)
চিকিৎসাশ্রয় (১৫০ খ)
জিনদাস (৮, ১৩ প্রভৃতি)

৩। চক্রদত্ত, দেবেন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ, ৮-৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। শিবদাস গ্রন্থমধ্যে অতি অল্প স্থলেই (পৃঃ ১৯, ২৯, ৬৯, ১২৩ প্রভৃতি) নিশ্চলের নাম করিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু নিশ্চলের উদ্ধৃতাংশ বাদ দিলে তাঁহার গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নিশ্চলকরের গুরু বিজয়রক্ষিত এবং সতীর্থ শ্রীকণ্ঠদত্ত সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। উদ্ধৃত প্রমাণপঞ্জীতে বহুতর গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম রহিয়াছে, যাহার উল্লেখ বিজয়রক্ষিতের নিদানটীকায় এবং শ্রীকণ্ঠদত্তের বৃন্দটীকায় পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত কয়েকটি মাত্র নাম নিশ্চলকরের গ্রন্থাংশে নাই।[৪]

উদ্ধৃত গ্রন্থকারদের অনেকেই বাঙ্গালী ছিলেন সন্দেহ নাই। যাঁহাদের সম্বন্ধে নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল।

গদাধরদাস

সুশ্রুতের টীকাকার গদাধরের নাম নিদানটীকা ও বৃন্দটীকা হইতে সুপরিচিত। নিশ্চলকরের একটি পঙ্‌ক্তি হইতে প্রমাণ হয়, তিনি চক্রপাণির পরবর্ত্তী ছিলেন :—"এলাচেত্যাধিকং ক্রতে চক্রোদিতাৎ গদাধরঃ" (১৩৯খ পত্র)। এক স্থলে নিশ্চলকর তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ও পদবী উল্লেখ করিয়াছেন :—*"ইত্যন্তরঙ্গগদাধরদাসস্য রাজপ্রসারণীপাকক্রমঃ"* (১৪০ক)। "অন্তরঙ্গ" গদাধর বাঙ্গালী ছিলেন ধরা যায়। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১১০০-১১২৫ খ্রীঃ) বিদ্যমান ছিলেন। "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে "বৈদ্যগদাধর"-রচিত বহুতর কবিত্বপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ অভিন্ন।

গয়দাস

চরকের টীকাকার গয়দাসের নামও ডল্লনাচার্য্য, বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠদত্তের গ্রন্থ হইতে সুপরিচিত। গন্ধতৈলপ্রকরণে নিশ্চলকর ইঁহার মতোদ্ধারকালে নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

> অনুক্ততৈলদ্রব্যাণাং মিত্রমধ্যারিভেদতঃ।
> সাংপ্রতঞ্চ তথা মানং নিবধ্নীমো যথাবিধি॥

* * *

৪। **নিদানটীকা** (নির্ণয়সাগর, ৪র্থ সং) :—মৈত্রেয় (১ পৃঃ) বররুচি (বৈয়াকরণ, ৪ পৃঃ), পূর্ব্বটীকাকারৈরাষাঢ়-ধর্ম্মদাসাদিভিঃ (পৃঃ ১৯), আলম্বায়ন (পৃঃ ৩২৭), করবীরাচার্য্য (৫৫), করাল (২৭৯), কল্যাণবিনিশ্চয় (২৯২, ৩০৩), গুণাকর (৬৭), নাগার্জ্জুনকৃত আরোগ্যমঞ্জরী (৭০), সূক্তিমুক্তাবলী (৩৩৩), হিরণ্যাক্ষ (৩১০, ৩২২)।

বৃন্দটীকা (আনন্দাশ্রম, পুণা) :—**ডল্লণ** (বহুতর স্থলে), সোম (টীকাকার ৬০৬, ৬১০ প্রভৃতি), **বঙ্গসেন** (১৩২), ব্রহ্মদেব (৯,১২ প্রভৃতি), চন্দ্রনন্দন (১১১, ১৩৩, ৫৪১), **হেমাদ্রি** (১৭, ১১১, ১৬৫, ১৫৯, ৬৫৯-৬০), **অরুণদত্ত** (১১১, ৫১৭, ৬৫৯), মুনিদাস (১৪৫), গয়ী (২৮৮, ৩৩৩, ৪০৪, ৫২৩ প্রভৃতি), পঞ্জিকা (৪৩৯), লক্ষ্মণ (৫২৯), জীবদত্ত (৬২৬), ভগদত্ত (৬৩৩)।

তত্র, মিত্রাণাং সকলো ভাগো মধ্যমানাং তদৰ্দ্ধিকং ।
শত্রূণাং পাদিকশ্চেতি মানমেবং ত্রিধা মতং।
বালানাং তৈলপাকায় যুক্তো দ্রব্যবিনিশ্চয়ঃ।
মালঞ্চকীর্ত্তিতস্ত(স্মা)ত্তথাশাস্ত্রসমুদ্ভবং ॥
বৈদ্যশ্রীগয়দাসেন গন্ধশাস্ত্রানুসারতঃ।
মিত্রমধ্যারিভেদোয়ং যথাজ্ঞেন নিদর্শ্যতে।

*   *   *

ইত্যেতৎ, গৌড়েশ্বরান্তরঙ্গশ্রীগয়দাসেন দর্শিতঃ।
সুগন্ধিতৈলপাকার্থং বালানা(ং) গন্ধযোজনং।
অত্রাপ্যন্যগন্ধতৈলবিধানমপরং পুনঃ।
পাকার্থং সুধিয়াপ্যূহ্যং সূত্রমাত্রমিদং পুনঃ।
ইতি কশ্চিৎ।
(বাতব্যাধিবিবরণের শেষে, ১৪৯ খ—১৫০ ক পত্র)

এতদনুসারে গৌড়েশ্বরের "অন্তরঙ্গ" গয়দাস বাঙ্গালী ছিলেন এবং সুবিখ্যাত "মালঞ্চ" সমাজের একজন প্রাচীন কর্ণধার ছিলেন প্রতিপন্ন হয়। বর্ত্তমানেও "মালঞ্চ"ই নিখিলবঙ্গ-দেশীয় বৈদ্যকুলীনদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলস্থান বলিয়া পরিচিত। ধন্বন্তরিগোত্রীয় বীজী পুরুষ বিনায়ক সেন সর্ব্বপ্রথম "কাঞ্চীশা" নগরী হইতে গঙ্গাতটস্থ "মালঞ্চে" আসিয়া,

গৌড়ক্ষ্মাপতিনা স এব ভিষজাং শ্রেষ্ঠৈঃভিষিক্তঃ কৃতী
তস্মাৎ প্রাপ গজং তুরঙ্গকনকছত্রঞ্চ রত্নং ধনম্। (চন্দ্রপ্রভা, ২২ পৃঃ)

ভরতমল্লিক (১৬৭৫ খ্রীঃ) বিনায়ক সেনের অধস্তন ১৪ পুরুষ পর্য্যন্ত নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদনুসারে বিনায়ক সেনের অভ্যুদয়কাল লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষভাগে প্রায় ১২০০ খ্রীঃ নির্ণীত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। সুতরাং বিনায়ক সেনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই "মালঞ্চ" সমাজ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল প্রমাণ হইতেছে। গয়দাসের "দাস" সম্ভবতঃ কুলোপাধি এবং তিনি অনুমান ১১০০ খ্রীঃ লোক হইবেন।

শ্রীকণ্ঠদত্তের বৃন্দটীকায় গয়দাস হইতে পৃথক্ "গয়ী" নামক এক গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। নিশ্চলকর কিম্বা বিজয় রক্ষিত তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি ভোজের পরবর্ত্তী (বৃন্দটীকা, ৫৯৩-৪ পৃঃ) এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক একজন গ্রন্থকার। তিনি সেনবংশের অন্যতম বীজী পুরুষ "গয়ীসেন" হইতে (চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৯, ১৭৪-৯৪) অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন।

চক্রপণি দত্ত

চক্রপাণি স্বগ্রন্থের শেষে নিজের কুলপরিচয়াদি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি শিবদাস সেনের ব্যাখ্যানুসারে "লোধ্রবলী-সংজ্ঞক-দত্তকুলোৎপন্ন" ছিলেন এবং তাঁহার পিতা নারায়ণ গৌড়াধিনাথ "নয়পালদেবের" মন্ত্রী ছিলেন। শিবদাস সেনের পক্ষে ৪০০।৫০০ বৎসর পরে

চক্রপাণির পিতার পৃষ্ঠপোষক রাজার প্রকৃত নামটি পরিজ্ঞাত হওয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং অনুমান হয়, এখানেও তিনি নিশ্চলকরের "রত্নপ্রভা"র ব্যাখ্যারই অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন। ভরতমল্লিক "চন্দ্রপ্রভা" গ্রন্থে "পঞ্জিকান্তর" হইতে বারেন্দ্রবৈদ্যসমাজের গোত্র ও কুলস্থান নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে "শাণ্ডিল্য"গোত্রীয় দত্তবংশের অন্যতব কুলস্থান "লোধ্রবলী"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়:—

"বটগ্রাম-লোধ্রবল্যৌ শাণ্ডিল্যো দত্ত-পত্তনে।" (৮ পৃঃ)

চক্রপাণিব অভ্যুদয়কাল অনুমান ১০৫০ খ্রীঃ বলিয়া গৃহীত হয়।[৫] আমাদের অনুমান, একাদশ শতাব্দীব শেষপাদে (১০৭৫-১১০০ খ্রীঃ) তিনি গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। নয়পালদেবের রাজত্বকাল প্রায় ১০৩৬-১০৫০ খ্রীঃ মধ্যে। নিশ্চলকর চক্রপাণির গ্রন্থের প্রায় সমস্ত বচন প্রাচীন কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্ণয় কবিয়াছেন। এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"অত্রেদং বাক্যং ন জ্ঞায়তে কস্য তন্ত্রস্য, চরকস্যৈবাপ্রতিস্কৃতং সংক্ষেপার্থং।" (১৯৪ ক)

অন্যত্রও আছে,—

"চন্দনাদ্যমিত্যাদি (চক্রদত্ত, পৃঃ ৫২) **সংগ্রহকৃতঃ।**" (৪৬ ক)

কাশাধিকারের দশমূলষট্‌পলকঘৃতের বচনটী (পৃঃ ১৬৮) চক্রপাণি ভোজরাজের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া নিশ্চলকব লিখিয়াছেন:—"দশমূলীত্যাদি **ভোজভূপস্য**" (১০১ক পত্র)। মালববাজ ভোজদেবেব রাজত্বকাল প্রায় ১০১০-১০৫৫ খ্রীঃ বটে। সুতরাং চক্রপাণিব অভ্যুদয়কাল ঐ শতাব্দীব চতুর্থ পাদে নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত। চক্রপাণি যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অমিতপ্রভ, আয়ুর্ব্বেদসার, চক্ষুঃসেন, চিকিৎসাতিশয়, বিন্দুসার, ভদ্রবর্ম্মা, ভোজ, যোগশত, রত্নমালা, বাভট, সিদ্ধযোগ, সিদ্ধসার, ও হরমেখলা উল্লেখযোগ্য।

চক্রপাণি দত্ত হইতে পৃথক্ অপর একজন **"চক্রদত্ত"** *ছিলেন, তিনি বৃন্দটীকাকাব শ্রীকণ্ঠদত্তের পুত্র। এই দ্বিতীয় চক্রদত্তের পৌত্র* **"পুরুষোত্তম"** *স্বরচিত* **"দ্রব্যগুণ"** *গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন:—*

বৃন্দস্য মাধবকরস্য চ সংগ্রহেষু
ব্যাখ্যাকরঃ সকলজীবিতবেদবিজ্ঞঃ।
শ্রীকণ্ঠদত্ত ইতি যঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং
তেনাত্মরূপতনয়োঽ(জ)নি চক্রদত্তঃ।
চক্রস্য পৌত্রোপি চ মাধবস্য
পুত্রো হরের্ধা (?) বিমলা প্রসূতিঃ।

৫। P. C. Roy: *Hist. of Hindu Chemistry*, Vol. I, p. LIV.

শ্রীহট্টের সম্রান্ত দত্তবংশের আদিপুরুষ গৌতমগোত্রীয় রাঢ়ীয় চক্রপাণি দত্তকে অভিন্ন মনে করার কোনই প্রমাণ নাই। বসন্তকুমার সেনগুপ্ত-রচিত "চক্রপাণি দত্ত" গ্রন্থে যে সকল যুক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা বিচারসহ নহে।

জগদ্ধিতার্থং পুরুষোত্তমোসৌ
সংক্ষেপতো দ্রব্যগুণং বিধত্তে।

(Stein's *Jammu Cat.*, pp. 348-49)

এতদনুসারে শ্রীকণ্ঠদত্ত মাধবকরের যোগসংগ্রহের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন জানা যাইতেছে। এই দ্বিতীয় চক্রদত্তের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পড়িবে।

ত্রিলোচনদাস

নিশ্চলকর এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের একটিমাত্র সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার জন্মস্থানের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চক্রপাণির একটি মতের বিরুদ্ধে

"অত্র **রাঢ়ীয়বৈদ্যোপাধ্যায়ঃ প্রাজ্ঞস্ত্রিলোচনদাস**স্ত্বাহ 'বিভক্ত্যন্তত্বেপি পৃথক্‌পদাদ্যবাদীনাং প্রত্যেকং প্রয়ুজ্যমানানাং কার্য্যঃ অতোঽষ্টৌ প্রশ্না' ইতি, বিভক্ত্যন্তত্বমাত্রস্য ব্যভিচারাৎ।' (১৩৪ ক)

এই ত্রিলোচনদাসই কলাপব্যাকরণের বিখ্যাত পঞ্জীকার সন্দেহ নাই। নিশ্চলকর যেরূপ গৌরব সহকারে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, উভয়ে প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতে ভবদাস-বংশীয় অপর এক ত্রিলোচনদাস কলাপের "উত্তর-পরিশিষ্ট" রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ "পঞ্জীকার" বলিয়া উল্লেখ করেন।

বকুলকর

বিজয়রক্ষিত (৭২ ও ১৩০ পৃঃ) এবং শ্রীকণ্ঠদত্ত (বৃন্দটীকা, ২৬, ৩৬, ১৯০ পৃঃ) মাত্র পাঁচ স্থলে এই গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নিশ্চলকরের গ্রন্থাংশে ৮৫ বার তাঁহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটি স্থল উদ্ধৃত হইল :—

"সুশ্রুতে নিদানে **গদাধরেণোক্তং,** পিত্তকফস্য হরিদ্রাচূর্ণসংযোগবৎ বিসদৃশং কার্য্যং জনয়তি। বায়োস্তু স্বসদৃশকার্য্যজনকত্বাদ্বাতব্যাধয় উচ্যন্তে ন পিত্তকফব্যাধয় ইতি। এতচ্চান(ব)দ্যবৈদ্যবিদ্যাবিনোদিত-বিবিধ-বিদ্বদ্‌বৃন্দারক-**মহোপাধ্যায়-শ্রীবকুলকরস্য** ন কথংচিদপি সম্মতিবাটীকাটিঘটনামাটীকতে। তথা হি যদি সর্ব্ব এব বাতব্যাধয়ঃ সদৃশলিঙ্গাঃ কিমর্থং তর্হি চরকাচার্য্যেণ...। (১২৪ পত্র)

উদ্ধৃত বচন হইতে প্রমাণ হয়, "কর"কুলোৎপন্ন বকুল নিশ্চলকরের অনতিপূর্ব্ববর্ত্তী একজন পরম প্রমাণস্বরূপ ছিলেন এবং সম্ভবতঃ এক বংশীয় বলিয়াই নিশ্চলকর মধুরভাষায় এ স্থলে তাঁহার শ্রদ্ধাতর্পণ করিয়াছেন। নিশ্চলকরের গ্রন্থের অন্যান্য পংক্তি হইতে প্রমাণ হয়, বকুলকর চক্রপাণি এবং ভব্যদত্তের পরবর্ত্তী ছিলেন এবং উদ্ধৃতাংশে তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত গদাধরেরও পরবর্ত্তী প্রমাণিত হইতেছেন। সুতরাং খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১১৫০ খ্রীঃ) তাঁহার কালনির্ণয় করা যায়।

বিজয়রক্ষিত

মাধবনিদানের মধুকোষ টীকার শেষাংশ, সম্ভবতঃ বিজয়রক্ষিতের জীবদ্দশায়ই, তদীয় শিষ্য শ্রীকণ্ঠদত্ত রচনা করেন। গ্রন্থশেষে শ্রীকণ্ঠ বিজয়রক্ষিত রচিত "সূক্তিমুক্তাবলী" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৩৩৩)। নিশ্চলকরের উক্তি হইতে প্রমাণ হয়, বিজয়রক্ষিত অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন :—

> বিস্তরস্তু রক্ষিতপাদৈরেব কষায়প্রকরণে প্রপঞ্চিতঃ। (১৩ ক)
> রক্ষিতপাদৈস্তু কুড়বদ্বৈগুণ্যার্থং প্রকরণমেব প্রণীতং তদেব নিরীক্ষণীয়মিতি। (৬৯ ক)

বিকানীর-রাজের পুথিশালায় রক্ষিত নিদানটীকার ১৫৩৬ শকের একটি প্রতিলিপির শেষে নিম্নলিখিত পুষ্পিকা দৃষ্ট হয় :—

> ইতি শ্রীমদারোগ্যশালীয়-বৈদ্যপতি-বিজয়রক্ষিতবিরচিতো ব্যাখ্যামধুকোষঃ সমাপ্তঃ শাকে ১৫৩৬। ৬

"রক্ষিত" উপাধিধারী বৈদ্য বঙ্গদেশের বাহিরে ছিল, এরূপ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজয়রক্ষিত চরকের "কাশ্মীর" পাঠের পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২৮, ৮৬, ১০৩ পৃঃ)। সুতরাং তিনি কাশ্মীরী ছিলেন না নিশ্চিত। তিনি এবং তদীয় শিষ্য শ্রীকণ্ঠ কতিপয় স্থলে প্রাদেশিক শব্দোল্লেখ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৬৪, ৮৬, ১০২, ১৭২, ২৪০, ২৪৪, ২৪৭-৮, ২৫০-৫১, ২৫৪, ২৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থকারের জন্মস্থান নির্ণয়ে তদ্দ্বারা সাহায্য পাওয়া যাইবে। আমরা দুইটি স্থল উল্লেখ করিলাম :

> বিম্বী ওষ্ঠোপমফলা, 'তেলাকুচা' ইতি লোকে খ্যাতা। (৬৪ পৃঃ)
> চিপিটি'শ্চিড়া' ইতি খ্যাতঃ। (২৪০ পৃঃ)

"রক্ষিত" বংশীয় গোপুররক্ষিত নামক অপর একজনের নামও নিশ্চলকর উল্লেখ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন বলাই যুক্তিযুক্ত।৭

৬। R. L. Mitra : *Bikaner Catalogue*, p. 649

৭। উল্লিখিত প্রমাণসত্ত্বেও বিজয়রক্ষিত প্রভৃতিরা বাঙ্গালী ছিলেন কি না সন্দেহ; ইহাই ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের অভিমত (*Indian Culture*, vol. IV, p. 275)। অথচ তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন না, এইরূপ কোন বিরুদ্ধ প্রমাণও স্পষ্ট আবিষ্কার করিতে তিনি পারেন নাই। কোন সংস্কৃতগ্রন্থকারকে পরোক্ষপ্রমাণবলে বাঙ্গালী বলিলেই কয়েক বৎসর যাবৎ ডাঃ দে মহাশয় শাসনবাণী প্রচার করিয়া অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার সতর্কতা প্রশংসনীয় হইত, যদি তিনি স্বয়ং পুঁথির আবিষ্কারস্থানরূপ ক্ষীণ সূত্র ধরিয়াই অগ্নিপুরাণের 'প্রাচ্যত্ব' (eastern origin) নির্দ্দেশ করিতে কিম্বা একটি সংদিগ্ধার্থ শ্লোকার্দ্ধের প্রমাণবলে হস্তিনীগর্ভজাত পালকাপ্যমুনিকে বাঙ্গালী বলিতে অগ্রসর না হইতেন (D. R. Bhandarkar vol., 1940, pp. 73-74)।

বৃন্দকুণ্ড

চক্রদত্তের শেষ-শ্লোক হইতে জানা যায়, চক্রপাণির পূর্ব্বে (বঙ্গদেশে) বৃন্দরচিত "সিদ্ধযোগ"ই প্রসিদ্ধ সংগ্রহগ্রন্থ ছিল। বৃন্দকুণ্ডের "কুণ্ড" কুলোপাধি সন্দেহ নাই। ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন :—

কুণ্ড-বংশে বৃন্দকুণ্ডো বীজী বৈদ্যকশাস্ত্রকৃৎ।
স ভরদ্বাজসম্ভূতো বঙ্গভূমিকৃতাশ্রয়ঃ। (চন্দ্রপ্রভা, ২১ পৃঃ)

ভবতমল্লিকের সময়েও সম্ভবতঃ বৃন্দকুণ্ডের বংশধর বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যমান ছিলেন। আপাততঃ বৃন্দকুণ্ডের অভ্যুদয়কাল ১০০০ খ্রীঃ নির্ণয় করা যায়।

এতদ্ভিন্ন "কুণ্ড"বংশীয় কার্ত্তিককুণ্ডও বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া ধরা যায়। তিনি বকুল করের পূর্ব্ববর্ত্তী (নিদানটীকা, ৭২ পৃঃ) এবং শ্রীকণ্ঠদত্তের মতে বৃন্দেরও পূর্ব্ববর্ত্তী (বৃন্দটীকা, ১৬২ পৃঃ)। নিশ্চলকরের একটি বচনের ভঙ্গী হইতেও তাঁহাকে বৃন্দের পূর্ব্বে স্থাপন করা যায়—"জেজ্জড-কার্ত্তিককুণ্ড-বৃন্দকুণ্ডাদিপণ্ডিতৈঃ" (২০ খ)। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ দশম শতাব্দীর লোক।

গোবর্দ্ধন নামক চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী এক মহাপণ্ডিতের বহু গ্রন্থ হইতে নিশ্চলকর বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "তন্ত্রপ্রদীপ" নামে আয়ুর্ব্বেদীয় একটি গ্রন্থ ছিল (শিবদাসকৃত চক্রদত্ত-টীকা, ৬৩১ পৃঃ), তদুপরি গোবর্দ্ধন-রচিত "বৃহত্তন্ত্রপ্রদীপটীকা," তদ্রচিত "বৈদ্যসার", "রত্নমালা" ও "ন্যায়সারাবলী" নামক নিবন্ধ এবং যোগশতের উপর "কর্ম্মমালা" নামক টীকা নিশ্চলকর উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যত্র গোবর্দ্ধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চক্রদত্তে "রত্নমালার" বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৫৪ ক)॥

পূর্ব্বে আমরা **ভব্যদত্তের** নামোল্লেখ করিয়াছি। তিনিও নিশ্চলকরের একজন পরম প্রমাণস্বরূপ ছিলেন, যদিও বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠদত্ত তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। ভব্যদত্তের "বৈদ্যপ্রদীপ" ও "যোগরত্নাকর" নামক নিবন্ধদ্বয় হইতে নিশ্চলকর বহুবার মতোল্লেখ করিয়াছেন। কতিপয় স্থলে শুদ্ধ "ভব্য" নাম উল্লিখিত হওয়ায় বুঝা যায়, "দত্ত" তাঁহার কুলোপাধি এবং তদনুসারে তাঁহাকে বাঙ্গালী ধরা যায়।

স্বনামখ্যাত **মাধবকরের** 'নিদান' ব্যতীত "দ্রব্যগুণ" ও "যোগব্যাখ্যা"র উল্লেখ নিশ্চলকরের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় (৬৮-৬৯ পত্র)—এক স্থলে "স্বল্পযোগব্যাখ্যা"ও লিখিত হইয়াছে (১৯৭ খ পত্র)। নিশ্চলকর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, মাধবকর "জেজ্জড়ে"র পরবর্ত্তী ছিলেন :—

"জেজ্জড়মতানুযায়ী যোগব্যাখ্যায়াং মাধবকরঃ" (৬৮ খ)

গোবর্দ্ধন এক স্থলে মাধবাদির ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া জেজ্জড়মত গ্রহণ করিয়াছেন :—

"তত্র কৌমুদ্যাং গোবর্দ্ধনঃ পুনরাহ 'যন্মাধবাদিভির্ব্যাখ্যাতং তন্ন শোভনং'। (২১১ ক)

"কর"বংশীয় মাধবকরকে বহুকাল যাবৎ বাঙ্গালী এতদ্দেশীয় বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছে এবং অনেকেই তাঁহাকে নিজ নিজ বংশের আদিপুরুষ বলিয়া ধরেন। তাঁহার জন্মভিটিও

প্রদর্শিত হইয়া থাকে।[৮] তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না, এরূপ কোন প্রমান এখনও পাওয়া যায় নাই।

নিশ্চলকর এক স্থলে **"সন্ধ্যাকর"** নামক এক পণ্ডিতেব উল্লেখ করিয়াছেন। এই নামটি অত্যন্ত বিরলপ্রচার সন্দেহ নাই। "রামচরিত"কাব সন্ধ্যাকর নন্দী হইতে তিনি অভিন্ন হইতে পারেন।

নিশ্চলকর কোন্ দেশীয়?

নিশ্চলকর ভারতীয় গ্রন্থকারগণেব সাধারণ প্রকৃতি অনুসরণ কবিয়া গ্রন্থবচনার দেশকাল উল্লেখ করেন নাই, গ্রন্থশেষে উল্লেখ কবিলেও তাহা অজ্ঞাত এবং অন্য কোন গ্রন্থেও এবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। আমবা নিম্নলিখিত পবোক্ষ প্রমাণবলে তাঁহাকে বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিতেছি। যে মূল গ্রন্থের উপর তিনি টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন প্রাচীন সংহিতা নহে, পবন্তু বাঙ্গালী-রচিত একটি অর্ব্বাচীন সংগ্রহগ্রন্থ এবং নিশ্চলকরের নাম ও গ্রন্থ একমাত্র বাঙ্গালী শিবদাস সেনই উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য কোন গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। চক্রদত্তের উপর টীকাটীপ্পনী রচনা বঙ্গদেশের বাহিরে হওয়ার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়তঃ, 'নিশ্চলকর' এই সমাস-বদ্ধ সমগ্র পদটি তাঁহার নাম নহে, "কর" তাঁহার কুলোপাধি, "করকুলান্বয়ে" তাঁহাব গ্রন্থের প্রচার প্রার্থনা করিয়া তিনি স্বয়ং তাহা ব্যক্ত কবিয়াছেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বৈদ্যসমাজে "কর"বংশের বিবরণ ভরতমল্লিক "চন্দ্রপ্রভা" গ্রন্থে (পৃঃ ৭-৯ ও ২১) দিয়াছেন; বঙ্গের বাহিরে কর-পদ্ধতি বৈদ্যবংশের অস্তিত্ব সপ্রমাণ নহে। তৃতীয়তঃ, নিশ্চলকব দুই এক স্থলে পৃথক্ "রাঢ়ীয়" মতের উল্লেখ করিয়াছেন:

রাঢ়ীয়াস্ত্বাহুঃ ক্ষীরদধ্যাদিসাধনবিষয়েয়মিতি…তন্নেতি **বকুলঃ**। (৪২ খ)

বঙ্গের অবান্তর দেশভাগেব উল্লেখ বিদেশীয় গ্রন্থে থাকা সম্ভব নহে। "গৌড়েশ্বরান্তরঙ্গ" গয়দাস এবং "রাঢ়ীয়" ত্রিলোচনদাসের দেশনির্দ্দেশও নিশ্চলকরের বঙ্গদেশে জন্ম সূচনা করে। চক্রদত্তে (১৭-১৮ পৃঃ) দ্বিবিধ মাষাদিমানের উল্লেখ আছে, নিশ্চলকর তদুপরি অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন :—

মানদ্বৈবিধ্যঞ্চ কালিঙ্গ-মাগধভেদাৎ, যদাহ দৃঢবলঃ 'মানঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং কালিঙ্গং মাগধন্তথা'…… **শব্দার্ণবনির্ঘণ্টৌ** ত্রিধা তথা চ, "কালিঙ্গং মাগধং **গৌড়ং** মানমত্র ত্রিধা ভবেদিতি।……চক্রেণস্বপ্রসিদ্ধত্বাৎ প্রয়োজনত্বাচ্চরকসুশ্রুতমানমত্র লিখিতং। (২২ ক)

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পৃথক্ এক "গৌড়" মানের উল্লেখ এ স্থলে স্বদেশপক্ষপাত ব্যতীত সমর্থন করা যায় না। চতুর্থতঃ, তাঁহার গ্রন্থের বহু স্থলে প্রাদেশিক শব্দের উল্লেখ

৮। বরিশাল জিলায় "নলচিড়া" গ্রামে মাধবকরের ভিটি প্রদর্শিত হয়—রোহিণীকুমার সেন-রচিত "বাক্‌লা", পৃঃ ৫০।

আছে[৯]। এতাদৃশ প্রাদেশিক শব্দনির্ঘণ্ট বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে গ্রন্থকারের দেশনির্ণয়ের অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। তদ্দ্বারাও নিশ্চলকর বাঙ্গালী হইবেন বলিয়া আমাদের ধারণা। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ প্রমাণবলে নিশ্চলকরকে নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী ধরা যায়।

নিশ্চলকরের আবির্ভাবকাল

নিশ্চলকরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা কঠিন। তাঁহার গুরু বিজয়-রক্ষিত খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া গৃহীত হন[১০]। কিন্তু এ বিষয়ে প্রমাণাদি সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। শ্রীকণ্ঠদত্তের বৃন্দটীকা যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা শ্রীকণ্ঠের একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র, তাঁহার মূলগ্রন্থ নহে। গ্রন্থশেষে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে :

শ্রীকণ্ঠদত্তভিষজা গ্রন্থবিস্তরভীরুণা।
টীকায়াং কুসুমাবল্যাং ব্যাখ্যা মুক্তা ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥
রত্নং নাগরবংশস্য ভিষগ্-ভাভল-নন্দনঃ।
নারায়ণো দ্বিজবরো ভিষজাং হিতকাম্যয়া॥
ভাষ্যাণি ডল্লণাদীনি বহুশো বীক্ষ্য যত্নতঃ।
টীকাপূর্ত্তিং ব্যধাৎ সম্যক্ তেন নন্দন্তু সাধবঃ॥ (৬৬৫ পৃঃ)

সুতরাং মুদ্রিত বৃন্দটীকায় উল্লিখিত ডল্লন, হেমাদ্রি প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থকারদের নাম পরে যোজিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। নিদান-টীকায় বিজয়-রক্ষিত যাঁহাদের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ত্রয়োদশ শতাব্দীর নহেন, গয়দাস, গদাধর ও বকুলকর ব্যতীত বোধ হয় কেহই দ্বাদশ শতাব্দীরও নহেন। সুতরাং আপাততঃ বিজয়রক্ষিতকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত। নিশ্চলকরের গ্রন্থ হইতেও ইহা সমর্থন করা যায়। তিনি স্বয়ং শৈব হইলেও একাধিক বার বৌদ্ধমতের উল্লেখ করিয়াছেন। জ্বর-প্রকরণের শেষে আছে :—"সিদ্ধফলত্বাৎ পানীয়বটিকাঽত্র লিখ্যতে। অনাথনাথো জগদেক-নাথঃ শ্রীলোকনাথঃ প্রথমঃ প্রসন্নঃ। জগাদ পানীয়বটীং সুপট্বীং তামেব বক্ষ্যামি গুরুপ্রসাদাৎ।" (৫০ক) অতঃপর উদ্ধৃত মূলবচন মধ্যে এক স্থলে "প্রণম্য শ্রীখসর্পণং" লিখিত

৯। আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম :—

অগস্ত্যপত্রং বঙ্গশেনপত্রং 'বাঙ্গাকাব' ইতি লোকে। (৩৭ খ)
কৃতাঞ্জলিঃ 'লাজালুআক্' ইতি বৃহত্তন্ত্রপ্রদীপটীকায়াং গোবর্দ্ধনঃ। (ঐ)
কর্কটঃ 'কাঁচড়া' ইতি খ্যাতং। (৫৩ খ)
মহাপিচুমর্দ্দঃ পার্বতো নিম্বঃ লোকে 'বারকায়িনী'তি খ্যাতা। (৬৫ খ)
পারিভদ্রকঃ 'পালিধা মন্দার' ইতি খ্যাতঃ। (৭৮ খ)
কত্তৃণং গন্ধতৃণং 'গন্ধখেড়ে'তি প্রসিদ্ধঃ। (৯৯ খ)
দ্বিজবষ্টিকা 'ব্রাহ্মণ-হাটী'-খ্যাতা। (১০৬ ক)
কটভী কড়িয়িরিতি খ্যাতস্তরুঃ। (১১৭ ক)

১০। "about 1240 A. D." *Indian Culture*, vol. III, p. 160, following Hoernle.

আছে। উন্মাদপ্রকরণে চক্রদত্তে অনুল্লিখিত মন্ত্রপূজাদি দৈবচিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চলকরের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি কৌতূহলজনক। যথা—

(বো)ধিচর্য্যাবতারোক্তং কামশোকাদিনিন্দিতং।

আতুরং শ্রাবয়েদ্ধীমান্ বোধয়েচ্চ মুহুর্মুহুরিতি।

আচার্য্যধর্ম্মকীর্ত্তিনাপ্যুক্তং 'কামশোকভয়োন্মাদস্বপ্নচৌরা...।' (১১৭ ক)

তথা বৌদ্ধাগমে অমোঘজ্ঞানতন্ত্রেপি,

"মহতা ভিক্ষুসংঘেন সার্দ্ধমষ্টাদশভির্ভিক্ষুসহস্রৈর্বভিশ্চ বোধি...(১১৭ খ)

হৃদয়মন্ত্রোয়মপ্যস্তু। যথা, ওঁ তারে উত্তারে তুার(?)স্বাহেতি। (১২১ ক)

নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতিব ধ্বংসেব পব কোন শৈবধর্ম্মাবলম্বী গ্রন্থকারের পক্ষে বৌদ্ধাগমের প্রতি এতাদৃশ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্ভবপর নহে। নিশ্চলকবেব বচনাকালে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুদয় ছিল সন্দেহ নাই, নতুবা বহুসহস্র ভিক্ষু প্রভৃতির উল্লেখ একান্তভাবে নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতবাং বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক বৌদ্ধবিহাব ধ্বংসেব পূর্ব্বেই **খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে** (১১৭৫-১২০০ খ্রীঃ) রত্নপ্রভাব রচনাকাল নির্ণয় কবা যায়।

গ্রন্থের এক স্থলে নিশ্চলকর স্বয়ং তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত একজন সমসাময়িক সম্ভ্রান্ত পুরুষের নাম লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। চক্রদত্তেব রক্তপিত্তাধিকারে "পৃথ্বীকাং শাণমাত্রান্তু" (১৪০ পৃঃ) বচনের ব্যাখ্যায় নিশ্চলকর লিখিয়াছেন:

"পৃথ্বীকা কৃষ্ণজীরকং, ন তু স্থূলৈলা। কৃষ্ণজীরকস্য অতীক্ষ্ণত্বেপি দ্বিগুণশর্করাযোগাৎ মৃদুত্বং প্রভাবাদ্বা রক্তপিত্তহন্তৃত্বং। **কিঞ্চাস্মাভিরেব পণ্ডিতভিক্ষু-শাক্যরক্ষিতপ্রভৃতিষু দৃষ্টফলঃ।**" (৮৫ পত্র)

এ স্থলে বৃন্দটীকাও (১৩২ পৃঃ) তুলনার্থ দ্রষ্টব্য। এই মহাপণ্ডিতকে নিশ্চলকর রক্তপিত্ত-রোগ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন গৌড়াধিপতির "অন্তঃপুর"বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হওয়ার সৌভাগ্য রাজসভায় তাঁহাব অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠাই সূচনা করে। এইরূপ ঘটনাও বৌদ্ধবিহারসমূহের সমৃদ্ধিকালেই সম্ভাবিত হয়, বিহাব ধ্বংসের পরে নহে। তিব্বতীয় মহাগ্রন্থকোষে "মহাপণ্ডিত শাক্যবক্ষিত"-রচিত একটি বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ বক্ষিত আছে; তাহার নাম "হেবজ্রাভিসময়তিলক" (Cordier, p. 85)। এতদ্ভিন্ন "বাক্‌সাধন" নামক গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদও "শাক্যরক্ষিত" কর্তৃক হইয়াছিল (*ib.* p. 378 "বৌদ্ধগান ও দোহা," ৫।৶০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে (১২০৬ খ্রীঃ) "শাক্যরক্ষিত" রচিত একটি মাত্র রাজস্তুতিবিষয়ক মনোহর শ্লোক উদ্ধৃত পাওয়া যায় (লাহোর সং, ২২২ পৃঃ)। এই সকল শাক্যরক্ষিত অভিন্ন হওয়াই সম্ভব।

নিশ্চলকরের অস্মন্নির্দ্দিষ্ট কালনির্ণয় ঠিক হইলে, বিজয়রক্ষিত ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় চক্রপাণির এক শতাব্দী পরে হিন্দুরাজত্বের অবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বাঙ্গালাদেশে বৈদ্যকশাস্ত্রের অন্যতম কর্ণধাররূপে দেদীপ্যমান ছিলেন বুঝা যায় এবং তখনও আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ সমৃদ্ধি দেশময় পরিব্যাপ্ত ছিল। পাঠানরাজত্বকালে শাস্ত্রীয় আলোচনার অবনতি ঘটে নিঃসন্দেহ, নতুবা শিবদাস সেন পূর্ব্বতন শাস্ত্রের "সংক্ষেপার্থ" উদ্যম করিতেন না।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে
সপ্তম প্রকরণ। উর্বশী (পূর্বখণ্ড)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

প্রস্তাবনা

পুরাণে ও সংস্কৃত কাব্যে অপ্সরা দিব্যাঙ্গনা, আকাশচারিণী ও গন্ধর্বের প্রণয়িনী। তাহারা কামরূপিণী, ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারে। তাহাদের রূপে মুনিগণেরও চিত্ত বিচলিত হয়। তাহারা ইন্দ্রের আজ্ঞা-পালনকারিণী। তাহারা গঙ্গায় ও অরণ্য-মধ্যস্থিত সরোবরে কেলি করে। তাহারা নৃত্য করে, গন্ধর্বেরা গান গায়। গন্ধর্বদিগের নগর আছে, সেই নগরের নাম গন্ধর্ব-নগর। এবম্বিধ অপ্সরা-কল্পনার মূল কি? তাহারা কি বস্তু? কোন্ নৈসর্গিক প্রকাশের নাম অপ্সরা?

অপ্ জল হইতে উত্থিত হয়, অপ্সরা শব্দের ব্যুৎপত্তি এই। (অদ্ভ্যঃ সরন্তি—ইতি অমর-টীকায় ভানুজি দীক্ষিত)। এই হেতু কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, অপ্সরা মনঃ-কল্পিত বন-দেবীর তুল্য জল-দেবী। কিন্তু মনঃ-কল্পিত জল-দেবী হইলে অপ্সরা দেবলোকে বাস করিত না, ভূলোকে সরোবরে বাস করিত। উর্বশী অপ্সরাদিগের মুখ্যা। উর্বশী নামের ধাত্বর্থ বিস্তীর্ণদেশব্যাপিনী। (উরূন্ মহতোঽশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি বশীকরোতীতি যাবৎ—ইতি ভানুজি দীক্ষিত)। পুনশ্চ, গন্ধ শব্দ হইতে গন্ধর্ব নামের উৎপত্তি। গন্ধর্ব সৌরভ ধারণ করে কিংবা গ্রহণ করে। (গন্ধং সৌরভং অর্বতি ইতি গন্ধর্বঃ অর্ব গতৌ)। এবম্বিধ গন্ধর্বের সহিত উর্বশীর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

ঋগ্বেদে অপ্সরার উল্লেখ আছে, কিন্তু মাত্র একটির নাম স্পষ্ট আছে। তিনি উর্বশী। একটি গন্ধর্বের নাম স্পষ্ট আছে। তিনি বিশ্বাবসু। পণ্ডিত মক্ষমূলর উর্বশীকে উষা মনে করিয়াছেন। কিন্তু উষা অপ্সরা হইলে উষা ও অপ্সরা একার্থ শব্দ হইত। উষার সহিত জলের সম্বন্ধ পাওয়া যায় না।

নির্বর্ণন

বরাহমিহির তাঁহার "বৃহৎ-সংহিতা"য় (ময়ূর-চিত্রকে) উষা ও সন্ধ্যা কালের নির্বচন করিয়াছেন। "নক্ষত্রতেজঃ-পরিহানি হইতে অর্থাৎ রাত্রি অবসানে যখন নক্ষত্র অস্পষ্ট হয়, তখন হইতে সূর্যের অর্ধোদয় পর্যন্ত কাল উষা; আর সূর্যের অর্ধাস্ত হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত তারকা ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ সন্ধ্যা।" উষাকালে সূর্যের বামে দক্ষিণে ঊর্ধ্বে অরুণ রাগ প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যাকালেও সূর্যের বামে দক্ষিণে ঊর্ধ্বে লোহিত আলোক প্রকাশিত

হয়। অধোগত সূর্যের রশ্মি উষাকালে পূর্ব আকাশে ও সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশে প্রতিফলিত হয়, তাহার ফলে উষা ও সন্ধ্যা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রতি দিনের উষার অরুণরাগ চিত্তচমৎকারী হয় না। প্রতি দিনের সন্ধ্যারাগও হয় না।

কোন কোন বৎসর বর্ষা আরম্ভ হইলে, বিশেষতঃ বর্ষার শেষাশেষি ও শরৎকালে পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যেব বামে দক্ষিণে উর্ধ্বে লাল রঙ্‌গেব খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ যেন রাশি রাশি সিন্দূর ঢালিয়া দিয়াছে। শুধু সিন্দুর নয়, লোহিত বর্ণের অগণ্য ভেদে পশ্চিম-গগন দীপ্ত হইয়া উঠে। কোথাও যেন পাটলী পলাশ অশোক, কোথাও জবা ও ডালিম, কোথাও বান্ধুলি শিমুল ফুল। সে সব রঙ্‌গেব নাম নাই। মনোহর অপূর্ব কান্তি, দৃষ্টি ফিরাইতে পারা যায় না। অল্পে অল্পে রঙ্‌গের মেলা বসে, দশ পনর মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়। ইহা লাল মেঘ নয়, মেঘ থাকিলে তাহা রক্তাভ দেখায়, উধ্বর্গগনও দীপ্ত হয়। আমি এই দৃশ্যকে অপ্সরা-কল্পনার মূল মনে করি। উর্বশী অপ্সরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই বিস্তীর্ণ আকাশব্যাপী রক্তোজ্জ্বল-মনোহর-কান্তি উষারাগ ও সন্ধ্যা-রাগকে উর্বশী নামে অভিহিত করিতেছি। এই প্রত্যয়ের প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে। এক্ষণে এই দৃশ্যের সবিশেষ লক্ষণ লিখিতেছি।

দৈবগতিকে বাঁকুড়ায় উর্বশী-দর্শন আমার সুলভ্য হইয়াছে। আমার পাঠগৃহের পশ্চিমে বারাণ্ডা আছে। একটু দূরে পুখর, পুখর হইতে পশ্চিমে আধ মাইল নীচু মাঠ। তার পশ্চিমে উঁচু ডাঙ্গা। এইখানে আমার দিক্‌চক্র ভূমির সহিত মিশিয়াছে। এইখানে কয়েকটা বৃহৎ বৃক্ষ আছে, আমার গৃহ হইতে ছোট দেখায়। ইহার পশ্চিমে আরও বিস্তীর্ণ নীচু মাঠ আছে। মনে হয়, এই নীচু মাঠ হইতে অপ্সরা উত্থিত হয়। একদিন 'মোটর'যোগে অপ্সরার উৎপত্তিস্থান দেখিতে ছুটিয়াছিলাম। উঁচু ডাঙ্গায় গিয়া দেখি, সেখানে নয়, পশ্চিমের নীচু মাঠের উপরে অপ্সরা। সেখানে যাইতে না যাইতে অদৃশ্য হইল।

কভু কভু নিকটস্থ নীচু মাঠ হইতেও অপ্সরা উত্থিত হয়। তখন ঘরের ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু দ্রব্য আছে, সে সব আবীর-মাখা দেখায়। তখন ঘরে বসিয়াই বুঝিতে পারি, বাহিরে কে আসিয়াছে। দূরস্থ নীচু মাঠের অপ্সরার রূপেও জল স্থল রক্তবর্ণাভ হয়। পুখরের জলে অপ্সরার ছায়া পতিত হইয়া লঘু তরঙ্গে সহস্রধা বিভক্ত হয়। মনে হয় যেন অগণ্য লাল পাখী ভাসিতেছে ডুবিতেছে।

একবার এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। বেলা চারিটা। বোধ হয় ভাদ্র মাস; গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছিল। আমি ঘরের ভিতরে বসিয়া পড়িতেছিলাম। পশ্চিম দিকের জানালা খোলা ছিল। দেখি, অকস্মাৎ ঘরখানি লাল আলোতে ভরিয়া গিয়াছে। বারাণ্ডায় বাহির হইয়া দেখি, একটা মেঘ সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, আর সিন্দূরের হাট বসিয়া গিয়াছে। মিনিটখানেকের মধ্যে মেঘ সরিয়া গেল, রঙগের হাটও চপলার ন্যায় অদৃশ্য হইল।

অতি কদাচিৎ অস্তগামী সূর্যের মাথা হইতে রক্ত-বসনা অপ্সরার মধ্য দিয়া হরিত কেশ

সহসা উর্ধ্বদিকে ছুটিতে থাকে। আর মিনিটখানেকের মধ্যে তেমনি সহসা অন্তর্হিত হয়। মনে হয় যেন ইন্দ্রজাল। এই হরিত রশ্মিকে কেশী বলা যাইবে।

অপ্সরার উর্ধ্ব সীমা অধিক নয়। বেলা চারিটার সময় সূর্য যত উচ্চে থাকে, অপ্সরার উর্ধ্ব সীমা ইহার অধিক হয় না। রূপের আভা বহু উচ্চে উঠে এবং সেখান হইতে কভু কভু পূর্বাকাশে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু সূর্যের দক্ষিণে কি উত্তরে প্রসারণের সীমার স্থিরতা নাই। অধিকাংশ বৎসর সূর্যের উত্তর দিকেই দেখিয়াছি, কদাচিৎ কভু দক্ষিণ দিকেও দেখিয়াছি।

কোন কোন বৎসর বাঁকুড়াতে একদিনও অপ্সরা দেখিতে পাই নাই। কোন কোন বৎসর প্রত্যহ দেখিয়াছি। কয়েক বৎসর দেখিয়া দেখিয়া মনে হইয়াছে, যে বৎসর বর্ষা বিলম্বে আসে, সে বৎসরই অপ্সরা-দর্শন দৈনন্দিন হয়।* আমি অপ্সরার উৎপত্তিকাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, লিখিয়া রাখি নাই। এখানে অম্বুবাচির (২২শে জুন) এদিকে বর্ষা নামে না। ইহার পূর্বে কদাচিৎ দুই একদিন বৃষ্টি হয়। তখন অপ্সরাও উঁকি মারিতে থাকে। বিশুষ্ক দেশে, তৃষিত মৃত্তিকায় বৃষ্টিপাত হইলে সুরভি উত্থিত হয়। গন্ধর্বেরা সুরভি বসন পরিধান করে, একথা ঋগ্‌বেদে আছে। এই সোঁদা গন্ধ হইতে গন্ধর্ব নামের উৎপত্তি। কিন্তু এই গন্ধ গন্ধর্ব নয়। গন্ধর্ব তারাময় রূপধারী, দিব্যলোকে থাকে। কিন্তু তারাময় গগনের প্রাত্যহিক আবর্তন হেতু, পশ্চিম আকাশে ভূপৃষ্ঠের নিকটস্থ হয়, তখন অপ্সরার সহিত মিলন ঘটে।

পূর্বদিকেও উষার সহিত অপ্সরার আবির্ভাব হয়। যে যে ঋতুতে পশ্চিমাকাশে উর্বশীর প্রকাশ হয়, সে সে ঋতুতে উষাকালে পূর্বাকাশেও অপ্সরা দৃষ্ট হয়, কিন্তু অত্যল্পকাল-স্থায়ী। কারণ, নীচে হইতে সূর্য উঠিতে থাকে, অপ্সরা স্থায়ী হইতে পারে না, আসে ও চলিয়া যায়। যেমন পশ্চিমের উর্বশী সন্ধ্যারাগের অন্তর্গত, তেমন পূর্বের অপ্সরা ও উষা, এক বস্তু হইয়া পড়ে। অপ্সরা-বিশিষ্ট উষাই ঋগ্‌বেদে দিব্যবসনধারিণী ও রূপে অতুলনীয়া।

বাঁকুড়ায় উষাকালে পূর্বাকাশে অপ্সরা দেখিয়াছি, কিন্তু অল্প। আমার বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে নগর, সূর্যোদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। মাঠে গিয়া দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে, পূর্ববাহিনী গন্ধেশ্বরী নদী হইতে উঠিয়াছে। শরৎকালে জল নীচে থাকে, পাড় উঁচু, অপ্সরার যোগ্য স্থান বটে।

আমি কটকে থাকিতে কাঠজুড়ি নদীর বাঁধে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমে দূরে—যেখানে মহানদী ও কাঠজুড়ি বিভক্ত হইয়াছে, সেখানে অসংখ্য বার উর্বশী দেখিয়াছি। সেই একই ভাদ্র মাসে ও আশ্বিন মাসে। মহানদীর জলের উপরে এখানকার অপ্সরার উৎপত্তি। পশ্চিমে পাহাড় ও অরণ্য। মনে হইবে, অপ্সরা বৃক্ষে বাস করে। অথর্ববেদে এইরূপ আছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি, পঞ্জাবেও পাহাড়ের কোলে অপ্সরা দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের নীচে

* এই বৎসর (১৩৪৯ সাল) বর্ষা নামি হইয়াছিল, কিন্তু ভাদ্র মাসে বৃষ্টির আধিক্য হইয়াছিল। ফলে আশ্বিন মাসেও উর্বশীর আবির্ভাব প্রায় হয় নাই।

নিশ্চয়ই আর্দ্রভূমি। সে ভূমির রস হইতে অপ্সরার উৎপত্তি। এক পঞ্জাবী ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি, তিনি হ্রদের উপরে সন্ধ্যারাগের সৌন্দর্যবিলাস দেখিয়াছেন। সেটি নিশ্চয়ই অপ্সরা, পশ্চাতে বন কিম্বা পাহাড় ছিল। আমি আশ্বিন মাসে হুগলী জেলায় সমতল গ্রামে সন্ধ্যারাগে অপ্সরা দেখিয়াছি। সেখানে ধানক্ষেত হইতে উঠিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে বাঁশ-বন ছিল।

আবহে জলীয় বাষ্প থাকে। সেই বাষ্প দ্বারা উদয়োন্মুখ ও অস্তগামী সূর্যের কিরণ বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হয়। কেবল লোহিত বর্ণ থাকে, তাহা উষার অরুণ রাগ ও সন্ধ্যারাগ। জলীয় বাষ্পের এক মাত্রা আছে, যখন অপ্সরার প্রকাশ হয়। পশ্চাতে উচ্চ ভূমি পাহাড় কিম্বা বন থাকিলে বাতাস বহিতে পাবে না, বাষ্পমাত্রা বাড়িতে থাকে। কিন্তু আবহের কোন্ অবস্থায় অপ্সরা দৃশ্য হয়, তাহা জানা নাই। দেখা যায়, বৃষ্টি না হইলে আবির্ভাব হয় না। যখন উত্তপ্ত ভূমি হইতে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে, তখন অপ্সরা দৃষ্ট হয়। অতএব বলা যাইতে পারে, অপ্ হইতে অপ্সরা উত্থিত হয়।

এখন দেখি, প্রাচীন আবহ-বিদেরা অপ্সরা দেখিয়াছিলেন কি না। তাঁহাদের কালে অপ্সরা স্বর্গবেশ্যা নর্তকী। ইহা অবশ্য কবি-কল্পনা। এখানে যাহাকে অপ্সরা বলিতেছি, তাঁহারা তাহাকে গন্ধর্বনগর বলিতেন। বরাহ-মিহির ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দে ছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্বজ-গণের মতে তাঁহার বৃহৎ-সংহিতায় (৩৬ অঃ) গন্ধর্বনগরের শুভাশুভ লক্ষণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ গন্ধর্ব-নগর "উত্থিত" হইলে অশনিপাত ও বাত হইয়া থাকে। গন্ধর্বনগরযুক্ত সন্ধ্যা বর্ষাকালে অবগ্রহ (বর্ষারোধ) করে। গন্ধর্ব-নগর দীপ্ত হইলে রাজার মৃত্যু, বাম ভাগে হইলে অরিভয় এবং দক্ষিণ ভাগে স্থিত হইলে জয় হইয়া থাকে।" শুভাশুভ লক্ষণ বুঝিবার এক সঙ্কেত আছে। যাহা সর্বদা ঘটে না, তদ্দ্বারা অশুভ সূচিত হয়। এখানে "উত্থিত" শব্দ দ্রষ্টব্য। "দীপ্ত", অগ্নিতুল্য। "বাম ভাগে বা দক্ষিণ ভাগে" আমাদের পক্ষে বুঝিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, গন্ধর্বনগর সূর্যের উত্তর দিকে অধিক দৃষ্ট হইত। আমি তাহাই দেখিয়াছি। বোধ হয়, নিম্নস্থ বায়ুর দিক্ অনুসারে সূর্যের উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে দৃশ্য হয়। প্রত্যহ বৃষ্টি হইলে অপ্সরার আবির্ভাব হয় না। ইহাই প্রকারান্তরে বলিতে পারা যায়, বর্ষাকালে গন্ধর্বনগর অবগ্রহ করে। বরাহ-মিহির আরও লিখিয়াছেন,—"গন্ধর্বনগর সর্বদিক্ হইতে সতত উত্থিত হইলে নরেন্দ্র ও রাষ্ট্রের ভয়প্রদ হয়।" অর্থাৎ এরূপ প্রায় হয় না। যখন হয়, পশ্চিম দিকে সূর্যের নিকটে উত্থিত হইয়া তাহার জ্যোতির দ্বারা সকল দিক্ই উদ্ভাসিত হয়। "অনেকবর্ণাকৃতি ধ্বজপতাকা-তোরণান্বিত গন্ধর্বনগর আকাশে প্রকাশিত হইলে পৃথিবী রণে গজ অশ্ব মনুষ্যের বহু রক্ত পান করে।" বোধ হয়, এইরূপ গন্ধর্বনগর কভু দৃষ্ট হয় নাই, অথবা এই অসাধারণ গন্ধর্বনগর অন্য কিছু হইবে। পুনশ্চ লিখিত আছে, "গন্ধর্বনগর ইন্দ্রধনুতুল্য, অন্তরীক্ষে দৃষ্ট হয়" (উৎপাতলক্ষণ, ৪৬ অঃ), অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রাদির দিব্য স্থানে নয়। পুরাণে গন্ধর্বরাজের নাম চিত্ররথ। তাঁহার চিত্র আশ্চর্যজনক রথ ছিল। যাহাকে অপ্সরা বলিতেছি, তাহাই গন্ধর্বনগর।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রতীতি হয়, গন্ধর্বনগর সামান্য সন্ধ্যারাগ নয়। ইহা দিগ্‌দাহ নয়। বাঁকুড়ায় গ্রীষ্মকালে দিগ্‌দাহ প্রায়ই লক্ষিত হয়। পশ্চিমে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকচক্রের উপরে যেন অগ্নি জ্বলিতে থাকে। গন্ধর্বনগর মরীচিকা নয়। মরীচিকায় জলভ্রম হয়। সরোবরের জলে তীরস্থ বৃক্ষাদির যেমন ঊর্ধ্বাধঃ বিপর্যস্ত প্রতিবিম্ব পড়ে, মরীচিকাতেও সেইরূপ প্রতিবিম্ব দেখিয়া জল-ভ্রম হয়। মরীচিকা সন্ধ্যাকালে কিম্বা সূর্যের বামে কিম্বা দক্ষিণে দৃষ্ট হইবার কথা নয়।

ঋগ্‌বেদে উষা

উষা শুভ্রবর্ণা, ইহা ঋগ্‌বেদের বহু স্থানে আছে। এই হেতু উষার আগমনে রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত ও নক্ষত্র ম্লান হয়। সূর্য উঠিতে থাকে, তাহার রশ্মি উদ্গত হইয়া চতুর্দিকে অরুণরাগ দৃষ্ট হয়। ঋতু অনুসারে ইহার ব্যাপ্তি হ্রস্ব কিম্বা দীর্ঘ হয়। তৎকালের তৎদিকের আবহের জলীয় বাষ্পের মাত্রা অনুসারে সূর্যমণ্ডলের বর্ণেরও প্রভেদ হয়। বৃহৎসংহিতায় (সন্ধ্যা-লক্ষণে, ৩০ অঃ) বরাহমিহির লিখিয়াছেন,—"ঋতু অনুসারে সন্ধ্যার প্রকৃতিভব বর্ণ এই,—শিশিরে শোণ, বসন্তে পীত, গ্রীষ্মে সিত, বর্ষায় চিত্র, শরতে পদ্মোদর, হেমন্তে রুধিরসদৃশ।" শিশিরে (বর্তমান পৌষ মাসে) শোণ বর্ণ, রক্তকমলবর্ণ। অরুণ, ঈষৎ রক্ত। চিত্র, মনোরম। এই সন্ধ্যা-লক্ষণে উভয় সন্ধ্যাকেই বুঝিতে হইবে। অতএব হেমন্তের অন্তে ও শিশিরের আদ্যে (বর্তমান কালের অগ্রহায়ণ পৌষে) শোণবর্ণা উষা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ঋগ্‌বেদের ঋষিগণও সে সময়ে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে অপ্‌সরার উল্লেখ করেন নাই। শীতকালে পঞ্জাবের উত্তরাংশে বৃষ্টি হয়, কিন্তু তখন ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত থাকে না। বোধ হয়, শীতকালের আবহ অপ্‌সরা-প্রকাশের অনুকূল নয়।

ঋগ্‌বেদে উষাদেবীর অনেক স্তব আছে। বিশ পঁচিশটা সূক্তে আছে, অন্য দেবতাদের সঙ্গে অনেক আছে। কিন্তু কোথাও ঋতুর উল্লেখ নাই। এযাবৎ এতদ্বিষয় তমসাচ্ছন্ন ছিল। কোন্ ঋতুতে কোন্ দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইত, কিছুই জানা ছিল না। অথচ কবে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা নিশ্চয় অবধারিত ছিল। পূর্বে ৪৭শ ভাগ 'পরিষৎ-পত্রিকা'র ১ম সংখ্যায় বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে এক প্রবন্ধে আদিত্যের পরিচয় করা গিয়াছে। এখানে শিশির ও বর্ষা ঋতুর আর একটু লক্ষণ দেওয়া যাইতেছে। সেই সুপ্রাচীন কালের পাঁজির আভাস না পাইলে পরে উদ্ধৃত অনেক উক্তি বুঝিতে পারা যাইবে না। ঋগ্‌বেদের রমেশ-দত্ত-কৃত বঙ্গানুবাদ আধার করা হইল।

সূর্য ঋতু বিধান করেন। চন্দ্র ঋতু ব্যবস্থা করেন (১০।৮৫।১৮)। অর্থাৎ সূর্য ঋতুভেদের কর্তা। তিনি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতির জনয়িতা। চন্দ্র ঋতুকালের স্থিতি ও ঋতুর আরম্ভ নির্ধারিত করিতেন। সূর্য এক, কিন্তু ক্রিয়াভেদে তাঁহার নানা নাম। আদিত্য, ঋতুবিধাতা সূর্য। এক এক ঋতুর এক এক আদিত্য।

সবিতা শিশির ঋতুর আদিত্য। উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি হইলে শিশির ঋতুর আরম্ভ। তখন সবিতা "অধোগামী ও উর্ধ্বগামী পথ দিয়া গমন করেন। তিনি দূরদেশ হইতে আসেন" (১।৩৫।৩)। (উত্তরায়ণ-আরম্ভকালে পঞ্জাবে অগ্নিকোণের অনেক দক্ষিণে সূর্যোদয় হয়)। "তাঁহার সমীপে যমভবনগমনকারীদিগের পথ আছে" (১।৩৫।৬)। এই পথে স্বর্লোকে যমের ভবন। এই পথ দেবযান নামে খ্যাত। ইহা আয়নান্ত-বৃত্ত। ভীষ্ম এই পথে যাইতে ইচ্ছা করিয়া উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তির অপেক্ষায় ছিলেন। সবিতা "হিরণ্যদ্যুতি" (১।৩৫)। তিনি "উষার পথে বিচরণ করেন" (৫।৮১।২)। তিনি "উষার পূর্বে অশ্বিদ্বয়ের রথ যজ্ঞের দিকে প্রেরণ করেন" (১।৩৪।১০)। (অর্থাৎ অশ্বিদ্বয় সবিতার স্থান দেখাইয়া দেন)। "অশ্বিদ্বয় সবিতার সহিত রথে বাস করেন" (৭।৬৮।৩)। "অশ্বিদ্বয়ের রথ হিরণ্ময়, পথ হিরণ্যবর্ণ" (৪।৪৪।৪)। কারণ, তাঁহারা হিরণ্যবর্ণা উষার মধ্য দিয়া যজ্ঞবেদিতে আগমন করেন।

এই কয়েকটি লক্ষণ হইতে অনুমান হয়, সবিতা ও অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞদিনের উষা মনোহারিণী দৃষ্ট হইত। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ উষাকে যুবতী কল্পনা করিয়াছেন। (অশ্বিদ্বয়-যজ্ঞের) "উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন" (১।৯২।৪)। (সবিতৃ-যজ্ঞের) "উষা বিচিত্র-রূপবতী" (১।১২৩।৭)। তিনি "কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া সূর্যের নিকট গমন করেন"।

সবিতাকে 'প্রজাপতি' বলা হইয়াছে। তিনি "ঋতুগণের সহিত আগমন করেন" (৪।৫৩)। অর্থাৎ তিনিই প্রথম ঋতুর আদিত্য। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন। কালে প্রজাসৃষ্টি হয়। কাল প্রজাপতি। বৎসর ও যুগকর্তা প্রজাপতি। প্রজাপতি নামের এই অর্থ ব্রাহ্মণগ্রন্থে সুস্পষ্ট আছে। শিশির ঋতুর আরম্ভ হইতে অর্থাৎ উত্তরায়ণারম্ভ দিন হইতে যে বৎসর, তাহা ঋগ্‌বেদে সম্বৎসর নামে বহু স্থানে উক্ত আছে। প্রথম দিনের উষা স্মরণ করাইয়া দেন, এক বৎসর গত হইয়াছে। "উষা আয়ুঃ ক্ষয় করেন" (১।৯২।১০)। "হে উষা, আমাদের আয়ুঃ বর্ধিত করুন" (৭।৭৭।৫)। নববর্ষারম্ভে সকলেই প্রজাপতির নিকট প্রার্থনা করে, যেন নূতন বৎসর ভালয় ভালয় যায়, ধন রত্ন অন্ন গো অশ্ব সম্পদ্ বৃদ্ধি হয়। ঋষিগণ এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। বসিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন, "হে উষাগণ, তোমরা আমাদিগকে সদা স্বস্তি দ্বারা পালন কর" ("যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ") (৭।৭৫—৭।৮১)।* উষা সূর্যকন্যা, দ্যুলোকদুহিতা, এই হেতু দেবী। তিনি কিন্তু যজ্ঞে আহূত হইতেন না, তাঁহার যজ্ঞভাগ ছিল না।

উক্ত সম্বৎসর-গণনা বৈদিক কৃষ্টির আদ্য কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। উহার বহুকাল পরে শরৎ ঋতু হইতে আর এক বৎসর গণনা প্রচলিত হইয়াছিল। এটি শারদ বৎসর। সংক্ষেপে শরৎ। ঋষিগণ শত শরৎ দেখিতে ও বাঁচিতে চাহিতেন (৭।১০১।৬, ১০।১৬১।২)।

---

* বহু স্থানে উষা বহুবচনান্ত। যাস্ক মনে করেন, সম্মানার্থে বহুবচন। কিন্তু অপ্সরা ও উর্বশীও বহুবচনান্ত দৃষ্ট হয়। বিস্তীর্ণ দেশব্যাপিনী নানাবর্ণাকে বহু মনে হইতে পারে।

শরৎ শব্দে শরৎ ঋতু ও বৎসর, দুই-ই বুঝায়। শরৎ বৎসরের প্রথম উষা "ভগদেবের ভগিনী" (১।১২৩।৫)। ভগ, শরৎ ঋতুর আদিত্য।

আর এক দিনের উষা "বরুণের ভগিনী" (১।১২৩।৫)। বরুণ, বর্ষা ঋতুর আদিত্য। মিত্র, বরুণের পূর্বে গ্রীষ্ম ঋতুর আদিত্য। গ্রীষ্ম ঋতুতে কৃষিকর্ম আরম্ভ হইয়া বর্ষায় সমাপ্ত হয়। মিত্র ও বরুণ পরে পরে আসেন বলিয়া উভয়ে একত্রে মিত্রাবরুণ, এই যুগ্মদেবতা নামে ঋগ্‌বেদে স্তুত হইয়াছেন। তাহা হইলেও বরুণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। মিত্রাবরুণের কৃত কর্ম প্রকৃত পক্ষে বরুণের প্রথম দিনের কর্ম। এই দুই আদিত্যের মধ্যস্থলে ইন্দ্র আসিয়া বর্ষা-প্রবৃত্তি করাইয়া বরুণকে স্বাধিকারে বসাইয়া দেন। তিনি বৃষ্টিদাতা। তিনি দক্ষিণায়ন-প্রবৃত্তিদিনে আসেন। আমরা এই দিন অম্বুবাচি নামে পালন করিয়া আসিতেছি। সে দিনের উদয়কালীন সূর্য বিবস্বান্‌। প্রকৃত পক্ষে সে দিন বরুণের অধিকারে আসে। সে দিন "বরুণ সূর্যকে দোলায় অধিষ্ঠিত করেন" (৭।৮৭।৫)। "বরুণ সূর্যের জন্য পথ প্রদান করেন" (৭।৮৭।১)। অর্থাৎ সে দিন দিক্‌-চক্রে সূর্য উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করেন, যেমন দোলা এক দিক্‌ হইতে বিপরীত দিকে যায়। ইহাকে আমরা বিষ্ণুর ঝুলনযাত্রা বলি। সবিতা অধোগামী সূর্যকে ঊর্ধ্বগামী করেন, মধ্যাহ্নকালে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিষ্ণুর দোলযাত্রা। (যে সূর্য সম্বৎসর করেন, তিনি বিষ্ণু)। "আদিত্যগণ দ্যুলোকের দুই মধ্যে থাকেন" (১।১৬৪।১২)। অর্থাৎ তাঁহারা দুই অয়নের আদিত্য। বরুণের সমীপেও যমভবনগামীর এক পথ আছে। সে পথ পিতৃযান।

ইন্দ্র আমাদের মরণ-বাঁচনের কর্তা। বৃষ্টি-কামনায় ইন্দ্রের উদ্দেশে বহু স্তোত্র রচিত হইয়াছিল। সোম ইন্দ্র বরুণ মরুৎ বায়ু বিশ্বদেব অগ্নি সূক্তে বৃষ্টির নিমিত্ত প্রার্থনা আছে। এই সকল সূক্ত এককালে রচিত হয় নাই, কালে কালে দুই পাঁচ হাজার বৎসরের অন্তর ছিল। কবে ইন্দ্রের শুভাগমন হইবে,কে বলিয়া দিবে ? কভু বৃত্রবধ, কভু সম্বরবধ, কভু ত্বষ্টৃবধ, কভু তৎপুত্র বিশ্বরূপবধ দেখিয়া ঋষিগণ সে দিন অনুমান করিতেন। ঋগ্‌বেদের উত্তর কালে অশ্বিদ্বয়ও সে দিন দেখাইয়া দিতেন। "তাঁহারা ইন্দ্রের সহিত একত্রে সোমপান করিতেন"। এখন তাঁহারা মধুবর্ষী, সবিতার নিকট নীহারবর্ষী (১।৪৮।৬)। (মধু, অন্তরীক্ষ জল)।

পঞ্জাবে বর্ষারম্ভের পূর্বে নদীবৃদ্ধি হয়। ভূপৃষ্ঠে নদীবৃদ্ধি ব্যতীত আর কোন পরিবর্তন হয় না। ঋষিগণ অন্তরীক্ষ দ্যুলোক নিরীক্ষণ করিতেন। কভু দেখিতেন, উষাকালে বৃহস্পতি (গ্রহের) উদয় হইয়াছে (১০।১৮।৯) ; কভু উশনা (শুক্র) গ্রহের উদয় হইয়াছে (১।৫১।১১)। কভু অন্তরীক্ষে উর্বশীর প্রকাশ হইয়াছে। বিশ্বাবসু (১৩।১৩৯) ও বেন (১০।১২৩) নামক গন্ধর্বের স্থিতি দ্বারাও আসন্ন বর্ষাকাল সূচিত হইত। ঋষিগণ এই সকল অনিশ্চিত লক্ষণের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। চন্দ্রের সহিত ইন্দ্রকে সংযুক্ত করিতে চাহিলেন। অমাবস্যায় মাসান্ত হইত। একদা এক কৃষ্ণচতুর্দশীতে বর্ষা-লক্ষণ মিলিয়া গিয়াছিল। সে দিনের উষা 'চন্দ্ররথা' হইয়াছিলেন (৩।৬১।২)। ঋষিগণ এই অমাবস্যায় ইন্দ্র-যজ্ঞ করিতেন।

কিন্তু পর বৎসরে, তার পর বৎসরে, ইন্দ্রদিনে উষাকালে চন্দ্র পাইলেন না। তৃতীয়

বৎসরে অর্থাৎ দুই সম্বৎসর ছয় মাস গতে সপ্তম অমাবস্যায় ইন্দ্রদিন পাইলেন। ঋষিগণ বলিলেন, "বরুণদেব দ্বাদশ মাস ও অধিক ত্রয়োদশ মাস জানেন" (১।২৫।৮)। অর্থাৎ দ্বাদশ অমাবস্যায় ৩৫৪ দিন। ইহা চান্দ্র বৎসরের পরিমাণ। কিন্তু ইন্দ্রদিন হইতে দ্বিতীয় ইন্দ্রদিন অর্থাৎ এক সৌর বৎসরে ৩৬৫ দিন। ঋষিগণ ৩৬৬ দিন ধরিতেন। অতএব এক চান্দ্র বৎসর অপেক্ষা এক সৌর বৎসর ১২ দিন অধিক, আড়াই চান্দ্র বৎসরে বা ৩০ চান্দ্র মাসে ৩০ দিন অধিক হয়। বরুণ এই অধিক মাস লইতে পারেন না। তাঁহার নির্দিষ্ট দুই মাস আছে। এই অধিক মাস, পাপ মাস, তস্করের ন্যায় আসে। এই মাস চলিয়া গেলে ইন্দ্রযজ্ঞ হইত। সবিতামাসে সাম্বৎসরিক যজ্ঞ, বরুণমাসে ইন্দ্রযজ্ঞ, ভগমাসে শারদযজ্ঞ, এই তিন যজ্ঞ প্রধান ছিল। ইহাদের বিশেষ বিশেষ নাম ছিল, যজ্ঞ-পদ্ধতিতেও বিশেষ ছিল। এই বিষয়ে পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে।

উষাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। ঋষিগণ উষার স্থিতিকাল কত মনে করিতেন? "প্রত্যহ উষাগণ বরুণের অবস্থিতি স্থান হইতে ত্রিংশৎ যোজন অগ্রে অবস্থিত হয়েন" (১।১২৩।৮)। ত্রিংশৎ, এই সংখ্যা দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব হইতে পশ্চিমে দ্যুলোকে সূর্য দিবাভাগে ৩৬০ যোজন এবং চন্দ্র রাত্রিভাগে ৩৬০ যোজন গমন করেন। কারণ, বৎসরে ৩৬০ দিবা, ৩৬০ রাত্রি, উভয়ে ৭২০ মিথুন, এই গণনা প্রসিদ্ধ ছিল। দিবাভাগে ১২ ঘণ্টা। তদনুসারে ৩০ যোজন যাইতে এক ঘণ্টা লাগে। উষার (ও সন্ধ্যার) এই স্থিতিকাল অসঙ্গত হয় নাই। নক্ষত্র অদৃশ্য হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টাই বটে।

বরুণ-দিনের ও ইন্দ্র-দিনের উষা কেমন দেখা যাইত? "উষা দীপ্তিমতী রমণীয়দর্শনা" (৩।৬১।৫)। "হে ইন্দ্র, পূর্বকালে দেবগণ সোমকে দিবসের কেতুস্বরূপ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সোম উষা-সকলকে আলোকিত করিয়াছেন" (৬।৩৯।৩)। অতএব উষার আলোক সোমের (চন্দ্রের) অপেক্ষা ন্যূন। অন্যান্য বর্ণনাতেও উষা তেমন মনোহারিণী ছিলেন না। আর যত দূর দেখিয়াছি, উষাকে কোথাও অপ্সরা বলা হয় নাই। যদি উভয়ের একই প্রকার রূপ হয়, প্রকাশ একই দিকে, একই ঋতুতে হয়, তাহা হইলে উভয়কে এক বলিতে পারা যায়, নচেৎ নয়।

ঋগ্‌বেদে অপ্‌সরা ও উর্বশী

এক্ষণে অপ্‌সরা ও উর্বশী প্রকাশিত হইবার ঋতু অনুসন্ধান করা যাউক। এই কর্ম কঠিন হইবে না। কারণ, অপ্‌সরা "অপ্যা যোষা" (১০।১১।২), জলীয় বা জলবাষ্পীয় যোষিৎ।

১। ইন্দ্রদিনে অপ্‌সরা

"আকাশবিহারিণী কয়েক জন অপ্‌সরা আসিয়া মধ্যে উপবেশনপূর্বক সুপণ্ডিত সোম-রসকে প্রস্তুত করিল" (৯।৭৮।৩)।

ইন্দ্রযজ্ঞের নিমিত্ত সোমরস প্রস্তুত হইতেছিল। সেই সময়ের কথা। অতএব বর্ষা আরম্ভ হইবার সময়ে উষাকালে অপ্‌সরার প্রকাশ হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে সোম শব্দের দ্বারা চন্দ্র ও ওষধি সোম, দুইই বুঝায়। পশ্চিমদেশীয় বেদবিদ্বানেরা সোম যে চন্দ্র, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রমেশ দত্ত-মহাশয়ও তদনুসারে 'সোম' শব্দে সোমরস বুঝিয়া বিশেষণ 'সুপণ্ডিত' করিয়াছেন। মূলে আছে—'মনীষী সোম'। চন্দ্র মনীষী, কারণ, তিনি মাস গণনা করেন। উদ্ধৃত বাক্যটির অর্থ, ইন্দ্রযজ্ঞের দিনে উষাকালে চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। অর্থাৎ কৃষ্ণ-চতুর্দশীর চন্দ্র। সে সময়ে অপ্‌সরা দেখা গিয়াছিল। অপ্‌সরা 'আকাশবিহারিণী'। কিন্তু উষা 'দ্যুলোক-দুহিতা', সূর্যরশ্মি হইতে উৎপন্না। বহু বহু উষা-স্তুতিতে এইরূপ বাক্য আছে।

২। মনুযম-জন্ম

"ত্বষ্টা নামক দেব আপন কন্যার (সরণ্যুর) বিবাহ দিতেছেন, এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন, তখন মহান্‌ বিবস্বানের জায়া অদর্শন হইলেন। * * * তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া বিবস্বান্‌কে দেওয়া হইল। তখন তিনি দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণ্যু যমজ দুইটি সন্তানকে ত্যাগ করিলেন।" (১০।১৭।১, ২)।

ত্বষ্টা দেবগণের বিশ্বকর্মা। তাঁহার কন্যার নাম সরণ্যু। বিবস্বানের সহিত সরণ্যুর বিবাহ হইল। যমজ মনু ও যমের জন্ম হইল। জন্ম হইবামাত্র সরণ্যু অন্তর্হিত হইলেন। পরে দেবগণ তৎসদৃশা 'সবর্ণা' কন্যার নির্মাণ করিলেন। তাঁহার গর্ভে যমজ অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হইল। বিষ্ণুপুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই আখ্যানটি বিস্তারিত হইয়াছে।

প্রথমে দেখিতে হইবে, সরণ্যু ও সবর্ণা কে? বিবস্বান্‌ ইন্দ্র-দিনের উদয়োন্মুখ সূর্য। অতএব বর্ষা-আরম্ভ-কালে বিবস্বানের বিবাহ হইয়াছিল। সরণ্যু, যে সরিয়া যায়, অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী হয়। উষা এমন নয়। সৃ ধাতু হইতে সরণ্যু, অপ্‌সরা শব্দেও সৃ ধাতু আছে। যম-যমী-সংবাদে তাঁহাদের মাতা আপ্যাযোষা (১০।১০।৪) অর্থাৎ অপ্‌সরা। এই হেতু সে সংবাদে পিতা বিবস্বান্‌ গন্ধর্ব হইয়াছেন। সরণ্যুর অতুলনীয় সৌন্দর্যহেতু বিশ্ব-ভুবন দেখিতে আসিয়াছিল। তিনি অপ্‌সর। অপ্‌সরার সবর্ণা নিশ্চয়ই আর এক অপ্‌সরা, প্রথমটির প্রতিচ্ছবি, পুরাণে নাম ছায়া। সবর্ণা উষাকালে দৃষ্ট হইতে পারে না, সন্ধ্যাকালে হইয়াছিল।

এখানে এই বৃত্তান্তের ভূতার্থ ব্যাখ্যা করিবার স্থান নাই। কিন্তু ইহা অকারণে ঋগ্‌বেদে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বিবস্বৎ শব্দ হইতে বিবস্বান্‌ শব্দ। এই কারণে যম ও মনু বৈবস্বত। অবশ্য কেহই মানুষ নহেন। এই বৈবস্বত মনুর জন্মকাল হইতে বোধ হয়, খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতে মন্বন্তর নামক এক কালবিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে দেবযুগ ও মানুষযুগ গণনা আছে।

বেদবিদ্বানেরা মনে করেন, দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত অর্বাচীন কালের রচনা। দেখা যায়, এই মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তে জ্যোতিষিক বৃত্তান্ত আছে। সেই সেই বৃত্তান্ত বৈদিক কৃষ্টির অন্তিম কালের খ্রি-পূ ৩৫০০-২৫০০ অব্দের ঘটনা বটে।

সূর্যের প্রকাশ হইলে সূর্যের জন্ম হয়। এক বিশেষ দিনে উষাকালে মনুর ও সন্ধ্যা-কালে অশ্বিদ্বয়ের প্রকাশ হেতু তাঁহাদের জন্ম বলা হইয়াছে। অশ্বিদ্বয় নূতন নহেন। যম ও মনুও নূতন নহেন। এক স্থানে এক ঋষি বৈবস্বত মনুর নাম লইয়া বলিতেছেন, "হে দেবগণ! পিতা মনু হইতে আগত পথ হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিও না" (৮।৩০।৩)। মানব জাতি মনুর সন্তান। মনু মানবের বীজপুরুষ। তিনি আর্যসমাজের ও যাগাদি ক্রিয়ার ব্যবস্থাপক ছিলেন। অর্থাৎ পুরাকাল হইতে অল্পে অল্পে স্বাভাবিক ক্রমে এই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, কবে আরম্ভ, কেহ বলিতে পারে না।

৩। বর্ষারম্ভে উর্বশী

বামদেব ঋষি বলিতেছেন,—"হে তেজস্বী (অগ্নি!) যেমন অন্নবিশিষ্ট গৃহে পশুসকল থাকে, সেইরূপ (অঙ্গিরাগণ) দেবগণকে গোসমূহ সন্নিকটে আছে, তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। মর্ত্যগণের জন্য উর্বশীগণ সমর্থ হইয়াছিলেন। আর্য্য অপত্যবৃদ্ধি ও মনুষ্যপোষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।" (৪।২।১৮)। "হে অগ্নি। * * * তমোনিবারিকা উষাসকল তেজঃ ধারণ করিতেছেন" (৪।২।১৯)।

অঙ্গিরা-গোত্র বামদেব ঋষি বলিতেছেন, কবে গোসমূহ (বৃষ্টিপ্রদ মেঘ বা বৃষ্টি) আসন্ন, তাহা অঙ্গিরাগণ বলিতে পারিতেন। আসন্ন কালে উর্বশীর প্রকাশ হইত। অদ্যও উর্বশীর প্রকাশ হইয়াছিল, বৃষ্টি আসন্ন বোধ হইতেছে। এক্ষণে উষার দীপ্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। (এখানে উর্বশী ও উষার পার্থক্য স্পষ্ট।)

৪। ইলা ও উর্বশী

এক ঋষি বৃষ্টি কামনায় বিশ্বদেবগণের স্তব করিতেছেন,—"গোসমূহের মাতা ইলা ও উর্বশী নদীগণের সহিত আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন, নিরতিশয় দীপ্তিশালিনী উর্বশী আমাদিগের যাগাদি ক্রিয়ার প্রশংসা করিয়া এবং যজমানকে দীপ্তি দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত হউন" (৫।৪১।১৯)।

ঋষিগণের স্তুত দেবগণ একত্রে বিশ্বদেবগণ। এখানে আসন্ন বর্ষার তিনটি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। (১) গোসমূহের মাতা ইলা, (২) উর্বশী, (৩) নদীসকল। গোসমূহ বৃষ্টিপ্রদ মেঘ বা বৃষ্টি।

ইলা ইড়া, একই শব্দের দুই উচ্চারণ।* ইলা শব্দ নানা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভূমি,

---

* ইলা,—এই শব্দের ল প্রকৃতপক্ষে দন্ত্য ল, বাঙ্গালা বর্ণমালায় নাই। এই হেতু ইহার অক্ষরও নাই। বৈদিক ও সংস্কৃত বর্ণমালায় ছিল। আমরা সেই দন্ত্য ল স্থানে কোথাও ল, কোথাও ড় করিয়াছি। যেমন, স° আলি, বা° আইল, আড়ি (পাতা); স° কলা, বা° কলা, কড়া (গণ্ডা), ইত্যাদি। পরে ইড়া শব্দ পাওয়া যাইবে।

যজ্ঞবেদি, যজ্ঞাবশেষ, যজ্ঞাগ্নি ও বাক্। ভাষ্যকারগণ এই পাঁচ অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু যে-সে দিনের নহে। ইড়া ইন্দ্রযজ্ঞ ও ইন্দ্রযজ্ঞাগ্নি। পরে এই অর্থ প্রকাশ পাইবে। এখন বুঝিতেছি, কেন ইলা গোসমূহের মাতা হইলেন। আমরা মনুস্মৃতি ও ভগবদ্গীতায় শুনিয়া আসিতেছি, যজ্ঞ হইতে পর্জন্য বা মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। ইহার অর্থ এমন নয় যে, যজ্ঞাগ্নির ধূমে মেঘ সঞ্জাত হয়। অথবা যজ্ঞের মন্ত্রবলে মেঘ ও বৃষ্টি হয়। ইহার অর্থ, যে-সে ঋতুতে যে-সে দিন ইন্দ্রযজ্ঞ হয় না। যথাকালে ইন্দ্রযজ্ঞ হয়, তখন মেঘ ও বৃষ্টিও হয়। ইহাকে প্রকারান্তরে আমরা বলি, অম্বুবাচির দিন বৃষ্টি হয়ই হয়। কবে অম্বুবাচি, তাহা সূর্যের নক্ষত্র দ্বারা বাঁধা আছে। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর কিম্বা প্রত্যেক দেশে সে দিন বৃষ্টি হয় না। এইরূপ, বর্ষার প্রারম্ভে সকল দেশে উর্বশীর প্রকাশ কিম্বা নদীর বৃদ্ধি হয় না। পঞ্জাবে সিন্ধুনদ বর্ধিত হয়, কিন্তু উর্বশীও আসেন কি না জানি না। কোথাও কভু আসিতে পারেন, তাহা আমার এখানকার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি।

৫। বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম

ঋগ্‌বেদের ৭।৩৩ সূক্তে বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্মবৃত্তান্ত আছে। বৃত্তান্তটি অতিশয় কৌতুকাবহ। তাঁহাদের পিতা মিত্রাবরুণ, মাতা উর্বশী। এক পুষ্করে (পুখরে) বসিষ্ঠের এবং পরে এক কুম্ভে অগস্ত্যের জন্ম হইয়াছিল। বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য, দুই বিখ্যাত ঋষিবংশ ছিলেন। এই দুই বংশের দুই আদি পুরুষও অবশ্য ছিলেন। কিন্তু কে কোন্ বংশের আদি পুরুষ জানে? এক স্থানে থামিতেই হয়। মনু, মনুষ্যের বীজপুরুষ। মনুতেই অনাদিপরম্পরার নিবৃত্তি। সেইরূপ, বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের আদি পুরুষও অলৌকিক। ঋগ্‌বেদের কাল হইতে লোকের বিশ্বাস আছে, যাগক্রিয়াশীল পুণ্যাত্মারা স্বর্গে গিয়া যমের অধীনে নক্ষত্ররূপে বাস করেন। বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের আদিপুরুষও দুই তারা হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন।

সপ্তর্ষি নামক সাতটি তারার মধ্যে একটির নাম বসিষ্ঠ। উক্ত উপাখ্যানের কালে কোন্‌টির নাম বসিষ্ঠ ছিল, তাহা সম্প্রতি না জানিলেও চলে। কিন্তু অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর হইতে একটি তারা বসিষ্ঠ নামে পরিচিত আছে। সপ্তর্ষির পূর্বভাগে মরীচি, তাহার পশ্চিমের তারাটি বসিষ্ঠ। ইহার সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র তারা আছে। সেটি বসিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী। ঐতিহ্য-পরম্পরাক্রমে পুরাণকারেরা বসিষ্ঠ-অরুন্ধতী চিনিয়া আসিয়াছেন। অগস্ত্য তারা অতিশয় উজ্জ্বল, শরৎকালে দক্ষিণ আকাশে তিলক-স্বরূপ শোভা পায়। ইহারও পাশে একটি ক্ষুদ্র তারা আছে। সেটি অগস্ত্যের পত্নী, লোপামুদ্রা। ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন, বসিষ্ঠ মিত্রাবরুণের পুত্র, এক জলাশয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে উর্বশী দৃষ্ট হইয়াছিল, অর্থাৎ এক ইন্দ্রযজ্ঞ-দিনে বসিষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল। সে দিন এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, জলাশয় পূর্ণ হইয়াছিল। পরে আর একদিন যখন বর্ষা প্রায় শেষ হইয়াছিল, কুম্ভ মানপাত্রে পরিমিত হইতে পারিত, সে দিন অগস্ত্যের জন্ম হইয়াছিল। সে দিনও উর্বশী দেখা গিয়াছিল। তখন বরুণের অধিকার চলিতেছিল।

এই বৃত্তান্তটিও অকারণ লিখিত হয় নাই। বসিষ্ঠের জন্মের সহিত আরও অনেক কথা আছে। সে সব স্মরণ করিলে মনে হয়, বসিষ্ঠের এই জন্ম-বৎসর হইতে এক অব্দ প্রচলিত ছিল। সে অব্দ পরে কল্যব্দ নামে খ্যাত হইয়াছে।

ইন্দ্রযজ্ঞদিনে কত কি দৃষ্ট হইয়াছিল, ঋষিগণ নানা আকারে নানা রূপকে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উষাকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করিতেন। উষাকালের আকাশ নিরীক্ষণ করিতেন। সন্ধ্যাকালে যজ্ঞ হইত না, তৎকালের বর্ণনাও করেন নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৯শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
১৩৪৯

রঘুনাথ শিরোমণি—১

গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

খৃঃ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলার গৌরবরবি গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করেন। গঙ্গেশের পূর্ব্বে যে সকল মহাপণ্ডিত ন্যায়দর্শনের প্রমাণভাগে অভিনব বিচারপদ্ধতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থ প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে "নব্যন্যায়" সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে গঙ্গেশই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৫০০ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে অগণিত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচিত হইলেও দুই জন মাত্র মহানৈয়ায়িক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথ শিরোমণি। তন্মধ্যে পক্ষধর মিশ্রের সম্প্রদায় দীর্ঘকাল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে একমাত্র শিরোমণির সম্প্রদায়ই সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে শিরোমণির উপযুক্ত স্মৃতিপূজা এখন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। দুরূহ তর্কশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে যেরূপ প্রতিভা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আবশ্যক, বর্ত্তমানে তাহা বিরল এবং শাস্ত্রান্তরে নিরত। আর, যে কতিপয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত এখনও অনুমানখণ্ডে যত্নশীল, তাঁহারা গ্রন্থের পাঠ লাগাইয়াই কৃতার্থ, ঐতিহাসিক আলোচনায় তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও অবসর নাই। ফলে, শিরোমণির অমূল্য গ্রন্থরাজির কথা ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গলার জনসাধারণ এখন চলচ্চিত্রের উপযোগী কয়েকটি চুট্‌কী গল্পদ্বারাই এই 'কাণা ছেলে'র স্মৃতিতর্পণ করিয়া আসিতেছে।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩১১, পৃঃ ১-২৪) রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে দুইটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১] অতঃপর যাঁহারা শিরোমণি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গত রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও মহামহোপাধ্যায়

১। নবদ্বীপনিবাসী স্বর্গত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় ১২৯৮ সনে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকট জানিয়া রঘুনাথ শিরোমণির কিম্বদন্তীমূলক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৪১-৬০)। শিরোমণিসম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী সমস্ত আলোচনায় ইহাই আকর। উল্লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের তথ্যাংশ উক্ত বিবরণ হইতে গৃহীত হইলেও প্রথম প্রবন্ধে শ্রীহট্টে রঘুনাথের জন্ম বলিয়া নূতন কথা প্রচারিত হয় এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধে কয়েকটি নূতন শ্লোক মুদ্রিত হয়।

শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ এবং শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ও স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাঙ্গলা প্রবন্ধ গবেষণামূলক এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২] শিরোমণির কীর্ত্তিকথা এখন নূতন করিয়া লিখিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত ও বিজ্ঞানসম্মত বিবরণী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

(১) **প্রত্যক্ষমণিদীধিতি** : ইহাই শিরোমণির সর্ব্বপ্রথম রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, তাঁহার আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থই প্রসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ-শ্লোক "ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি" দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত পাওয়া যায়। একমাত্র প্রত্যক্ষদীধিতি গ্রন্থেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। "ওঁ নমঃ" শ্লোক এই গ্রন্থে নাই এবং প্রত্যক্ষদীধিতির কোন টীকাকারও তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে,

শিরঃ গুরূণাং হৃদয়ে নিধায় বিধায় সিদ্ধান্তসরোঽবগাহং।
সংক্ষেপতঃ শ্রীরঘুনাথনামা চিন্তামণেদীধিতিমাতনোমি।

চিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডের প্রথমে "মঙ্গলবাদ", তদুপরি রঘুনাথ টীকা করেন নাই। তৎপর তিনটি পৃথক্ প্রকরণে বিভক্ত "প্রামাণ্যবাদ"—জ্ঞপ্তিবাদ, উৎপত্তিবাদ ও প্রামাণ্যস্বরূপ। রঘুনাথের টীকা এই প্রামাণ্যবাদ এবং তৎপরবর্ত্তী প্রকরণ অন্যথাখ্যাতিবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে অর্থাৎ মূল প্রত্যক্ষখণ্ডের অতি সামান্য অংশই তিনি আলোকিত করিয়াছেন। অনেকে শিরোমণিরচিত পৃথক্ "প্রামাণ্যবাদে"র উল্লেখ করিয়াছেন; বস্তুতঃ তাহা পৃথক্ গ্রন্থ নহে, প্রত্যক্ষদীধিতির অংশবিশেষ মাত্র। বাংলার নৈয়ায়িকসমাজে রঘুনাথের একটি শ্লোকার্দ্ধ প্রচলিত আছে—"নমঃ প্রামাণ্যবাদায় মৎকবিত্বাপহারিণে।" উদ্ধৃত মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে রঘুনাথ কবিত্বশক্তির যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতে ঐরূপ উক্তি অমূলক মনে হয় না।

এই গ্রন্থে শিরোমণির রচনাশৈলী স্পষ্ট বিদ্যমান। তিনি কোন গ্রন্থেই মূলগ্রন্থের সমস্ত পঙ্‌ক্তি ধরিয়া বিস্তৃত সরল ব্যাখ্যা করেন নাই। দুরূহ স্থলে মাত্র সারগর্ভ ও প্রতিভাপূর্ণ যুক্তিজালের অবতারণা করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের এক স্থলে মাত্র "লীলাবত্যুপায়" অর্থাৎ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়-রচিত ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশগ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। অন্যত্র পক্ষধর মিশ্রাদির মতখণ্ডনকালে "কেচিত্তু", "অন্যে তু" প্রভৃতি সর্ব্বনামপদের উল্লেখই দৃষ্ট হয়। সুতরাং টীকাকারের ব্যাখ্যা না দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা অসাধ্য। বহু বৎসর পূর্ব্বে কাঞ্চীনগরী হইতে প্রকাশিত "শাস্ত্রমুক্তাবলী" গ্রন্থমালায় গাদাধরী টীকা সহ এই গ্রন্থের অংশবিশেষ মুদ্রিত হয়। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত রহিয়াছে।

২। J. A. S. B., 1915, pp. 274-6.
Saraswati Bhawana Studies, Vol. V, pp. 130-33
ব্যাপ্তিপঞ্চক : ভূমিকা
ন্যায়পরিচয় (১ম ও ২য় সং), ভূমিকা এবং ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৬ দ্রষ্টব্য।

(২) অনুমানদীধিতি ঃ এই যুগান্তকারী গ্রন্থই রঘুনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বটে এবং নানাবিধ টীকা সহ ইহা বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথমতঃ স্বরচিত মুদ্রাস্বরূপ প্রসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ-শ্লোক লিখিত হইয়াছে এবং গ্রন্থারম্ভে সত্তার্কিকের আদর্শ বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,

ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে ॥১
অধ্যয়নভাবনাভ্যাং সারং নির্ণীয় নিখিলতন্ত্রাণাং।
দীধিতিমধিচিন্তামণি তনুতে তার্কিকশিরোমণিঃ শ্রীমান্ ॥২
পরকুষ্টনয়ান্নিবর্ত্তমানা মননাস্বাদরসা বিশুদ্ধবোধৈঃ।
রঘুনাথকবেরপেতদোষা কৃতিরেষা বিদুষাং তনোতু মোদং ॥৩
ন্যায়মধীতে সর্ব্বঃ করোতি কুতুকান্নিবন্ধমপ্যত্র।
অস্য তু কিমপি রহস্যং কেবলং বিজ্ঞাতুমীশতে সুধিয়ঃ ॥৪
মাদৃশান্ প্রণম্য বিহিতাঞ্জলিরেষ ভূয়ো
ভূয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
দূষ্যং বচো মম পরং নিপুণং বিভাব্য
ভাবাববোধবিহিতো ন দুনোতি দোষঃ ॥৫

প্রতিভার মূল উৎস যে অধ্যয়ন ও ভাবনা, তদ্দ্বারা দুরূহ শাস্ত্রের রহস্য ভেদ করিয়া নিবন্ধ রচিত হওয়ায় তাহা দোষনির্ম্মুক্ত বলিয়া খ্যাপন করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। অথচ সগর্ব্ব বিনয়োক্তি দ্বারা তৎকালীন বিদ্বৎসমাজকে প্রকৃত দোষপ্রদর্শনার্থ আহ্বান করিয়া উদয়নাচার্য্যের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।[৪] লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তৃতীয় শ্লোকে "রঘুনাথকবি" বলিয়া পরিচয় রহিয়াছে।

৩। টীকাকারগণ অনুমানদীধিতির টীকামধ্যেই "ওঁ নমঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শিরোমণির অন্যান্য গ্রন্থের টীকা রচনাকালে তাহারই বরাত দিয়া ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুণদীধিতিরহস্যের প্রারম্ভে মথুরানাথ লিখিয়াছেন—"ওঁ নমঃ ইতি অনুমানদীধিতিরহস্যে প্রপঞ্চিতত্বমেতৎ।" আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতির টীকায়ও গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ লিখিয়াছেন, "...মঙ্গলং নিবধ্নাতি ওঁ নমঃ ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমিদমনুমানদীধিতিবিবেকেঽস্মাভিঃ" (সা, প, প, ১৩৪৮, ৬৭ পৃ.)। পদার্থখণ্ডনের টীকায় রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি লিখিয়াছেন, "ওঁ নম ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যাঽস্মদীয়ানুমানদীধিতিপরীক্ষায়াং দ্রষ্টব্যা।" (Eggeling: *I. O. Cat.*, p. 627) বুঝা যায়, ইঁহাদের মতেও তত্তদ্গ্রন্থের পূর্ব্বেই অনুমানদীধিতি রচিত হইয়াছিল।

৪। আত্মতত্ত্ববিবেকের শেষে উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

নাস্ত শ্লাঘামকলিতগুণঃ পোষয়ন্ প্রীতয়ে নঃ
কোঽপ্যৈশ্চিত্রস্তুতিশতবিধৌ শিল্পিনঃ স্যাৎ প্রকর্ষঃ।
নিন্দামেব প্রথয়তু জনঃ কিন্তু দোষাভিরূপ্য
প্রেক্ষ্যাঽস্য স্খলিতবচনং প্রীণয়েদেব ভূয়ঃ।

এই গ্রন্থ হেত্বাভাসের "বাধ" প্রকরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে, ঈশ্বরবাদের একটি মাত্র পঙ্ক্তি ব্যাখ্যা করিয়াই ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। পরিশেষে রঘুনাথের গর্ব্বসূচক যে প্রসিদ্ধ শ্লোক নিবদ্ধ আছে, তাহা বহু পুঁথিতে পরিত্যক্ত হইলেও তার্কিকশিরোমণির স্বরচিত বলিয়াই মনে হয়। যথা,

বিদুষাং নিবহৈরিহৈকমত্যাদ্ যদদুষ্টং নিরটঙ্কি যচ্চ দুষ্টং।
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব॥

তাঞ্জোরের সরস্বতী মহালে রক্ষিত একটি প্রতিলিপিতে এই শ্লোকের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকটিও পাওয়া যায় :—

জটাজূটভ্রাম্যত্রিদশতটিনীনীরভিদুর-
স্ফুটব্রহ্মাম্ভোজস্ফুটমকুটসাহস্রকিরণঃ।
ফণানাং সাহস্রং সমণি ফণিরাজস্য মধুরং
কলাভিঃ শীতাংশোর্বিলসতি কিরীটঃ পুররিপোঃ॥[৫]

এই গ্রন্থেও পূর্ব্বতন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ অত্যন্ত বিরল; গঙ্গেশের পরবর্ত্তী কোন নামই প্রায় নাই। কেবল উপাধিবাদের এক স্থলে "তত্ত্ববোধ" অর্থাৎ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়-রচিত অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ নামক ন্যায়সূত্রবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উপর নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া নব্যন্যায়ের যে নূতন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইল, তাহার পূর্ণ অভ্যুদয়-কালে অন্যান্য গ্রন্থের প্রচার ও পঠন-পাঠন ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। এবং তর্কশাস্ত্রের পরমপাণ্ডিত্য একমাত্র হেত্বাভাসান্ত অনুমানখণ্ডেই পর্য্যবসিত হইল। অনুমানচিন্তামণির টীকায় মথুরানাথ তজ্জন্য কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন,—"যদ্যপীদং বহুভির্বহুধা চর্ব্বিতং জায়তে চ কৈশ্চিৎ সামান্যতো হেত্বাভাসান্তং তথাপি ইত্যাদি।" প্রায় এক শতাব্দী মধ্যেই এই গ্রন্থের কিরূপ আশ্চর্য্য প্রচার হয়, জগদীশ তাঁহার টীকাশেষে তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন :—

কুর্ব্বন্তি নিত্যমনুমানমণেরনেকে
প্রায়ঃ প্রয়াসমধিদীধিতি নীতিভাজঃ।
এষা পুনস্তদপি নৈব নিজং নিগূঢ়ং
তত্ত্বং প্রকাশয়তি তেন মমৈষ যত্নঃ।

৫। *Tanjore Cat*, p. 4542. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যে তাড়িপত্রে লিখিত একটি প্রাচীন সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, তাহাতে কোন শ্লোকই নাই। এই পুথির লিপিকালসূচক মনোহর শ্লোক হইতে শকাব্দ নির্ণয় করিতে আমরা অক্ষম :—

জ্যোৎস্নীযুগ্ম-ধনঞ্জয়দ্বিগুণিত-জ্যোৎস্নীভিরাপূরিতে
শাকক্ষ্মাধিপবৎসরেঽহিশয়নস্বাপানুকূলায়নে।
দর্শেনৈব হি হর্ষবর্ষণকরী জীমূতিকা ধীমতাং
এষা শ্রীজয়দেবশর্ম্মলিখিতা সংদীপ্যতে দীধিতিঃ॥ (১৬৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি)

(৩) **শব্দমণিদীধিতি** : নৈয়ায়িকসমাজে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, শিরোমণি শব্দখণ্ডের উপর টীকা রচনা করেন নাই। Hall, Burnell প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৬] ইহা একান্তভাবে প্রমাদগ্রস্ত। অনুমানখণ্ডের 'সামান্য-লক্ষণা' প্রকরণের শেষে দীধিতিকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে চৈতৎ শব্দমণিদীধিতৌ।" জগদীশ, গদাধর, মথুরানাথ প্রভৃতি তদুপরি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এখানে (শব্দমণিদীধিতির অন্তর্গত) "পাকানুমানব্যাখ্যা"র দোহাই রহিয়াছে। সুতরাং শব্দমণিদীধিতির অংশবিশেষ অন্ততঃ জগদীশাদির সময় প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই। পরামর্শ গ্রন্থের এক স্থলেও দীধিতিকার লিখিয়াছেন, "স্বর্গকামো যজেতেত্যাদাবন্বয়-বোধং শব্দমণিদীধিতৌ বিবেচয়িষ্যামঃ।"

সম্প্রতি কাশীধাম চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত "বাদবারিধি" নামক সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে শিরোমণি-রচিত তিনটি ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে,—(ক) "কৃতিসাধ্যতানুমান" (অর্থাৎ পাকানুমান, বিধিবাদের অন্তর্গত) পৃঃ ১৪৮-৫২, (খ) "বাজপেয়বাদ", পৃঃ ১৫৭-৫৯, (গ) "নিয়োজ্যান্বয়বাদ" (উভয়ই অপূর্ব্ববাদের অন্তর্গত), পৃঃ ১৫৯-১৬৩। শেষ দুইটির আরম্ভে শিরোমণির "ওঁ নমঃ" শ্লোকমুদ্রা অঙ্কিত আছে। বাদগ্রন্থরূপে মুদ্রিত হইলেও এই তিনটিতেই মূল গ্রন্থের প্রতীক ধরিয়া ব্যাখ্যা বিদ্যমান থাকায় প্রতিপন্ন হয় যে, ইহারা টীকাংশ বটে এবং বিলুপ্তপ্রায় শব্দমণিদীধিতিরই বিচ্ছিন্ন অংশ সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এক স্থলে "নির্ণয়কারমতং" (১৫৭ পৃঃ) আলোচিত হইয়াছে এবং মনে হয়, সর্ব্বশেষে "অধিক**ম্মালোকা**দাবূহং" (১৬৩ পৃঃ) বলিয়া পক্ষধর মিশ্রের গ্রন্থের দোহাই দিয়া গ্রন্থসমাপ্তি সূচনা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে দীর্ঘকালপ্রচলিত একটি ভ্রান্ত মত এ স্থলে সংশোধন করা আবশ্যক। শিরোমণি-রচিত পদার্থখণ্ডনের উপর রামভদ্র সার্ব্বভৌম-রচিত টীকা কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই টীকার এক স্থলে আছে, "ন চাপসিদ্ধান্তঃ প্রমেয়বার্ত্তিকে স্ফুটত্বাদিতি **শব্দমণিদীধিতৌ** তাতচরণাঃ।" (পৃঃ ১১৮) এই ভ্রান্ত পাঠের ফলেই অনুমান হয়, কেহ কেহ[৭] রামভদ্র সার্ব্বভৌমকে রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানে প্রামাণিক পুঁথিতে "**শব্দমণিমরীচৌ**" পাঠই পাওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা বুঝা যায়, 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী'-কার জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণিই রামভদ্রের পিতা ছিলেন।[৮]

৬। "Dr. Hall states (*Index* A. 31) that this extends to the first two sections of the text only, which seems very likely as গদাধর's শব্দখণ্ড ia a commentary on the Manyaloka."—Burnell : *Tanjore Cat.*, p. 115

৭। Hall's *Index*, p. 80. নব্যভারত, ১২৯৬, পৃ. ৩০৬। নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬০।

৮। জগদীশ-বংশধর নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট রক্ষিত সুপ্রাচীন রামভদ্রী টীকার ১৩৪ পত্র দ্রষ্টব্য। আমাদের নিকট রক্ষিত পুঁথিতেও (১৫ক পত্রে) 'মরীচৌ' পাঠই আছে। কলিকাতা

(৪) **আখ্যাতবাদ :** সোসাইটী-মুদ্রিত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের শেষ খণ্ডে মথুরানাথ ও রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের টীকা সহ ইহা মুদ্রিত হইয়াছে (Part IV, Vol. II. pp. 867-1009)।

(৫) **নঞ্‌বাদ :** ইহাও গাদাধরী এবং অপর একটি টীকা সহ সোসাইটী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে (*ib.* pp. 1010-86)। বস্তুতঃ অজ্ঞাত টীকাটি প্রসিদ্ধ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ-রচিত বটে। কারণ, এক স্থলে "এবকারার্থ-**সারমঞ্জর্য্যাং** প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (পৃঃ ১০৮১) বলিয়া সূচনা আছে।

(৬) **পদার্থখণ্ডন :** রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ও রামভদ্র-রচিত টীকা সহ ইহা কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে "ওঁ নমঃ" শ্লোকটি প্রায়শঃ পাওয়া যায় না এবং টীকাকারদ্বয়ও তাহা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অপর একজন প্রাচীন ও প্রামাণিক টীকাকার রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন (পূর্ব্বোক্ত ৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। রঘুদেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ নঞ্‌বাদের অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল।[৯]

(৭) **দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি :** এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের একটি মাত্র প্রতিলিপি স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল।[১০] দ্বিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন, ইহা বিষম-পদ-টিপ্পনীস্বরূপ এবং ইহার পরিমাণ মাত্র ৭০০ গ্রন্থ।

(৮) **গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি :** সংক্ষেপে "গুণদীধিতি", সম্প্রতি কাশীর সরস্বতী-ভবন গ্রন্থমালায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থও "ওঁ নমঃ" মুদ্রাঙ্কিত এবং গুণগ্রন্থের বিভাগপ্রকরণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় "প্রভাকরে"র অতি দুর্ল্লভ দুইটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রভাকর উদয়নাচার্য্যের পরবর্ত্তী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একজন অভিনব আচার্য্য বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থ নঞ্‌বাদাদির পরে রচিত

সংস্কৃত কলেজে নাগরাক্ষরে ১৬৭০ বিক্রমসম্বতে লিখিত একটি প্রতিলিপি আছে (১৮৩ সংখ্যক ন্যায়দর্শনের পুথি), তাহার ২০থ পত্রে "শব্দমণিদীধিতৌ" পাঠ সংশোধন করিয়া পার্শ্বে "মরীচৌ" লিখিত হইয়াছে। ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর প্রত্যক্ষখণ্ডে জানকীনাথ স্বরচিত "মণিমরীচি" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বেই ৬০ বৎসর আগে স্বর্গত ভাণ্ডারকার মহোদয় ঠিক অনুমান করিয়াছিলেন যে, জানকীনাথই সম্ভবতঃ রামভদ্রের পিতা ছিলেন (*Report on the Search of Sans. Mss.*, 1882-3, p. 21)। রামভদ্র তাঁহার রচিত অধিকাংশ গ্রন্থেই (পদার্থখণ্ডনটীকা, নঞ্‌বাদটীকা, ন্যায়রহস্য, গুণরহস্য, সময়রহস্য প্রভৃতি) "চূড়ামণি" অথবা "ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি"র পুত্ররূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। পদার্থখণ্ডনটীকার এক স্থলে (পৃ. ১০৯) পাওয়া যায়, "তাতচরণাস্তু প্রামাণিকত্বাদিয়মনবস্থা ন দোষায় ইতি অতিরিক্তা এব ভেদাভেদাঃ...ইত্যাহুঃ।" এই সন্দর্ভের প্রথমাংশ অবিকল ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীতে পাওয়া যায় (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৪৭)।

৯। অথেত্যাদি। নঞ্‌পদাদেঃ সংসর্গাভাবত্বান্যোন্যাভাবত্বাদৌ শক্যতাবচ্ছেদকত্বব্যবস্থাপনানন্তরং প্রাচীনাভ্যুপেতপদার্থানাং কস্যচিদনতিরিক্তত্বং কস্যচিৎ খণ্ডনং কস্যচিদতিরিক্তত্বং তর্কেণ ব্যবস্থাপ্যতে ইত্যর্থঃ। (পৃ. ২)

১০। প্রশস্তপাদভাষ্য (কিরণাবলীসহ), (কাশী সং, ১৮৮৫ খৃঃ) বিজ্ঞাপন, ৩১ পৃ. পাদটীকা।

হইয়াছিল। কারণ, পৃঃ ৮৪ লিখিত আছে—"যথা চান্দ্রোন্নাভাব এব নঞর্থো ন তু তদ্বিশিষ্টং তথোপপাদিতং নঞ্‌বাদে।" সুতরাং শিরোমণির গ্রন্থাবলীর আমাদের নির্দিষ্ট রচনার ক্রম এযাবৎ যথার্থ বলিয়া ধরা যায়।

(৯) **আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিঃ** সম্প্রতি সোসাইটী হইতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থও "ওঁ নমঃ" মুদ্রাঙ্কিত বটে এবং ইহার শেষভাগেই শিরোমণি ন্যায়মতবিরুদ্ধ "নিত্য-সুখে"র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব বিষয়ে শিরোমণির মত এক সময়ে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার আভাস পাওয়া যায়। নবদ্বীপে একটি পুথির প্রচ্ছদপত্রে শ্লোকটি আমরা পাইয়াছিলাম।

শিরোমণিমতে হুতং সকলমাত্মতত্ত্বে বুধৈঃ
বিধূতমবধূততো জগতি নাম কংশদ্বিষঃ।
স্বতন্ত্রপথকল্পনাবিগতবেদবাদোঽধুনা
বলী কলিপরাক্রমো বিরম বিভ্রমেভ্যো মনঃ।

(১০) **ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতিঃ** এই গ্রন্থ অমুদ্রিত রহিয়াছে এবং ইহাও "ওঁ নমঃ" মুদ্রাঙ্কিত বটে। শেষোক্ত গ্রন্থত্রয়ের রচনাক্রম নির্ণয় করার উপায় নাই। তবে উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থের পরেই শ্রীবল্লভাচার্য্যের গ্রন্থের উপর টীকা রচিত হওয়া সম্ভব।

(১১) **মলিম্লুচবিবেকঃ** পূর্ব্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের গৃহে এই গ্রন্থের একমাত্র আবিষ্কৃত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে এবং তদীয় পৌত্র শ্রীযুত পরমেশপ্রিয় ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে আমরা তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। মলমাসতত্ত্বের টীকাকার কাশীনাথ বাচস্পতি এবং গোস্বামী ভট্টাচার্য্য উভয়েই শিরোমণিকৃত মলমাসলক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রতিলিপি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পুথির পত্রসংখ্যা ২৭, গ্রন্থখানি পূর্ব্বে নানাবিধ গ্রন্থের একটি বৃহৎ সংগ্রহের অন্তর্ভূত ছিল, তদনুযায়ী পত্রাঙ্ক ১৫৪-১৮০ লিখিত পাওয়া যায়। গ্রন্থারম্ভ এই :—

ওঁ নমো নারায়ণায়, ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে।
অথাধিমাসো নিরূপ্যতে। তত্রাদৌ তল্লক্ষণং হারীতঃ, "ইন্দ্রাগ্নী যত্র হূয়েতে" ইত্যাদি।

গ্রন্থশেষ যথা,—

ইতি মলমাসে যুগাদিকর্ত্তব্যস্য বিধানং রাষ্ট্রোপপ্লবাদিনা প্রকৃতমাসে তৎকরণাশক্তের্নিশ্চয়ে। এবঞ্চ, দশহরাদিষু নোৎকর্ষশ্চতুর্দশি যুগাদিষু। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যাম্যাশ্চৈব বিশেষতঃ। ইতি যদি সাকরং তদা উপদর্শিত-বিষয়তয়া বর্ণনীয়ং। ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্ভট্টাচার্য্যশিরোমণিবিরচিতো মলিম্লুচবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

এই গ্রন্থে বহুতর বচন ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের পরবর্ত্তী কোন নিবন্ধকারের নামোল্লেখ নাই। স্বর্গত ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তাঁহার মালমাসতত্ত্বটীকায় (২য় ভাগ, পৃঃ ১৮-২১, ৩১, ৩৭, ৩৯, ৫৫, ৬২ ও ১৩৭) দেখাইয়াছেন যে, রঘুনন্দন একাধিক স্থলে এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

উল্লিখিত ১১খানি গ্রন্থ ব্যতীত এযাবৎ অন্য কোন গ্রন্থই আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে শিরোমণি-রচিত বলা যায়। কাশীস্থ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন পুথিতালিকায় (Venis-কৃত, পৃঃ ১৬০) শিরোমণি-রচিত "কুসুমাঞ্জলি-টীকা"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ নির্দ্দিষ্ট পুথিখানি গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ-রচিত বটে এবং নূতন তালিকায় তাহা সংশোধিত হইয়াছে। কেহ কেহ "নানার্থবাদ" এই অর্থহীন নামে শিরোমণি-রচিত এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন, তাহা বস্তুতঃ ইংরাজি অক্ষরে লিখিত "নঞর্থবাদ" অর্থাৎ নঞ্‌বাদের বিকৃত পাঠ মাত্র। "ক্ষণভঙ্গবাদ" বা "ক্ষণভঙ্গুরবাদ" আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতির অংশবিশেষ, পৃথক্ গ্রন্থ নহে। নঞ্‌বাদের গাদাধরী টীকায় শিরোমণি-কৃত "এবকারবাদে"র (পৃঃ ১০৮৫) উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও লীলাবতীদীধিতির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। অনেকে শিথিল ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, শিরোমণি-রচিত অনেক পাতড়া পাওয়া যায়, ইহা সম্পূর্ণরূপে অমূলক উক্তি। নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ অনবধানতাবশতঃ শিরোমণি-রচিত বলিয়া তত্তৎ গ্রন্থতালিকায় লিখিত হইয়াছে; ইহাদের কোনটাই তদ্রচিত নহে।

সর্ব্বদর্শনশিরোমণি L. 1847

অপূর্ব্ববাদরহস্য L. 1131 & 1538 (মথুরানাথরচিত)

আকাঙ্ক্ষাবাদ (Oppert)

যোগ্যতারহস্য L. 1130 (মথুরানাথরচিত)

বাক্যবাদ L. 1692

শব্দবাদার্থ (Oudh XV 102)

"অদ্বৈতেশ্বরবাদ" নামক একটি গ্রন্থও (B. P. 266) শিরোমণি-রচিত বলা হয়, কিন্তু পুথি পরীক্ষা না করিয়া তাহার যথার্থতানির্ণয় অসাধ্য।

পরিশেষে, যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতার বিষয়ে বহুকাল যাবৎ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রঘুনাথ-রচিত "খণ্ডনভূষামণি" নামক খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকাগ্রন্থ দীধিতিকারের রচনা বলিয়াই প্রায় সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া আসিতেছে। Dr. Hall সর্ব্বপ্রথম এতদ্বিষয়ে পণ্ডিতসমাজের কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করেন।[১১] সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর উপর বংশীধর-রচিত "তত্ত্ববিভাকর" টীকার এক স্থলে (চৌখাম্বা সং, পৃঃ ৭৮) "খণ্ডনব্যাখ্যায়াং দীধিতিকৃতস্তু" বলিয়া গঙ্গেশের মতের বিরুদ্ধে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। বংশীধর খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত "বিদ্যাসাগরী" সহ খণ্ডনের সংস্করণে স্থলে স্থলে খণ্ডনভূষামণির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহা শিরোমণি-রচিত বলিয়াই ধরা হইয়াছে। কাশীর সরস্বতীভবনে খণ্ডনভূষামণির ১২৫৭

১১। Hall's *Index*, p. 206 "heard of Siromani Bhattacharyya's on Khandana." "খণ্ডনদীধিতি" নামে একটি পুথির উল্লেখ দৃষ্ট হয়—N. P. IX, p. 32. ইহাও সম্ভবতঃ "খণ্ডনভূষামণি" হইতে অভিন্ন, যদিও মূল পুথি পরীক্ষা না করিয়া দৃঢ়ভাবে তাহা বলা চলে না।

সম্বতে লিখিত যে প্রতিলিপি আছে, তাহার পার্শ্বে পরিচয়লিপি আছে "শি° খ°"—অর্থাৎ লিপিকার ইহা শিরোমণি-রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি চৌখাম্বা হইতে পঞ্চটীকাসমন্বিত খণ্ডনের যে বৃহৎ সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, তন্মধ্যে রঘুনাথ-রচিত খণ্ডনভূষামণিও আছে। এই টীকার মুদ্রিতাংশ মাত্র আলোচনা করিলেও সন্দেহ থাকে না যে, ইহা তার্কিকশিরোমণি রঘুনাথের রচনা নহে। সংক্ষেপে তাহার কারণ উল্লেখ করিতেছি।

১। এ যাবৎ আবিষ্কৃত শিরোমণির গ্রন্থমধ্যে আখ্যাতবাদ, নঞ্‌বাদ ও পাকানুমানবাদে কোন মঙ্গলাচরণ নাই। প্রত্যক্ষদীধিতি ব্যতীত অপর সমস্ত গ্রন্থেই "ওঁ নমঃ" মুদ্রাশ্লোক অঙ্কিত আছে। ভূষামণির মঙ্গলাচরণ-শ্লোক সম্পূর্ণ পৃথক্ বটে এবং দ্বিতীয় শ্লোকে যে "অল্পবুদ্ধি" গ্রন্থকারের বিনীত প্রার্থনা রহিয়াছে, "কল্পনাধিনাথ" শিরোমণির পক্ষে তাহা অসাধ্য।

২। উভয়ের রচনাশৈলী সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। শিরোমণি কোন গ্রন্থই প্রতি পঙ্‌ক্তি ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন নাই এবং পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণের নামোল্লেখ তাঁহার কোন গ্রন্থেই প্রায় নাই। পরন্তু ভূষামণিই খণ্ডনের বৃহত্তম টীকা বটে এবং পদে পদে শঙ্করমিশ্র, বিদ্যাসাগর, অনুভূতিস্বরূপশ্রীপাদাঃ (পৃঃ ৪৮, ৭৬), দাক্ষিণাত্য গুপ্ত সমভট্ট (পৃঃ ৯৪) প্রভৃতি পূর্ব্বতন টীকাকারদের পাঠ ও সন্দর্ভ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ইষ্টসিদ্ধিকার, ভট্টচরণ, ভাষ্যকার প্রভৃতির উল্লেখদ্বারা গ্রন্থকারের বেদান্তশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য সূচিত হইয়াছে।

৩। খণ্ডনভূষামণির এযাবৎ আবিষ্কৃত সমস্ত প্রতিলিপিই খণ্ডিত। সম্পূর্ণ পুথি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং আবিষ্কৃত অংশের কোথাও পুষ্পিকা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ভূষামণিকার রঘুনাথের "শিরোমণি" উপাধি ছিল কি না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই।

৪। খণ্ডনভূষামণির নিম্নলিখিত সন্দর্ভ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

কিঞ্চ, সর্ব্বমভিন্নং ঘটপটৌ ভিন্নাবিতি বুদ্ধ্যোঃ প্রামাণ্যে সতি ক বাধ্যবাধকভাবকল্পনা, ন হি প্রমেয়ত্বাদিনাপি ন সর্ব্বমভিন্নং মন্যামহে ইতি **শঙ্করমিশ্রাণামদ্বৈতখণ্ডনং শ্রুত্বাস্মৎপরমগুরুভিঃ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যৈরুক্তং,**

বাচস্পতিশঙ্করয়োর্গৌতম(কৃ)তবু(দ্ধি)শাস্ত্রগর্ব্বিতয়োঃ।
নির্ব্বাপয়ামি গর্ব্বমেকং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় ॥ ইতি

(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ৯৫ সংখ্যক পুথির ৬৮খ পত্র এবং কাশী সরস্বতীভবনস্থ পুথির ৫০খ পত্র)

এই মূল্যবান্ উক্তি হইতে প্রমাণ হয়, খণ্ডনভূষামণিকার বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রশিষ্য ছিলেন এবং উভয়েই প্রধানতঃ বৈদান্তিক ছিলেন। পক্ষান্তরে অনুমানদীধিতির প্রায় প্রত্যেক প্রকরণে "সার্ব্বভৌম"মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইলেও শিরোমণি একবারও তাঁহার

নামোল্লেখ করেন নাই। নৈয়ায়িকসমাজের চিরন্তন প্রবাদ যে, শিরোমণি সার্ব্বভৌমের সাক্ষাৎ শিষ্যই ছিলেন, প্রশিষ্য নহে। উল্লিখিত যুক্তিতে খণ্ডনভূষামণিকার রঘুনাথ শিরোমণি হইতে পৃথক্ প্রমাণিত হইলেও তিনি যে সার্ব্বভৌমের প্রশিষ্য বিধায় একজন বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক স্থলে (কাশীর পুথি, ১৪৪খ পত্রে) "মৈথিলাস্তু" বলিয়া মত উদ্ধৃত হওয়ায়ও তাহা সূচিত হয়।

যে কারণে "তত্ত্ববিভাকর"কার বংশীধরের সময় হইতেই কাশীর বিদ্বৎসমাজে খণ্ডনভূষামণিকারকে দীধিতিকারের সহিত অভিন্ন ধরা হইতেছে, তাহা বোধ হয় এই যে, খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দীধিতিকারের দিগন্তবিশ্রুত কীর্ত্তি এত দূর প্রসারলাভ করে যে, রঘুনাথ নামে তৎকালীন অপর কোন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতের নাম ও স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়া শিরোমণির নামের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এ বিষয়ে নবদ্বীপনিবাসী জগদীশ পঞ্চাননের লুপ্ত কীর্ত্তি অপর একটি দৃষ্টান্তস্থল (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃঃ ৩৪-৪০)।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে
সপ্তম প্রকরণ। উর্বশী। (উত্তরার্ধ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদ

(১) ঋগ্‌বেদে (১০।৯৫)

পুরূরবা নামে এক তেজস্বী রাজা ছিলেন। উর্বশী তাঁহাকে বিবাহ করিয়া চারি শরৎরাত্রি একত্রে ছিলেন। তাঁহাদের এক পুত্র হইয়াছিল। কি এক কারণে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে, উর্বশী আর ফিরিয়া আসিলেন না। রাজা ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উর্বশীর অন্বেষণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ একদিন উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন যে সংবাদ অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্তি হইয়াছিল, তাহা ১০।৯৫ সূক্তে ১৮টি ঋকে বর্ণিত হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদোক্ত সংবাদটি শতপথব্রাহ্মণে, তাহা হইতে বিষ্ণুপুরাণে ও অন্যান্য পুরাণে এবং রূপান্তরে মৎস্যপুরাণে ও তাহা হইতে কালিদাস-কৃত 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নামক নাটকে বিস্তারিত হইয়াছে। নায়ক মানুষ, নায়িকা অমানুষী। তাঁহাদের প্রণয় ও বিচ্ছেদ, নায়কের খেদ ও পুত্রলাভ রোমাঞ্চকর উপাখ্যান বটে। পণ্ডিত মক্ষমূলর উর্বশীকে উষা ও পুরূরবাকে সূর্য মনে করিয়া তাঁহার এই সিদ্ধান্তের কতকগুলি প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু বিচারের আরম্ভে তিনি উষা ও সন্ধ্যাকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এযাবৎ উর্বশীকে উষা ও সন্ধ্যার ব্যতিরিক্ত জ্যোতিঃ দেখিতে পাইয়াছি।

পুরূরবা মানুষ রাজা ও দেব ইন্দ্র, দুই-ই। পুরু ভূরি রব শব্দ দুয়েরই আছে। উর্বশী জ্যোতির্ময়ী। এই সংবাদে তিনি যজ্ঞাগ্নিও বটেন। রূপকের মিশ্রণ হেতু সংবাদের সকল ঋক্ ও সকল শব্দ সুবোধ্য নয়। আমরা উর্বশী চিনিতে চাই। এই হেতু সংবাদটির উৎপত্তি, পরিণতি এবং তাৎপর্য বুঝিতে যাইতেছি। ঋগ্‌বেদ হইতে আমাদের আবশ্যক ঋকের ভাবার্থ সঙ্কলিত হইল।*

পুরূরবা—অয়ি নিষ্ঠুরে জায়ে! শীঘ্র চলিয়া যাইও না। অনেক কথা ছিল, বলা হয় নাই, এখন বলি।(১)

---

* রমেশ-দত্ত-কৃত বঙ্গানুবাদে মূলের অতিরিক্ত কিছু কিছু আছে। অষ্টবিংশ বর্ষের (১৩২৫ সালের) 'সাহিত্য' নামক মাসিক পুস্তকে শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় মূলানুগত অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রিফিথ (Griffith) সাহেব-কৃত ইংরেজী অনুবাদ আছে। তাহা সায়ণভাষ্য-সম্মত। এই তিন অনুবাদে অর্থের ঐক্য নাই। কোন একটির সমগ্র অনুবাদ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

উর্বশী—এখন বাক্যালাপে কি ফল হইবে? উষাদেবী চলিয়া গেলে যেমন আর ফিরিয়া আসেন না, আমি তেমন তোমার অতীত হইয়াছি। হে পুরূরবা! তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি বায়ু-সদৃশ হইয়াছি, আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না।(২)

[এখানে উষার সহিত তুলনা আছে। অতএব উর্বশী উষা নহেন।]

পু—আমি এখন বীরকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। গোধন-জয়ের নিমিত্ত ধনুর্বাণ ধারণ করি না।(৩)

উ—হে উষা! তুমি জান, আমি শ্বশুর-গৃহে পুরূরবার প্রিয়কার্যকারিণী ছিলাম। হে বীর! তুমি প্রত্যহ আমার সহিত তিন বার মিলিত হইতে।(৪, ৫)

[এখানে উর্বশী অগ্নি। প্রত্যহ তিন বার সবনের কথা বলিতেছেন।]

পু—তোমার যে সব সখী ছিলেন, তাঁহারাও আমার নিকট আর আসেন না। (৬)

[সায়ণের এই ব্যাখ্যাই ঠিক মনে হয়। সখীরা অপ্সরা। তাহাদের নাম হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যথা, হ্রদেচক্ষুঃ, চরণ্যূ (তুঃ সরণ্যূ), ইত্যাদি। বিশেষতঃ শতপথ-ব্রাহ্মণের উপাখ্যানে উর্বশীর সখীর উল্লেখ আছে।]

উ—হে পুরূরবা! তোমার জন্মকালে দেবীগণ আসিয়াছিলেন, নদীগণ বর্ধন করিয়াছিলেন। মহৎ রণে দস্যু-হত্যার নিমিত্ত দেবগণ তোমার সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। (৭)

[এখানে পুরূরবা স্পষ্ট ইন্দ্র। দেবীগণ উষাগণ। জন্মকালে নদী বৃদ্ধ হইয়াছিল। দস্যুহত্যা বৃত্রাদিবধ।]

পু—মানুষ আমি রূপত্যাগকারিণী অমানুষী অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতাম। তাঁহারা মৃগীর ন্যায় পলায়ন করিতেন।(৮)

আমি অমৃতা অপ্সরাদিগের স্পর্শ লাভ করিতাম। তাঁহারা 'আতি' পক্ষীর ন্যায় দেহশোভা দেখাইতেন।(৯)

হে উর্বশী! তুমি 'পতন্তী বিদ্যুতের' ন্যায় আসিতে। তোমার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে 'সুজাত' পুত্র আসিয়াছে। তুমি তাহাকে দীর্ঘায়ুঃ কর।(১০)

[উষা ও অপ্সরার প্রভেদ স্পষ্ট হইয়াছে। অপ্সরা নানা রূপধারিণী, ক্ষণেকে আসে, ক্ষণেকে চলিয়া যায়।]

উ—হে পুরূরবা! গোপালনের জন্য পুত্র জন্মিয়াছে। আমি 'বিদুষী'। কিসের কি ফল, আমি জানিতাম। তোমাকে সর্বদা কহিয়াছি। তুমি আমার কথা শুনিলে না; এক্ষণে কেন বৃথা বাক্য-ব্যয় করিতেছ?(১১)

[ইহার পরে পুরূরবা খেদ করিতে লাগিলেন, আত্মহত্যার ভয় দেখাইলেন। উর্বশী নিষেধ করিলেন। আর বলিলেন, পুত্রকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব।] (১২, ১৩, ১৪, ১৫)

উ—যখন আমি মর্ত্যলোকে বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া চারি শরৎরাত্রি বাস করিয়াছিলাম, তখন আমি দিবসে একবার কিঞ্চিন্মাত্র 'ঘৃত' পান করিয়া তৃপ্ত হইতাম।(১৬)

[এখানে উর্বশী অগ্নি। প্রাতঃসবনে একবার ঘৃত পান করিতেন। পুত্র ও চারি শরৎ-রাত্রি পরে আলোচ্য।]

পু—আমি বসিষ্ঠ, অন্তরীক্ষপূর্ণকারিণী উর্বশীকে আহ্বান করিতেছি। হে উর্বশী! ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।(১৭)

[বসিষ্ঠ, উজ্জ্বলতম, ইন্দ্র।]

উ—হে ইড়া-পুত্র। দেবগণ বলিতেছেন, তুমি 'মৃত্যুবন্ধু' হইবে। তোমার পুত্র হবিঃ দ্বারা দেবগণকে যজন করিবেন। তুমি স্বর্গে আহ্লাদে থাকিবে।(১৮)

[পূর্বে পাইয়াছি—ইলা বা ইড়া গোসমূহের মাতা। গো·বৃষ্টি। এখানে ইড়া ইন্দ্ররূপ পুরূরবার মাতা।]

এখানে উর্বশীর সম্পূর্ণ লক্ষণ পাইয়াছি। তিনি রূপবতী রূপপরিবর্তনকারিণী, পতন্তী বিদ্যুতের ন্যায় মর্ত্যে আসেন, অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শরৎ ঋতুতে আবির্ভূত হন। ঊষা দিবার, সন্ধ্যা রাত্রির অন্তর্গত। উর্বশী শারদ রাত্রি বাস করিয়াছিলেন।

পূর্বে যেমন পাইয়াছি, এখানেও তেমন ঋষিগণ উর্বশীকে ইন্দ্রদিনের এক লক্ষণ বিবেচনা করিয়াছেন। অতিরিক্ত এই, শরৎ ঋতুতেও ইন্দ্রকে লইয়া গিয়াছেন। শরৎ ঋতুতেও বৃষ্টি হয়, কিন্তু স্তোকমাত্র। ১৬শ ঋকে যে 'ঘৃত' শব্দ আছে, তাহার অর্থ বৃষ্টি-বাবিও হইতে পারে।

কিন্তু 'চারি শরৎরাত্রি', ইহার অর্থ কি? সে পুত্র কে, যে উর্বশীর চারি শরৎরাত্রি-বাসের ফলে জন্মলাভ করিয়াছিল, এবং যে পুরূরবার স্বর্গগমনের পর দেবযজন করিত? অর্থাৎ এই সংবাদের গূঢ় তাৎপর্য কি? দশম মণ্ডলে এইরূপ সংবাদ আরও আছে। যেমন পণি-সরমা-সংবাদ, বৃষাকপি-ইন্দ্রাণী-সংবাদ। একটিও প্রলাপ নয়। পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদে ঋষিগণ বৃথা কবিত্ব প্রকাশ করেন নাই।

বোধ হয়, পুরূরবা নামে এক রাজা ছিলেন। এই সংবাদে তিনি আপনাকে মানুষ বলিয়াছেন, তিনি 'সুদেব' (১৪ ঋক), তাঁহার 'সুকৃত' (১৭ ঋক্) ছিল। বিশেষতঃ তিনি 'মৃত্যুবন্ধু', মৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন। ইহাও বলা যাইতে পারে, তিনি ইড়া-যজ্ঞ করিতেন। এই হেতু তিনি ইড়া-পুত্র। তিনি বীর ছিলেন, দাস-দস্যুবধ করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের আর এক স্থানে (১।৩১।৪) পুরূরবার উল্লেখ আছে। "হে অগ্নি! তুমি মনুকে স্বর্গলোকের কথা বলিয়াছিলে, পুরূরবার সুকৃতি অধিকতর করিয়াছিলে।" মনু অগ্নির পরিচর্যা করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, রাজা পুরূরবাও ইড়া-যজ্ঞ করিয়া দেবলোক পাইয়াছিলেন।

[তথাপি সংশয় থাকে, মনু প্রথম অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। তিনি কোন ব্যক্তি-বিশেষ নহেন, তিনি মানবের অনির্দিষ্ট আদিপুরুষ। তেমনই পুরূরবাও এক মানুষ, কোন ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন না।]

মনু কোন্ যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন? উক্ত সূক্তের ১১শ ঋকে আছে,

"দেবগণ ইড়াকে মনুর 'শাসনী' করিয়াছিলেন।" এইরূপ, "অগ্নি ইড়াপদে মনু দ্বারা প্রথম প্রজ্বলিত হন।" (২।১০।১)। এখানে ইড়া-পদে যজ্ঞ-বেদিতে।

সে কোন্ যজ্ঞ, যাহা দ্বারা অন্য সকল যজ্ঞ 'শাসিত' বা নিয়মিত হইত? সেটি ইন্দ্রযজ্ঞ, দক্ষিণায়ন-প্রবৃত্তিকালের যজ্ঞ। পূর্বে তাহার আভাস পাইয়াছি। শতপথব্রাহ্মণে (১।৮।৩) আরও স্পষ্ট হইয়াছে। "পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, মাত্র বৈবস্বত মনু একা ছিলেন। জল নামিয়া গেলে তিনি প্রজাকামনায় যাগ করিলেন। সম্বৎসরের মধ্যে একটি স্ত্রী সম্ভূত হইল। তিনি ঘৃত ক্ষরণ করিতে করিতে উত্থিত হইলেন। মিত্রাবরুণ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' 'আমি মনুর দুহিতা' এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মনুর নিকটে গেলেন। মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' 'আমি আপনার দুহিতা, আশীঃ-স্বরূপা। আমাকে যজ্ঞে ব্যবহার করুন।' মনু তাঁহার দ্বারা এই জাতিকে (মানবজাতিকে) উৎপাদন করিলেন।"

ইহার ভাবার্থ, মনু অন্নদ্বারা প্রজারক্ষার কামনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইড় শব্দের অর্থ অন্ন শতপথব্রাহ্মণে আছে। ইড়া যজ্ঞিয় অন্ন, পুরোডাশ, ইন্দ্র বৃষ্টির দ্বারা অন্নদান করেন। আমরা যেমন দেবতার প্রসাদ-স্বরূপ নৈবেদ্যের অংশ গ্রহণ করি, সোমযজ্ঞান্তে ঋত্বিক্ ও যজমান ইড়া ভক্ষণ করিতেন। এই হেতু ইড়া আশীঃ-স্বরূপা। সে যজ্ঞ যে ইন্দ্রযজ্ঞ, তাহা মিত্রাবরুণের উল্লেখে স্পষ্ট হইয়াছে। ইড়া, সেই যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের অগ্নি এবং সে অগ্নির সর্জনা-শক্তি। এই শক্তি এক বাগ্‌দেবী।

ভারতী ও সরস্বতী, অপর দুই অগ্নি, অপর দুই বাগ্‌দেবী ছিলেন। ঋগ্‌বেদে আপ্রীসূক্ত নামে দশটি সূক্ত আছে। প্রত্যেকটিতেই ইড়া ভারতী সরস্বতী, এই দেবীত্রয়কে আহ্বান করা হইয়াছে। সকল আপ্রীসূক্তের বিষয় ও ভাব একই। বোধ হয় মূল একটি ছিল, ভিন্ন ভিন্ন ঋষিবংশে যৎসামান্য প্রভেদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকেই ত্বষ্টা ও ইন্দ্র আহূত হইয়াছেন। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, ইন্দ্রদিনের সোমযজ্ঞে আপ্রীসূক্ত পঠিত হইত। ইড়ার সহিত অপর দুইটির নামোল্লেখ হইতে অনুমিত হয়, সে দুইটি ইড়ার তুল্য দুই যজ্ঞ ও যজ্ঞাগ্নি। এখানে ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির ভূতার্থ ব্যাখ্যার স্থান নাই, পরে সরস্বতী প্রবন্ধে যত্ন করিব। সম্প্রতি একটা অর্থ এখানে উপন্যাস করিতেছি। *

উর্বশী পুরূরবার সহিত 'রাত্রীঃ শরদশ্চতস্রঃ' চারি শরৎরাত্রি কাটাইবার পর

* উনত্রিংশ বর্ষের (১৩২৬ সালের) পৌষ মাসের 'সাহিত্য' নামক মাসিক পুস্তকে শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বৈবস্বত মনু" নামক প্রবন্ধে অগ্নি ও বাগ্‌দেবীত্রয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে তিন বাক্ তিন দেশের তিন প্রাচীন বৈদিক ভাষা। আমি এই মত স্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু তৎসমাহৃত ঋক্‌মন্ত্র ও স্বকীয় বঙ্গানুবাদ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তিনি 'সাহিত্যে' আরও অনেক বৈদিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রবন্ধে সমীচীন সমাহরণ ও স্বকীয় ব্যাখ্যায় তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় আছে।

এক 'সুজাত' পুত্র হইয়াছিল। সে পুত্র কোন যজ্ঞ কিংবা কোন যজ্ঞ-প্রবর্তক হইবার সম্ভাবনা। সে পুত্রের নাম আয়ু। এই সংবাদে নামটি নাই, অন্যত্র আছে, কিন্তু পুরূরবার পুত্র, এ কথা নাই। পুরাণে নাম আয়ুঃ ; এক আয়ুঃ নয়, পাঁচ ছয় আট আয়ুঃ। আয়ুঃর পুত্র নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, ইত্যাদি। ঋগ্‌বেদেও আয়ু ও নহুষ, এইরূপ একত্র উল্লেখ আছে। নহুষপুত্র যযাতি, তাহাও আছে। আরও দেখিতেছি, আয়ুও মনুর তুল্য যজ্ঞপ্রবর্তক ছিলেন। যথা, "হে ইন্দ্র! তোমার হর্ষদ্বারা আয়ুকে ও মনুকে সূর্যাদি ('জ্যোতিংষী') দান করিয়াছিলে।" (৮।১৫।৫)। (সূর্যের স্থিতি জানাইয়াছিলে।)

ইন্দ্রযজ্ঞে সোমপান-জনিত হর্ষ। সেদিনের অমাবস্যায় ইন্দ্র সোমকে (চন্দ্রকে) নিঃশেষে পান করেন। পুনশ্চ, "হে ইন্দ্র! বিবস্বান্ মনুর সোম পূর্বে যেরূপ পান করিয়াছ,···আয়ুর সহিত যেরূপ প্রমত্ত হইয়াছ" (৮।৫২।১)। আর এক স্থানে (১।৩১।১১) আছে, "হে অগ্নি! তুমি আয়ু। দেবগণ প্রথমে তোমাকে আয়ু-নহুষের বিশ্‌পতি করিয়াছিলেন, ইড়াকে মনুর শাসনী করিয়াছিলেন।" অতএব আয়ু এক অগ্নি। যাঁহারা সে অগ্নির পরিচর্যা করিতেন, তাঁহারাও আয়ু। নহুষ এক আয়ু। আয়ুকে মনুতুল্য এক আদি পুরুষ মনে করিতে হইতেছে। আয়ুর সন্তানেরা আয়ব। বৈদিক নিঘণ্টুতে আয়ু শব্দ মনুষ্য-বাচক। কিন্তু দেখা যাইতেছে, আয়ু যে-সে মনুষ্য ছিলেন না।* এখন প্রশ্ন, মনু-সন্তান মানবেরা এবং আয়ু-সন্তান আয়বেরা কি ক্রমে ইড়া যজ্ঞ-দিন পাইতেন?

পূর্বে (১১১, ১১২ পৃঃ) শিশিরান্ত ও শবদান্ত হইতে দুই বৎসরের উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমটির নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয়টির নাম শরৎ ছিল। প্রতি বৎসর শিশিরান্তে অমাবস্যায় সাম্বৎসরিক যজ্ঞ হইত, ছয় মাস গতে অমাবস্যায় ইন্দ্র-যজ্ঞ হইত। পূর্বে দেখিয়াছি, প্রতিবৎসর অম্বুবাচিতে হইতে পারিত না, তৃতীয় বৎসরে হইতে পারিত। সে বৎসর এক মাস অধিক ধরা হইত। বোধ হয় এই ইন্দ্র-যজ্ঞের বিশেষ নাম ইড়া হইয়াছিল। তদ্দ্বারা অন্য ঋতু-যাগের দিন নির্ণীত হইত। আরও বোধ হয়, সাম্বৎসরিক যজ্ঞের নাম সরস্বতী হইয়াছিল। "সরস্বতী" প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। তিন বৎসর হইতে কালক্রমে পাঁচ বৎসরের যুগ-গণনা আসিয়াছিল। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ যুগ গণিতেন।

শারদ বৎসরেও ইড়ার মহত্ত্ব ছিল। অঙ্গিরাগণ ইড়াদিন পাইতে বহু কষ্ট করিয়াছিলেন। কেহ নয় মাস, কেহ দশ মাস যজ্ঞ করিতেন। দশ মাস যজ্ঞ করিয়া ইড়াদিন পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বেদে নবগ্ব ও দশগ্ব নামে খ্যাত আছেন। কিন্তু কি উপায়ে অমাবস্যায় ইড়াদিন পাইতেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। পুরূরবার কাহিনী হইতে বুঝিতেছি, চারি বৎসরে পাইতেন। চারি চান্দ্র বৎসরে অর্থাৎ আটচল্লিশ মাসে দেড় মাস বৃদ্ধি করিলে সৌর

---

* অষ্টবিংশ বর্ষের (১৩২৫ সালের) কার্তিক মাসের 'সাহিত্য' নামক মাসিক পুস্তকে শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় "উরশিতি ও পক্থন" প্রবন্ধে আয়ু নামের আরও প্রয়োগ তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে "আর্যদিগের অতি প্রাচীন নাম আয়ু।" কিন্তু প্রয়োগ হইতে এই মত সিদ্ধ হয় না।

চারি বৎসর পাওয়া যায়। ইহা বিশুদ্ধ গণনা। ত্রিশ চান্দ্র মাসে এক মাস যোগ দ্বারা বিশুদ্ধ পরিমাণ আসে না। শরদান্তে পূর্ণিমায় শারদ ঋতু-যজ্ঞ হইত। ইহার নাম ভারতী হইয়াছিল। দশ মাস গতে পূর্ণিমায় না হইয়া অমাবস্যায় ইন্দ্র-যজ্ঞ হইত। চতুর্থ বৎসরে পূর্ণিমার পরে দেড় মাস অধিক ধরা হইত। ফলে চতুর্থ বৎসর এক অমাবস্যায় পূর্ণ হইত। সে দিনের বা পর দিনের শারদ যজ্ঞের নাম আয়ু। চারি শরৎ গতে আয়ুর জন্ম হইয়াছিল, আয়ু এক অগ্নি, পূর্বে পাইয়াছি। চতুর্থ বৎসরে অম্বুবাচিতে ইড়া-দিন পড়িত। চারি বৎসর পরে পরে শারদ যজ্ঞ অমাবস্যায় হইত। এই পদ্ধতির বর্ণনা কোথাও নাই। ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া সম্ভাবনা করা গেল। আরও বোধ হয়, এইখানে চারি বৎসরে যুগ-গণনার সূত্রপাত হইয়াছিল। যুগ শব্দের অর্থ যোগ-বিশেষের পর্যায়-কাল।

এই সব কোন্ কালের কথা? ইহার আভাস দেওয়া যাইতে পারে। মনু অতীব প্রাচীন। তাঁহার প্রাচীনতার সংখ্যা হয় না। কিন্তু বিবস্বানের পুত্র মনু খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০ অব্দের পূর্বে ছিলেন না। আয়ু আরও পরে, খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ অব্দে ধরা যাইতে পারে। পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদ আরও পরে। আয়ু-যজ্ঞ-প্রবর্তন সংবাদের তাৎপর্য। বিষয়টি সোজা ছিল না। কবে বর্ষা-ঋতু পড়িবে, কবে শীত-ঋতু, শরৎ-ঋতু পড়িবে? ঋত্বিক্ নামের অর্থ ঋতু-যাজক, যিনি ঋতু-যাগ করেন।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ হইত, এই হেতু সে যজ্ঞ ও সে যজ্ঞের মন্ত্র সরস্বতী হইয়াছিল। এই মতের সমর্থক প্রমাণ পাই নাই। আর তদ্দ্বারা ইড়া সরস্বতীর উৎপত্তি পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে কত নদীর নাম আছে, এই দুই নদীর উল্লেখ নাই। দুষ্মন্তপুত্র ভরতের নামানুসারে অগ্নির নাম ভারতী, ইহারও প্রমাণ নাই।

বৈবস্বত মনু ইডার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বিবস্বান্ সূর্যের স্থিতি দেখিয়া ইন্দ্র-দিন নিরূপণ করিতেন। তৎবংশীয়েরা সূর্যবংশ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তদনন্তর আয়ু-বংশীয়েরা চন্দ্র দ্বারা সেদিন-গণনা আবিষ্কার করেন, এবং পুরাণে চন্দ্রবংশ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইড়া দ্বারা দ্বিবিধ বর্ষ-গণনা যুক্ত হইয়াছিল।

(২) শতপথ-ব্রাহ্মণে (৫।১-২)

পুরূরবার সহিত উর্বশীর কেন বিচ্ছেদ হইয়াছিল, এবং কোথায় মিলন হইয়াছিল, শতপথ-ব্রাহ্মণে সে বৃত্তান্ত আছে। এই ব্রাহ্মণ শুক্ল যজুর্বেদের যজ্ঞক্রিয়ার ব্রাহ্মণ। খ্রী-পূ ষোড়শ শতাব্দে মধ্যদেশে প্রণীত। বৃত্তান্তটি দীর্ঘ, সংক্ষেপে এই,—

অপ্সরা উর্বশী ইড়াপুত্র পুরূরবাকে কামনা করিয়াছিলেন। কথা রহিল, পুরূরবা প্রত্যহ তিন বার উর্বশীর নিকট আসিবেন। কিন্তু যখন উর্বশী অকামা থাকিবেন, তখন আসিবেন

না। আর, উর্বশী কভু পুরূরবাকে নগ্ন দেখিতে পাইবেন না। পুরূরবার সহিত উর্বশী বহুকাল বাস করিলেন, গর্ভবতী হইলেন। গন্ধর্বেরা দেখিলেন, উর্বশী মনুষ্যলোকে বাস করিতে লাগিলেন। কি করিলে তিনি পুনরাগমন করবেন? তাঁহারা উর্বশীর শয্যা-পার্শ্বে দুইটি মেষ বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। পরে তাহারা একটি হরণ করিলেন। উর্বশী মেষের আর্তরব শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, এখানে কেহ কি বীর নাই, মানুষ নাই যে, আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে পাবে? গন্ধর্বেরা দ্বিতীয় মেষটিও হবণ করিলেন। উর্বশীও সেইরূপ বলিয়া উঠিলেন। পুরূরবা চিন্তা করিলেন, আমি থাকিতে উর্বশী আপনাকে অবীবা ভাবিবেন? তখন তিনি নগ্ন ছিলেন। ভাবিলেন, বস্ত্র পরিধান করিতে কাল-বিলম্ব হইবে, রাত্রিতে উর্বশী নগ্নাবস্থা দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু পুরূরবা নগ্নাবস্থায় চোরের প্রতি যখন ধাবিত হইলেন, তখন গন্ধর্বেরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করিলেন, যেন দিবালোক হইল। উর্বশী বাজাকে নগ্ন দেখিলেন আর তৎক্ষণাৎ তিরোভূত হইলেন। উর্বশীকে দেখিতে না পাইয়া রাজা উৎকণ্ঠিত চিত্তে কুরুক্ষেত্রের এক সরোবরের তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উর্বশী অপ্সবাদিগের সহিত তাহার জলে 'আতি' পক্ষীর ন্যায় সাঁতাব দিতেছিলেন। উর্বশী বাজাকে চিনিতে পারিয়া আবির্ভূত হইলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি হইয়াছিল, যথা,—"হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে"—ইত্যাদি পনরটি ঋক্। উর্বশী রাজার খেদ ও কাকুক্তি শুনিয়া বলিলেন, "সম্বৎসর অন্তে আমি পুনর্বার এখানে আসিব, তোমার সহিত এক রাত্রি বাস করিব। তোমার এক পুত্র হইবে।" আরও বলিলেন, "তুমি প্রাতঃকালে গন্ধর্বদিগের নিকটে বর প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি চিরকাল আমাব সহিত থাকিতে পারিবে।" গন্ধর্বেরা তাঁহাকে এক অগ্নি-স্থালী দিলেন, বলিলেন, "ইহা দ্বারা যজ্ঞ করিলে তুমি আমাদের একজন হইবে।" তিনি অরণ্যে স্থালী রাখিয়া কুমারকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া দেখিলেন, কুমার নাই। তিনি পুনর্বার গন্ধর্বদিগেব নিকটে আসিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, "তুমি অশ্বত্থের উত্তর-অরণি এবং শমীকাষ্ঠের অধর-অরণি করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিবে।" কিন্তু তিনি অশ্বত্থেরই দুই অরণি করিলেন এবং সে অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া এক গন্ধর্ব হইলেন। যে এইরূপ করে, সে গন্ধর্ব হয়।"

এখানে দেখা যাইতেছে, রাজাকে নগ্ন দেখিয়াই উর্বশী অদৃশ্য হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহাকে দিবালোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মেষ চুরি সন্ধ্যাকালে হইয়া থাকিবে। আরও দেখা যাইতেছে, কুরুক্ষেত্রের হ্রদে উর্বশী আবির্ভূত হন, আর অপ্সরা 'আতি' পক্ষীর ন্যায় সেই জলে ক্রীডা করেন। 'আতি' পক্ষী কি পক্ষী, বুঝিতে পারা যায় না। ভাষ্যকারেরা হংস বুঝিয়াছেন। আমার বোধ হয়, 'আতি' পক্ষী হংসের তুল্য প্রব বটে, কিন্তু হংস নহে। ঋগ্বেদোক্ত সংবাদেও অপ্সরা 'আতি' পক্ষীর তুল্য দেহশোভা দেখান। আমার বোধ হয়, 'আতি' পক্ষী জলকুক্কুট (বাংলা নাম পানিকৌটী)। অপ্সরাগণ প্লবপক্ষিরূপ ধারণ করিয়াছিল, জলে ভাসিতেছিল, ডুবিতেছিল। আমার অনুমানে উর্বশীর প্রতিবিম্ব, যদিও বর্ণের সাদৃশ্য নাই।

উক্ত উপাখ্যানে আরও দেখা যাইতেছে, গন্ধর্বেরা উর্বশীর শয্যায় দুইটি মেষ বাঁধিয়া দিয়াছিল, উর্বশী সে দুইটিকে স্বীয় পুত্র কল্পনা করিয়াছিলেন। রাজাকে নগ্ন অবস্থায় দেখিবার অভিসন্ধি বটে, কিন্তু মেষ আনিবার উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রকে মেষ বলা হইয়াছে (১।৫১।১, ১।৫২।১, ৮।৯৭।১২)। মেষ যুদ্ধ-প্রিয়, স্পর্ধা করে। ইন্দ্রও সেইরূপ। দুই মেষ, বর্ষাঋতুর দুই মাস।

গন্ধর্বেরা পুরূরবাকে এক অগ্নিস্থালী (এক মালসা আগুন) দিয়াছিলেন। সেই অগ্নিকে তিন ভাগ করিয়া যজ্ঞ করিতে বলিয়াছিলেন। রাজা দেখিলেন—সে অগ্নি অশ্বত্থবৃক্ষে আছে। ঋগ্‌বেদে শমীকাষ্ঠের অরণির উল্লেখ আছে (১০।৩১।১০)। গন্ধর্বেরা শমীর অধর-অরণি (*নীচের কাঠ, বা° নাম, পাতন*) ও অশ্বত্থের উত্তর-অরণি (*বা° নাম দাঁড়া*) দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতেন, কিন্তু রাজা অশ্বত্থেরই দুই অরণি করিয়া তিন অগ্নিতে যাগ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত হইতে মনে হয়, পুরূরবার পূর্বে শমীকাষ্ঠেরই অরণি হইত, অশ্বত্থের হইত না, কিংবা শমী ও অশ্বত্থের মিশ্র অরণি হইত না, আর, তিন অগ্নি ছিল না। শতপথব্রাহ্মণ পুরূরবাকে গন্ধর্ব করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদে তিনি মূলে ইন্দ্র। বোধ হয় অপ্‌সরার অনুরোধে গন্ধর্ব করিয়াছেন। আর, পূর্বে মনু-যমের জন্ম-বৃত্তান্তেও দেখা গিয়াছে, বিবস্বান্ গন্ধর্ব হইয়াছেন।

(৩) বিষ্ণুপুরাণে (৪।৬)

বিষ্ণুপুরাণ ঋগ্‌বেদ ও শতপথব্রাহ্মণ অনুসরিয়াছেন। অল্পস্বল্প যোগ করিয়া কাহিনী সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

"মিত্রাবরুণের শাপে উর্বশী মনুষ্যলোকে আসিয়াছিলেন। পুরূরবা বহুযজ্ঞকারী তেজস্বী রূপবান্ রাজা ছিলেন। উর্বশী তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া রাজাকে তিন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। যথা, (১) উর্বশীর শয্যাপার্শ্বে মেষদ্বয় বদ্ধ থাকিবে, কেহ সরাইবে না। (২) তিনি রাজাকে কখনও নগ্ন দেখিতে পাইবেন না। (৩) তিনি ঘৃতমাত্র আহার করিবেন। ষষ্টি সহস্র বৎসর কাটিয়া গেল, গন্ধর্বেরা সুরলোকে উর্বশীর প্রত্যাগমনের উপায় করিলেন। (শতপথব্রাহ্মণে বিবৃত উপাখ্যান।) পুনর্মিলনের এক বৎসর পরে উর্বশী রাজাকে আয়ুঃ নামক এক পুত্র দিলেন এবং তাঁহার সহিত এক রাত্রি বাস করিয়া পাঁচটি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত গর্ভধারণ করিলেন। তদনন্তর রাজা গন্ধর্বদিগের প্রদত্ত অগ্নিস্থালী বনমধ্যে যেখানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেখানে 'শমীগর্ভ অশ্বত্থ' পাইলেন এবং তাহার অরণি দ্বারা অগ্নিত্রয় উৎপাদন ও যাগ করিয়া গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হইলেন। উপসংহারে পুরাণ বলিতেছেন, পূর্বে এক অগ্নি ছিল। এই (বৈবস্বত) মন্বন্তরে ইলা-পুত্র পুরূরবা ত্রিবিধ অগ্নি প্রবর্তিত করেন।

এই উপাখ্যানে দেখা যাইতেছে, (১) মিত্রাবরুণের সহিত উর্বশীর সম্পর্ক ছিল।

(২) পুত্র একটি, নাম আয়ু। আর পাঁচটি অবান্তর। বোধ হয় পাঁচ বৎসরের যুগ মনে হইয়াছিল।

পূর্বে পুরূরবার মাতা পাইয়াছি। তিনি ইডা। ইড়া বৈবস্বত মনুর কন্যা। কিন্তু পিতা পাই নাই। বিষ্ণুপুরাণ (৪।২১) লিখিয়াছেন, বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইহাঁর জন্মের পূর্বে মনু পুত্র-কামনায় মিত্রাবরুণেব উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, কিন্তু মনুপত্নী কন্যা কামনা করিয়াছিলেন। ফলে ইলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইল। চন্দ্রপুত্র বুধ ইলাতে আসক্ত হইয়া পুরূরবা নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠান নগরের রাজা হইলেন। পরে যজ্ঞ-পুরুষের প্রসাদে কন্যা ইলা সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইলেন। বিষ্ণুপুরাণ আরও লিখিয়াছেন, এই বুধ গ্রহত্ব পাইলেন, অর্থাৎ বুধ বুধগ্রহ।

দেখা যাইতেছে, এ অলৌকিক উপাখ্যানে মূল সূত্র রক্ষিত হইয়াছে। মিত্রাবরুণের প্রসাদে ইলার জন্ম হইল। ইলা বাক্, অতএব কন্যা। ইলা অগ্নি, অতএব পুত্র। (অগ্নি শব্দ পুংলিঙ্গ)। ইলা মনু-কন্যা, সূর্যবংশীয়া। কিন্তু স্বামী চন্দ্রবংশীয়। অতএব ইলা দ্বারা দুই বংশ যুক্ত হইয়াছিল।

বুধের জন্মবৃত্তান্ত আরও কৌতুকাবহ। এখানে সে কাহিনী আলোচনার স্থান হইবে না।

(৪) বেদার্থদীপিকায়

বেদের "সর্বানুক্রমণীর" ষড়্‌গুরুশিষ্যকৃত বেদার্থদীপিকানাম্নী টীকায় ঋগ্‌বেদোক্ত সংবাদের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা আছে। এই টীকাব মতে এবং বৃহদ্দেবতায় উদ্ধৃত শৌনক মতে ইহা সংবাদ নয়, ইতিহাস। যথা,—মিত্র ও বরুণ যখন দীক্ষিত ছিলেন, তখন তাঁহারা উর্বশীকে দেখিয়া চলচ্চিত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে কুম্ভযোনির (অগস্ত্যের) জন্ম হইয়াছিল। তাঁহারা উর্বশীকে শাপ দিয়াছিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যভোগ্যা হইবে। রাজা ইল মনুপুত্রদিগের

---

* বিষ্ণুপুরাণ শমীগর্ভ অশ্বথের অরণি বুঝিয়াছেন। বৈদিক পণ্ডিতেরা ইহার অর্থ করেন, যে অশ্বথ শমীবৃক্ষে জন্মিয়াছে, কিংবা যে অশ্বথের মূল শমীবৃক্ষে সংসক্ত আছে। (পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়-কৃত শতপথ-ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদের পরিশিষ্ট পশ্য।) এই অর্থ ঠিক মনে হয় না। প্রথমতঃ শমীবৃক্ষ বাবলা গাছের মত। তাহার শাখার কোণে অশ্বথ জন্মিতে পারে, কিন্তু বৃহৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এমন অশ্বথ কয়টি পাওয়া যাইবে, যাহার কাষ্ঠে অগ্নিহোত্রীর আবশ্যক অরণি নির্বাহ হইবে? 'শমীগর্ভ' অর্থে অগ্নি, শমীগর্ভ অশ্বথ, যে অশ্বথের অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারা যায়। অশ্বথের দুই জাতি আছে। একটি অরণির উপযোগী, অন্যটি নয়, তাহার কাষ্ঠ লঘু। যেটি নয়, সেটির সংস্কৃত নাম অশ্বথক, গজাশ্বথক। বাং নাম গঅশ্বথ। ইহার পাতা ছোট, পর্কটী পাতার তুল্য। শমীগর্ভ অশ্বথ, এই নাম হইতে অনুমান হয়, ঋগ্‌বেদের এককালে শমীরই অরণি হইত (১০।৩১।৬০)। শমীর অপ্রাপ্তিহেতু অশ্বথের অরণি প্রচলিত হইয়াছিল। তথাপি শমীর সহিত সে অশ্বথের সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের আপ্রীসূক্তে 'বনস্পতি'র অগ্নি আহূত হইয়াছেন। বনস্পতি অশ্বথ না শমী? বোধ হয় অশ্বথ। শমী ভারতের সর্বত্র জন্মে না, পশ্চিমাংশে জন্মে।

সহিত অশ্বারোহণে মৃগয়ায় বিচরণ করিতে করিতে দেবীর ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেখানে যে যাইবে, সেই স্ত্রী হইবে। ইল রাজা স্ত্রী হইয়া পড়িলেন। তিনি শিবের শরণ লইলেন। শিব রাজাকে দেবীর শরণ লইতে বলিলেন। দেবী তাঁহাকে ছয় মাস পুরুষ, ছয় মাস স্ত্রী করিয়া দিলেন। যখন ইল রাজা নারী ইলা ছিলেন, তখন সোমপুত্র বুধ দ্বারা পুরূরবা নামক রাজার জন্ম হইয়াছিল। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা ছিলেন। উর্বশী তাঁহাকে কামনা করিয়াছিলেন। এই কথা হইল—শয্যার অন্যত্র তাঁহাকে নগ্ন দেখিলে তিনি চলিয়া যাইবেন। তিনি শয্যা-সমীপে পুত্রস্বরূপ দুই মেষ বদ্ধ করিলেন। "চতুরব্দে গতে রাত্রৌ" চারি বৎসর গতে রাত্রিকালে দেবতারা মেষদ্বয় হরণ করিলেন। ধ্বনি শুনিয়া রাজা নগ্ন অবস্থায় মেষদ্বয় জয় করিয়া আনিবার নিমিত্ত যেমন শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন, বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল। উর্বশী পুরূরবাকে নগ্ন দেখিয়া দিব্যলোকে চলিয়া গেলেন। রাজা উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে মানসসরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উর্বশী অপ্‌সরাদিগের সহিত বিচরণ করিতেছিলেন। রাজা তাঁহাকে পুনর্বার পাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু উর্বশী শাপমুক্তিহেতু আর ফিরিলেন না।

এখানে দ্রষ্টব্য, "রাত্রীঃ শরদশ্চতস্রঃ" উর্বশী পুরূরবার সহিত চারি বৎসর রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এক শরতের চারি রাত্রি নয়, চারি শরৎ বৎসরের চারি রাত্রি।

(৫) মৎস্যপুরাণে (২৪)

মৎস্যপুরাণ পুরূরবা-উর্বশীসংবাদ এক ভিন্ন আকারে লিখিয়াছেন। বুধ ও ইলার পুত্র পুরূরবা সপ্তদ্বীপাধিপতি ছিলেন। তিনি কেশী প্রভৃতি দৈত্যদিগকে কোটি কোটি বার পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহার অর্দ্ধাসনে বসিতেন। একদিন সূর্যের সহিত দক্ষিণ-আকাশচারী রথে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, দানবেন্দ্র কেশী চিত্ররেখা উর্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি বায়ব্যাস্ত্রে দানবকে পরাস্ত করিয়া উর্বশীকে দেবেন্দ্র-সমীপে পৌঁছাইয়া দেন। ইহাতে দেবগণের সহিত তাঁহার বিশেষ মিত্রতা স্থাপিত হয়। তাঁহার প্রীত্যর্থে ভরত মুনি 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' নামক নাটক অভিনয় করেন। উর্বশী লক্ষ্মীর অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। তিনি পুরূরবাকে দেখিয়া কামপীড়িতা হইয়া অভিনয় বিস্মৃতা হইলেন। ক্রোধে ভরত মুনি শাপ দিলেন—"তুই পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ ভূতলে সূক্ষ্মলতা হইবি। আর পুরূরবা সেই স্থানে পিশাচ-দেহ ভোগ করিবে।" তদনন্তর উর্বশী রাজার পত্নী হইলেন। শাপান্ত হইলে উর্বশী বুধপুত্র দ্বারা অষ্ট পুত্র লাভ করেন। যথা—আয়ুঃ, দৃঢ়ায়ুঃ ইত্যাদি।

কালিদাস এই উপাখ্যান অনুস্মরিয়া 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নামক নাটক রচনা করিয়াছেন।

এই অদ্ভুত উপাখ্যানের মধ্যেও কিছু কিছু সত্য আছে। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, পুরূরবা সূর্যের সহিত দক্ষিণ-আকাশচারী রথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অর্থাৎ সূর্যের যখন দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, রথে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত পুরূরবা

ছিলেন। দক্ষিণায়ন-আরম্ভ কালে বর্ষা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়তঃ কেশী নামক দানব উর্বশীকে হরণ করিয়াছিল। পূর্বে অপ্‌সরার নিবর্ণন প্রসঙ্গে অতিদীর্ঘ কেশবৎ রশ্মির উল্লেখ করিয়াছি। ঋগ্‌বেদে কেশী এক গন্ধর্ব (১০।১০৬)। তৃতীয়তঃ উর্বশী সূক্ষ্ম লতা হইয়াছিলেন অর্থাৎ ভূমিলগ্ন ও অদৃশ্য হইয়াছিলেন। পুরূরবা পিশাচ আকার পাইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে গন্ধর্বের যে আকার বর্ণিত আছে, তাহা সুন্দর নয়, পিশাচতুল্য বলা যাইতে পারে।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধ এইখানে সমাপ্ত করি। বৈদিক কৃষ্টির কালপ্রবাহ অতিশয় দীর্ঘ। পুরাণেও সে কাল প্রবাহিত হইয়াছিল।

---

* পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদ নানা গ্রন্থে আছে। বোম্বাই হইতে শ্রীশঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত এম-এ মহাশয় কালিদাস-কৃত বিক্রমোর্বশীয়ম্ নামক নাটকের ইংরেজী টীকাসম্বলিত এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন (Bombay Sanskrit Series No. xvi.)। এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে পণ্ডিত মহাশয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। যথা,—

ঋগ্‌বেদ ১০।৯৫, Griffith's Translation of R. V. X. 95; বৃহদ্দেবতা ৭।১৪০--১৪৭, শতপথ-ব্রাহ্মণ ৫।১-২, বিষ্ণুপুরাণ ৪।৬, ভাগবত ৯।১৪, দেবীভাগবত ১।২৩, কথাসরিৎসাগর ৩।৪-৩০, হরিবংশ ১০।২৬; বায়ুপুরাণ, বেদার্থদীপিকা; মৎস্যপুরাণ ২৪; Maxmuller's Chips, Vol. IV. Re-issue pp. 107. etc.

বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম্-এ

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা বা বত্রিশ সিংহাসনের বিভিন্ন রূপ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে। সম্প্রতি ইহার একটি অনালোচিতপূর্ব নূতন রূপের সন্ধান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি পুরাতন বাংলা পুথিতে (১৫৫৮) পাওয়া গিয়াছে।[১] ইহাতে বত্রিশ সিংহাসনের গল্পের মধ্য দিয়া কালীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে। তাই ইহার নাম কালিকামঙ্গল। পুত্তলিকাগুলির নামের মধ্যেও কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। দুঃখের বিষয়, প্রাপ্ত পুথিখানি অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাতে সমস্ত পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী পাওয়া যায় না। মাত্র বারটি পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী ইহাতে আছে। কাহিনীগুলিতে কালীভক্ত বিক্রমাদিত্যের পূর্ব ও বর্তমান জীবনের বৃত্তান্ত আনুপূর্বী অনুসারে বিবৃত হইয়াছে—কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনার বর্ণনামাত্র ইহাদের উপজীব্য নয়। ইহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হইবে। এখানে পুত্তলিকাদের নামের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। প্রথম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত নামগুলি যথাক্রমে এইরূপ —সুকেশ, জুগেশ (যোগেশ ?), ভীম, নীলসেন, নল, বক্রাক্ষ, হিঙ্গুলাক্ষ, মকরাক্ষ, অনল, অনিল, সূচিমুখ, বকদন্ত। ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেই এক একটি পুত্তলী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া সিংহাসনের প্রকৃত মালিকের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং তাঁহারই অনুরোধক্রমে সেই মালিক বিক্রমাদিত্যের জীবনের ক্রমিক বিবরণ প্রদান করিয়াছে।

পুথির রচয়িতা শিবরাম ঘোষ—পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ, মাতার নাম বোধ হয়

১। বত্রিশ সিংহাসনের সাধারণ রূপ সাহিত্য-পরিষদের অপর দুইখানি পুথিতে (৮৯৪, ৮৯৫) পাওয়া যায়। প্রথম পুথিখানির রচয়িতা রঙ্গাই ব্রাহ্মণ—দ্বিতীয় পুথির রচয়িতার নাম জানা যায় না। ৮৯৫ সংখ্যক খণ্ডিত পুথি অনুসারে সিংহাসনখানি ইন্দ্রের সভা হইতে কবি কালিদাস রাজার জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

আর দিন ইন্দ্রপুরে জায় কালিদাস।
রাজার বাখান করে করিয়া প্রকাশ।
সুখ ভোগ ছাড়িলেক যতেক রতন।
বড় তুষ্ট হইল্যেন সহস্রকারণ।
এ সব দুর্লভ রত্ন সভায় যাহার।
ধন্য ধন্য মহারাজ মহীতলে সার।
দেবরাজ বলে পুন আমি কহি কথা।
যেহি চাহ সেহি দিব কহিল সর্বথা।
এত শুনি কালিদাস মনে মনে গণে।
ধন চাহিলে দরিদ্র বলিবে সর্বজনে।
সিংহাসন মাগি লব রাজার কারণ।
এমত মনেতে ভাবি বলিল বচন।
সিংহাসন দেহ রাজা নিবেদি তোমাতে।
বিক্রমাদিত্য রাজা বসিবে ইহাতে।
বুঝিয়া তাহার মন সহস্রলোচন।
তোমার রাজারে আমি দিব সিংহাসন।
সিংহাসন লৈয়া তবে করিল গমন।
সিংহাসন আনি দিল রাজা বিদ্যমান। (পত্র ১-২)

রাধিকা[২]। পুথির বিভিন্ন ভণিতায় ইহাকে কালিকামঙ্গল, শ্যামার মঙ্গল, কালিকাপুরাণ, সিংহাসনবর্তিসার কথা, পুত্তলি সঙ্গীত, ষট্সম্বাদ ভাষা[৩] প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ভোজ কর্তৃক সিংহাসন প্রাপ্তির বিবরণ হইতে পুথির আরম্ভ। এ বিবরণটাও নূতন। এক ব্রাহ্মণ পাটনে গিয়া কোনও এক রাজার নিকট হইতে সাতটি মাণিক্য প্রাপ্ত হন এবং নিজ ব্রাহ্মণীর নিকট দিবার প্রার্থনা জানাইয়া ঐগুলি তিনি তাঁহার এক বন্ধু বণিকের হাতে দেন। বণিক্ উহা আত্মসাৎ করে। ব্রাহ্মণ ভোজরাজের নিকট এই অভিযোগ করিলে ভোজরাজ বণিক্ ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির নিকট এই অভিযোগের সত্যতা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। তাহারা সকলেই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করিলে ব্রাহ্মণ দণ্ডিত হন।

হাতে হাতকড়ি দিল কাঁকালেতে ডোর।
ব্রাহ্মণ হইল বন্দি জেন মত চোর। (৭খ)

বনের মধ্যে রাখাল বালকগণ এক বল্মীকস্তূপের উপর 'রাজা রাজা' খেলা করিতেছিল। কোটালের সহিত ব্রাহ্মণ ও বণিক্ যখন সেই পথে যাইতেছিলেন, তখন রাখাল রাজা তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া নূতন রকম বিচারের ব্যবস্থা করিলেন। বিবাদবিষয়ীভূত মাণিক্যের আকৃতি কিরূপ ছিল জানিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, বণিক্ ও সাক্ষিগণের প্রত্যেককে মাটি দিয়া সেই মাণিক্যের প্রতিকৃতি গঠন করিতে বলিলেন। সাক্ষীরা যে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছে, এই পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়িল।

রাখাল বিচারে সাধু সভায় হারিল।
কোটাল সাক্ষাতে সাত মাণিক্য মানিল।
ব্রাহ্মণ মাণিক পাইল রাখাল বিচারে।
দেখিয়া শুনিঞা সভে চিন্তিত অন্তরে। (১১খ)

রাখালের এই অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং পাত্রের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ইন্দ্রদত্ত দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা-শোভিত স্বর্ণমণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন ঐ স্থানে মাটির ভিতর রহিয়াছে। তাহারই ফলে ঐ স্থানে উপবিষ্ট রাখালের এত বুদ্ধি।

অতঃপর একদিন ভোজ সদলবলে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রাখালরাজের সঙ্গে মিত্রতা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাখালের অনুরোধক্রমে রাজা সেই বল্মীকস্তূপের উপর আরোহণ করিলেন।

২। রাজেন্দ্রঘোষের সুত রচিল কৌতুকে (১২২খ, ১২৮ক)। রাধিকানন্দন শিবরাম ঘোষ ভণে (১২৩খ), রাধিকানন্দন কবি (১২৬খ, ১২৭খ)।

৩। কালিকামঙ্গল (৪২ক, ৫৪ক, ১৩৩খ, ১৩৪ক, ১৩৭খ, ১৪৫ক, ১৪৫খ)। শ্যামার মঙ্গল (১০২ক)। কালিকাপুরাণ (কালিকাপুরাণ গীত তন্ত্রের বিধানে—১৪৭ক, ষট্সম্বাদভাষা কালিকাপুরাণে ১১১খ)। সিংহাসন বর্ত্তিসার কথা (১১৭খ, ১৩৬খ, সিংহাসন বর্ত্তিসার কথা কালিকামঙ্গল—১১৮ক)। পুত্তলিসঙ্গীত (শিবরাম ঘোষ গান পুত্তলিসঙ্গীত (১৪খ, ১২৫ক)। ষট সম্বাদভাষা (১১১খ ১২৬খ)।

উঠিয়া রাজারে শিশু আলিঙ্গন দিতে।
মঞ্চে হৈতে রাখালেরে পেলে নরনাথে॥
ভূমেতে পড়িয়া শিশু হাতে লৈয়া ছাট।
ধেনু চরাইতে চলে অতি দূর বাট॥ (১৪ক)

মাটিকাটার ফলে সেই স্থান হইতে বিচিত্র সিংহাসন বাহির হইল।

কনকগঠিত সর্ব্বরত্ন সিংহাসন।
বর্ত্তিস পুতুলি তাহে কনকগঠন॥
কাঞ্চনগঠিত বর্ত্তিস সিংহের উপরে।
বর্ত্তিস পুতুলি বর্ত্তিস পৈঠার উপরে॥ (১৪খ)

'মকরমাসেতে শুক্লাতিথি ত্রিয়দসি'তে রাজা সিংহাসনে বসিবার আয়োজন করিলে প্রথম পৈঠার সুকেশ নামে পুত্তলিকা রাজাকে বাধা দিল এবং সিংহাসনের উপযুক্ত মালিক বিক্রমাদিত্যের পূর্বজীবনকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য পূর্বজন্মে কঙ্কণ নামক মুনি ছিলেন। তিনি বঙ্কিণী বা কালীর উপাসনা করিতেন। উপাসনায় পরিতুষ্ট হইয়া দেবী বর দিতে আসিলে কঙ্কণ মুনি দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন—

দান মোরে দেহ বিদ্যা চুরি। (১৬খ)

বাঞ্ছিত বর পাইয়া কঙ্কণ স্বর্গে গমন করিলেন, এবং

ইন্দ্র আদি করি দশ দিক্‌পাল ঘরে।
মন্ত্রতেজে তপোধন নিত্য চুরি করে॥
... ...
পরীক্ষা করয়ে মুনি দেবতার মন।
পুনরপি দেয় লৈয়া যার যত ধন॥ (১৭ক)

অতঃপর মুনি একে একে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমস্ত আভরণ চুরি করিলেন। অপহৃত বস্তু ফেরত দিতেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রের দ্বারা মুনির দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিলেন (২০ ক)। দেহবিচ্যুত মুণ্ড কালিকা দেবীকে স্মরণ করিল। অনুগত ভক্তের এই অসম্ভাবিত বিপদে কালিকা দেবী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। দেবীর ক্রোধে সমস্ত দেবকুল ভীত হইলেন—স্বয়ং শিব ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন—

তোমার সেবক না জানি আমি।
ক্ষেম অপরাধ দেখিয়া স্বামি॥
জন্মি পৃথিবীতে হইব রাজা।
তোমার সেবকের বাড়িব প্রজা॥
হব অষ্টসিদ্ধি উহার অঙ্গে।
রক্ষিব সতত তব প্রসঙ্গে॥ (২২ক)

এই কথা বলিয়া প্রথম পুত্তলী সুকেশ সিংহাসন হইতে খসিয়া পড়িল। তখন ভোজ

আবাব সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে জুগেস পুত্তলি তাঁহাকে নিষেধ করিল এবং রাজার অনুরোধে কঙ্কণের পরজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিতে লাগিল।

কনকাদিত্য নামক চক্রবর্তী রাজাব দ্বিতীয়া পত্নী কলাবতীর গর্ভে কঙ্কণ মুনি বিক্রমাদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—কনকাদিত্যের 'অগ্রজ নন্দন' ছিলেন শকাদিত্য। এই বলিয়া জুগেশ পুত্তলি খসিয়া পডিল এবং ভোজ পুনর্বার সিংহাসনে আরোহণ করিতে চেষ্টা কবিলে ভীম পুত্তলী বাধা দেয় এবং ভোজরাজের অনুরোধে বিক্রমাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে থাকে। পঞ্চম বৎসর বয়সে বিক্রমাদিত্যের পিতৃবিয়োগ হইল এবং মাতা স্বামীর অনুগমন করিলেন। তখন শকাদিত্য রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিক্রমাদিত্য 'তন্ত্র বিধান মন্ত্র করিলা গ্রহণ'। একদিন বাত্রিকালে মহাকালী স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন—'রাজা হৈয়া কর পুত্র প্রজার পালন।' পরদিন বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠের ঘরে গিয়া কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ভীমপুত্তলীও এই পর্য্যন্ত বলিয়া খসিয়া পড়িল। (২৭খ)

তৎপরে রাজাব পুনবায় সিংহাসন আবোহণের চেষ্টা এবং নীলসেন পুত্তলী কর্তৃক বাধা প্রদান ও বিক্রমাদিত্যের চবিত্রের পববর্তী অংশের বিবরণ। এক বৎসব রাজত্ব করিবাব পর বিক্রমাদিত্য গুরুর নিকট গমন করিলে গুরু ভ্রাতৃহত্যাকারীর মুখদর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। তখন গুরুর অভিপ্রায়ানুসারে তিনি পাপমুক্তির জন্য পাত্রমন্ত্রি-গণের উপর রাজ্যের ভার দিয়া একাকী তীর্থযাত্রা করিলেন।

যাত্রাকালে মহারাজ কহে পাত্রগণে। রাজপাটে কদাচিৎ না ছাড়াবে কোষ।
কোষমধ্যে ভক্ষ্যদ্রব্য রাখিবে যতনে। ভক্ষ্যদ্রব্য পাইলে দেবের হইব সন্তোষ। (২৯ক)

রাজাব কথামত যত দিন কোষগৃহ খাদ্যপূর্ণ ছিল, তত দিন ভট্ট বেতাল সুখে উহা ভোজন করিল। পরে কোষ শূন্য হইলে তাহারা কিছুদিন উপবাসী থাকিয়া যিনি রাজা হন, তাঁহাকেই ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে স্বদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। একদিন রাজা নগরের মধ্যে এক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে কোটাল আসিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল—পরদিন তাঁহাকে রাজা হইতে হইবে। এই কথায় সপরিবারে সেই ব্রাহ্মণ অতিশয় বিচলিত হইলেন। রাজা তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ব্রাহ্মণের পরিবর্তে নিজে রাজপদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তার পর যথারীতি তাঁহার অভিষেক হইলে তিনি ভেটের সমস্ত জিনিষের দ্বারা কোষগৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিলেন। রাত্রিতে ভট্টবেতাল সেখানে আসিয়া পরিতোষ সহকারে আহার করিয়া দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। তাহাদের কথোপকথনে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজা তাহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল—'ভ্রাতৃহত্যা পাপ এখনও দূরীভূত হয় নাই, সেই পাপ দূর হইলে আমরা পরিচয় প্রদান করিব'। এই পর্যন্ত বলিয়া নীলসেন সিংহাসন হইতে মাটির উপর খসিয়া পড়িল (৩২ খ)।

অতঃপর নল নামক পঞ্চম পুত্তলী বলিতে লাগিল। ভট্টবেতালের পূর্বোক্ত আচরণে

অসন্তুষ্ট হইয়া বিক্রম কিছুদিন পরে পুনরায় গুরুদেবের নিকট গমন করেন এবং গুরুর উপদেশ মত কয়েক মাস 'সজীব সকুনপোনা' ভক্ষণ করেন। পরে সেই মৎস্যের আধার 'মৃতসঞ্চারিণী' কুণ্ডের নিকট পুরী নির্মাণ করিয়া কালীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে পায়ের আঙুলে আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূতদেহ বিক্রমাদিত্য কুণ্ডে পতিত হন এবং পুনর্জীবন লাভ করেন। এইরূপে প্রতিদিন পাঁচ বার হিসাবে সহস্র 'তুসলী' অনুষ্ঠান করিয়া তিনি ভদ্রকালীর কৃপার পাত্র হন এবং দেবীর প্রসাদে পূর্বপাপ হইতে মুক্ত হন ও 'ভট্টবেতাল আদি করি' অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন।

ষষ্ঠ পুত্তলী রক্তাক্ষের বিবরণ (৩৭খ—৪৪খ) হইতে রাজার সাধনার বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্য দেবপূজায় যথেষ্ট খরচ করিতেন, তাঁহার এক পূজারী ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন ব্রাহ্মণ নিজ নামে সঙ্কল্প করায় দেবতা পূজা গ্রহণ করিলেন না এবং স্বপ্নে সে কথা রাজাকে জানাইলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে রাজা বলিলেন—

এক বৃন্তে পাঁচ চাঁপা কনকগঠিত।
আনিবারে পার যদি আমার বিদিত।
তবে পুনরপি পাবে দেব পুজিবারে। (৩৮খ)

ব্রাহ্মণ রাজনির্দিষ্ট চম্পকের অন্বেষণে দেশদেশান্তর ঘুরিতে ঘুরিতে লোকালয় ছাড়িয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এক কুমীরের পিঠে চড়িয়া তিনি সেই অরণ্যের নদী পার হইলেন। কিছু দূর যাইয়া তিনি এক আমগাছ দেখিতে পাইলেন। আমগাছ নিজের দৈন্যের কথা প্রকাশ করিয়া রাজার নিকট উহা নিবেদন করিতে ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিল। গাছের দৈন্যের কারণ—গাছের ফল কেহ গ্রহণ করে না। আর কিছু দূর যাইয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ংবর-বেশধারিণী পাঁচটি সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের বর জুটিতেছিল না। তাহারাও তাহাদের দুঃখের কথা রাজাকে জানাইতে বলিল। ছয় মাস এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্রাহ্মণ এক 'ঝারা'র নিকট উপস্থিত হইলেন—সেখানে এক বৃন্তে পাঁচটি করিয়া রাজার কথিতমত অসংখ্য কনকচাঁপা ভাসিতেছিল। ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া হাজার চাঁপা লইয়া বৎসরান্তে দেশে ফিরিলেন। রাজা কিন্তু সে ফুলে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি গাছ হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে বলিলেন—কারণ, নির্মাল্যপুষ্পে তাঁহার কাজ চলিবে না। কুমীর, আমগাছ ও পঞ্চ যুবতীর কথা শুনিয়া তিনি তাহাদের পূর্বজীবনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন—তাহাদের পূর্বজন্মের নিজ নিজ কর্মফলেই তাহাদের বর্তমান দুঃখ। ব্রাহ্মণকে দান ও ব্রাহ্মণ সেবা করিলে তাহারা উদ্ধার পাইতে পারিবে।

অতঃপর ব্রাহ্মণ পুনরায় সেই অরণ্যে গমন করিলেন এবং সরোবরের তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে সরোবরের শেষ প্রান্তে এক শিবমন্দির দেখিতে পাইলেন।

কনকনির্মিত শিবলিঙ্গ সেই পুরে। বিন্দু বিন্দু রক্ত সেই মুণ্ড হৈতে ঝরে।
কঙ্কণের মুণ্ড দেখি ত্রিসক উপরে। এক বৃন্তে পাঁচ চাঁপা পরে শিবশিরে। (৪৩ক)

কঙ্কণের মুণ্ডকে রাজমুণ্ড ভাবিয়া ব্রাহ্মণ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে দৈববাণীতে আশ্বস্ত হইয়া তিনি চাঁপা লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। ফিরিবার পথে কুমীর প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে রাজার অলৌকিক সাধনার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ কর্মে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন।

সপ্তম পুত্তলী হিঙ্গুলাক্ষ রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির ইতিহাস বর্ণন প্রসঙ্গে (৪৫ক-৫৮ক) নেপাল নামক ব্রাহ্মণ রাজা কিরূপে এই সিংহাসন পাইয়াছিলেন, তাহার

বিবরণ দেয়। ইন্দ্র নেপালের সহিত বন্ধুত্ব কবিবার অভিলাষে বিশ্বকর্মার দ্বারা এই সুন্দর সিংহাসন প্রস্তুত করান এবং বৈদিক ব্রাহ্মণকুলের রাজা নেপালকে ইহা উপঢৌকন দিয়া তাহার সহিত মিতালি করেন। নেপালের স্ত্রী সুধামুখীর গর্ভজাত মৌনবতী নাম্নী কন্যা পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন—

চারি প্রহর রাত্রেতে বলাব চারি বার। ধর্মরাজ সাক্ষী করি কন্যা মৌনবতী।
সেই সে আমার কান্ত কহিলাঙ সার। আমারে বলাব যেই সেই মোর পতি। (৪৬খ)

রাজার নিমন্ত্রণে নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজকুমার আসিলেন, কিন্তু কেহই রাজ-কন্যাকে কথা বলাইতে পারিলেন না। ফলে সকলকেই দেবী ভদ্রকালীর সম্মুখে বলি দিয়া দেবীর তৃপ্তি সাধন করা হইল। সুধাকর নামক ভাট কোটালকে ঘুস দিয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়া প্রতিজ্ঞা কবিল—'যদি সেই কন্যা পাই তবে যাব দেশ'। অতঃপর ভাট নানা রাজার সভায় ঘুরিতে ঘুরিতে কুশাবতী রাজ্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইল এবং রাজার নিকট প্রার্থনা কবিল—মৌনবতীকে জয় করিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে। কালিকার প্রসাদে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক মৌনবতীলাভের দীর্ঘ বিবরণ হিঙ্গুলাক্ষ, মকরাক্ষ, (৫৮ক—৬২খ ?) অনল (৬২খ—৭২খ), অনিল (৭২খ—৮৫খ) ও সুচিমুখ (৮৫খ—১১৮ক) নামক পুত্তলীর কাহিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মৌনবতীর সহিত বিবাহে যৌতুক হিসাবে বিক্রমাদিত্য এই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ছয় মাস পরে দেশে ফিরিয়া রাজা অশেষ-ক্লেশলব্ধ মৌনবতীকে সুধাকর ভাটের হস্তে সমর্পণ করেন।

দ্বাদশ পুত্তলী বকদন্ত যোগিবেশধারী শিব কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের ছলনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছে (১১৮খ প্রভৃতি)। বিক্রমাদিত্য সমাগত যোগীর যথোচিত সমাদর করিলেও যোগিরূপী মহাদেব ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অধার্মিক রাজার সভা ত্যাগ করেন। বিক্রমের অনুনয়বিনয়ে মহাদেব প্রকৃত ধার্মিক রাজার লক্ষণ ও নাম ব্যক্ত করেন—

তাহারে ধার্মিক বলি সেই ধন্য দেশে। সুকোমল তনু ধরে রাজার বালিকা।
মর্যাদামন্ত নৃপবর যেই রাজ্যে বৈসে। এহ চারি জাতি রহে জেই অন্তঃপুরী।
অপরিচয় মৈত্র আর স্ত্রি গোপীনিকা (?)। তাহার সভায় পাত্র আমি ভিক্ষা করি। (১২০ক—খ)

এই লক্ষণানুসারে প্রকৃত ধার্মিক রাজা বীরবল নামক ভোজ নৃপবর। বীরবলের কন্যা ভানুমতী। এই ধার্মিক নরপতির প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষভাবে জানিবার উদ্দেশ্যে, বিক্রমাদিত্য পাত্রদের উপর রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া ভট্টবেতাল সহ ভোজনগরে উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমে অপরিচয়মৈত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ক্ষত্রিয়যুবতী অতঙ্গা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যায় ও তাঁহার প্রচুর পরিচর্যা করে। সেখান হইতে রাজা মেধস মুনির কন্যা গণিকা লক্ষহীরার অট্টালিকা দেখিতে পান। লক্ষহীরার প্রতি রাজার গোপন আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়া অতঙ্গা রাজাকে লক্ষহীরাকে দেয় শুল্কস্বরূপ লক্ষ মুদ্রা দান করে। লক্ষহীরার গৃহে গিয়া রাজা যখন তাহার সহিত 'হাস্যপরিহাস' করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ এক বানর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং হীরার অনুরোধে রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে মহীরাবণের উপাখ্যান বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনী শুনিয়া বিক্রম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং লক্ষ টাকাই বানরকে দান করিলেন। পরদিন অতঙ্গা রাজাকে দুই লক্ষ টাকা দিল। রাজা পুনরায় লক্ষহীরার গৃহে উপস্থিত হইলে শিবের আদেশে এক শুক সেখানে হাজির হইল ও হীরার অনুরোধে মধুকৈটভ বধ প্রভৃতি দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিল। এই বর্ণনা মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যাংশ অনুসরণ করিয়া রচিত। দুঃখের বিষয়, পুথি অসমাপ্ত—মহিষাসুরের সেনানীবধ পর্যন্ত ইহাতে আছে।

শব্দচর্চা

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

১। কৃষ্টি

শব্দের এক বিচিত্র লীলা এই যে, একই শব্দ একই বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা সম্প্রতি 'কৃষ্টি' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আলোচনা করিব। ইংরেজী কাল্‌চার (Culture) অর্থে বাঙ্গালায় 'কৃষ্টি' শব্দটি অনেকে ব্যবহার করিতেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'কৃষ্টি' শব্দের এরূপ প্রয়োগ সমীচীন মনে করিতেন না (কালচার; প্রবাসী, ১৩৪২, ভাদ্র)। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় জানাইয়াছেন—তিনিই সম্ভবতঃ ইহার প্রথম প্রবর্তক। অমরকোষে এবং মেদিনীকোষে 'পণ্ডিত' অর্থে ইহার প্রয়োগ দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন,—'কৃষ্টি নব-রচিত নয়, কিন্তু অর্থে অবিকল Culture' ('কৃষ্টি ও সংস্কৃতি', প্রবাসী, ১৩৪২, আশ্বিন)।

মনুষ্য বা মনুষ্য জাতি অর্থে বৈদিক সাহিত্যে (স্ত্রীলিঙ্গ) 'কৃষ্টি'র বহুল প্রয়োগ সুবিদিত, যথা,—

মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে	ঋগ্‌বেদ, ৩. ৫৯.১
সং তে নমন্ত কৃষ্টয়ঃ	ঐ ৭. ৩১ ৯
রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীণাম্	ঐ ১. ৫৯. ৫
মানবীঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ	অথর্ববেদ, ৩. ২৪. ৩

নিরুক্তকার 'কৃষ্টি'র অর্থ করিয়াছেন—'কৃষ্টয় ইতি মনুষ্যনাম কর্মবন্তো ভবন্তি বিকৃষ্টদেহা বা।' সায়ণাচার্য্য এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

লৌকিক সংস্কৃতে 'কৃষ্টি'র অর্থ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রচলিত সকল সংস্কৃত কোষেই 'কৃষ্টি'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষ, কল্পদ্রুকোষ (Gaekwad's Oriental Series), অভিধানচিন্তামণি (হেমচন্দ্র সুরি) এবং অভিধানরত্নমালায় (ed. Aufrecht) 'কৃষ্টি' (পুংলিঙ্গ) কেবল পণ্ডিত অর্থে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোক্ত কোষগুলিতে 'কৃষ্টি'র অন্য অর্থও (১—৫, কর্ষণ; ৬. কর্ষণ ও মনুষ্য) দেখিতে পাওয়া যায়,—

১। শাশ্বতকোষ (ed. K. G. Oka)—কৃষ্টিরাকর্ষণে বুধে।

২। অনেকার্থসংগ্রহ (ed. Zachariae ; 2, 83)—কৃষ্টিঃ কর্ষণধীমতোঃ।

৩। বৈজয়ন্তী (ed. Oppert)—কৃষ্টির্বিলেখে প্রাজ্ঞে না।

৪। বিশ্বলোচনকোষ (শ্রীধরসেনাচার্যকৃত)—কৃষ্টির্বুধে না কর্ষে স্ত্রী।

৫। মেদিনীকোষ—কৃষ্টিঃ স্যাদ্ আকর্ষে স্ত্রী বুধে পুমান্।

৬। নানার্থসংক্ষেপ (Trivandum Sanskrit Series, no. xxiii, part 1 ; kārikās, 276-277)—কৃষ্টিস্তু কর্ষণে, মনুষ্যে চ স্ত্রিয়াং না তু বিপশ্চিতি।

পণ্ডিত অর্থে 'কৃষ্টি'র নির্বচন করিতে গিয়া অমরকোষের টীকায় ক্ষীরস্বামী বলিয়াছেন— 'কর্ষতি বিবিঙ্‌ক্তে (বিচার করেন) কৃষ্টিঃ।' টীকাসর্বস্বকার সর্বানন্দের মতে—'কর্ষতি নিষ্কর্ষতি (সার গ্রহণ করেন) ইতি কৃষ্টিঃ।'

সংস্কৃতের অভিধানে পণ্ডিত অর্থে কৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাইলাম ; কিন্তু সাহিত্যে ইহার প্রয়োগ আছে কি ? Monier Williams-এর অভিধানে (Sanskrit-English Dictionary, new edition) পণ্ডিত অর্থে 'কৃষ্টি'র দুইটি প্রয়োগের নির্দেশ রহিয়াছে— হরিবংশে একটি এবং স্কন্দপুরাণে একটি। হরিবংশের প্রয়োগটি এইরূপ—

চেতনং পুষ্করং কোশৈঃ ক্ষুধাধ্মাতৈঃ সমন্ততঃ।
ন ঘৃণীনাং ন রম্যাণাং বিবেকং যান্তি কৃষ্টয়ঃ ॥

A. S. B. ed., 1839, sloka no. 3588.
বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ. ১৪১, শ্লোক ৪০।

শ্লোকটি একটু দুরূহ, নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যার* অনুগত অনুবাদ দেওয়া হইল—

সর্বতঃ পরিব্যাপ্ত বায়ুপূরিত কোশ (চর্মকোশ) সদৃশ মেঘসমূহের দ্বারা আকাশ চেতনবৎ প্রতীয়মান হইল (চারি দিকে গতিশীল মেঘসমূহের দ্বারা আকাশও গতিশীল মনে হইতে লাগিল)। রাত্রি (রম্যাণাং) এবং দিবসের (ঘৃণীনাং) পার্থক্য মানবেরা (কৃষ্টয়ঃ) যে অনুভব করিতে পারে নাই, তাহা নহে (বর্ষার প্রভাবে আপাততঃ দুর্লক্ষ্য পার্থক্য তাহারা অনুভব করিতে পারিয়াছিল। মেঘজনিত অন্ধকারে আবৃত দিনগুলি রাত্রির মত মনে হইল)।

নীলকণ্ঠ 'কৃষ্টি'র বৈদিক অর্থ লইয়াছেন। তবে তিনি শ্লোকটির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে 'কৃষ্টি'র পণ্ডিত বা নিপুণ, এই লৌকিক অর্থ গ্রহণ করিলে ভাল হইত। শ্লোকটির শেষার্ধের অনুবাদ একটু পরিবর্তিত করিয়া এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে—

নিপুণ ব্যক্তিরা(ও) না রাত্রির, না দিবসের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলেন (অর্থাৎ রাত্রি ও দিবসের কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলেন না)।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, পূর্বোক্ত কেশবস্বামিপ্রণীত নানার্থসংক্ষেপ ব্যতীত অন্য কোন কোষেই 'কৃষ্টি'র মনুষ্য অর্থ দেওয়া নাই। মনে হয়, কোষকারগণ সাধারণতঃ লৌকিক সংস্কৃতে মনুষ্যবাচক 'কৃষ্টি'র প্রয়োগ দেখিতে পান নাই।

স্কন্দপুরাণে 'কৃষ্টি'র প্রয়োগ কোথায় রহিয়াছে, M. Williams-এর অভিধানে তাহার কোন উল্লেখ নাই। Aufrecht তাঁহার সম্পাদিত অভিধানরত্নমালায় (১৮৬১) 'কৃষ্টি'র পণ্ডিত অর্থে প্রয়োগ দেখাইবার জন্য স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড হইতে অনন্তরোক্ত শ্লোকটির পূর্বার্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

---

* চেতনমিতি। ক্ষুধাধ্মাতৈর্বায়ুনা পূরিতৈঃ কোশৈশ্চর্মকোশসদৃশৈর্মেঘৈরুপলক্ষিতং পুষ্করম্ অম্বরং চেতনমিব ভাতীতি লুপ্তোপমা। সর্বতশ্চলদ্ভির্মেঘৈর্নভোঽপি চলতীবেত্যর্থঃ। এবমপি কৃষ্টয়ঃ প্রজা রম্যাণাং রাত্রীণাং ঘৃণীনাং দিবসানাঞ্চ বিবেকম্ অন্যোঽন্যতঃ পৃথক্ত্বং ন যান্তীতি ন ; অপি তু যান্ত্যেবেতি যোজনা। মেঘোত্থান্ধকারাবৃতানি দিনানি রাত্রিকল্পান্যভূবন্নিত্যর্থঃ।

ন চিন্তয়েদ্ অনিষ্টানি তস্মাৎ কৃষ্টিঃ কদাচন ।
বিধিদিষ্টং যতো ভাবি কলুষং ভাবি কেবলম্ ।
কাশীখণ্ড (পূর্বার্ধ, ১২. ৩০) ।

পণ্ডিত লোক ভবিষ্যৎ অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না, কারণ, বিধিনির্দিষ্ট ভাবী (ভাবি) অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী (ভাবি কেবলম্) ।

স্কন্দপুরাণে ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োগ M. Williams লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, তাহা অনুসন্ধেয় । লৌকিক সংস্কৃতে কৃষ্টির আরও প্রয়োগ থাকা অসম্ভব নয়, তবে প্রয়োগ যে বিরল, তাহা অবিসংবাদিতভাবে বলা চলিতে পারে । আর কোষকারগণ সব সময় প্রয়োগ দেখিয়াই যে শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে—পূর্ববর্তী কোষের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ শব্দার্থগুলিও লইয়াছেন । এ বিষয়ে শাশ্বতের উক্তি স্মরণীয় :—

পূর্বাচার্যপ্রসাদেন বিদিত্বা শব্দবিস্তরম্ ।
ক্রিয়তে শাশ্বতেনায়ম্ অনেকার্থসমুচ্চয়ঃ ।
... ...
প্রসিদ্ধৈরপ্রসিদ্ধৈশ্চ শব্দৈরেষ বিনির্মিতঃ ।
প্রসিদ্ধৈর্গ্রথিতুং গ্রন্থম্ অপ্রসিদ্ধৈশ্চ বেদিতুম্ ।
শাশ্বতকোষ (ed. K. G. Oka, p. 1)

বৌদ্ধকোষ মহাব্যুৎপত্তিতে* (Mahavyutpatti, Bib. Buddhica, § 143. 16) পণ্ডিতপর্যায়ে 'আকৃষ্টিমান্' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা হইতে মনে হয়, পাণ্ডিত্য অর্থে 'কৃষ্টি' বৌদ্ধসংস্কৃতে প্রচলিত ছিল ।

লৌকিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতে 'কৃষ্টি'র প্রয়োগ হইতে বুঝা যায়, বিলেখনার্থক কৃষ্ ধাতুর অর্থ ইহাতে একটু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । 'ক্যাল্‌চ্যর' (Culture <Colere = to till) ও 'কৃষ্টি' (< √কৃষ্ = বিলেখন, কর্ষণ) দুইটি শব্দের মূল ধাতুর অর্থ এক, এবং দুইটিতেই মূল ধাতুর 'ভৌতিক ও মানসিক দুই অসবর্ণ অর্থকে একই শব্দের পরিণয়গ্রন্থিতে আবদ্ধ' করা হইয়াছে । তাই সংস্কৃত সাহিত্যে 'কৃষ্টি' শব্দের অর্থ ও প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'ক্যাল্‌চ্যর্' অর্থে বাঙ্গালায় ইহার ব্যবহার অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । রবীন্দ্রনাথ 'ক্যাল্‌চ্যর্'এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে 'সংস্কৃতি'র পক্ষপাতী । 'সংস্কৃতি'র ব্যবহার চলে চলুক, কিন্তু 'কৃষ্টি'কে অপাঙ্‌ক্তেয় করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়

---

* মহাব্যুৎপত্তির তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ রহিয়াছে এবং ডাঃ সাকাকির সম্পাদনায় জাপান হইতে বাহির হইয়াছে । তিব্বতী অনুবাদ সহ মহাব্যুৎপত্তির কিয়দংশ বহুদিন পূর্বে (রয়েল) এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল হইতে বাহির হইয়াছিল, অবশিষ্ট অংশ শীঘ্র বাহির হইবে আশা করা যায় । আকৃষ্টিমানের তিব্বতী অনুবাদ 'লোব্‌স্-স্ব্যোন্-প' অথবা 'লোদ্রব-র্কোন্-প'= ক্ষিপ্রবোদ্ধা । কৃষ্টির (পুংলিঙ্গ) তিব্বতী অনুবাদ 'মৃখস্-প = 'পণ্ডিত' (Amarakosa with Tibetan Translation, ed. Vidyabhushana ; p. 176, Sloka 5)

না। একই ভাব প্রকাশের জন্য একাধিক শব্দের ব্যবহার সব ভাষাতেই বোধ হয় রহিয়াছে। যেখানে যে শব্দের প্রয়োগ শোভন, সেখানে সেই শব্দের প্রয়োগ ত সুষ্ঠু সাহিত্য-রীতি।

"সাংস্কৃতিক ইতিহাস (Cultural history) ক্রৈষ্টিক ইতিহাসের চেয়ে শুনায় ভাল। সংস্কৃত চিত্ত, সংস্কৃত বুদ্ধি, Cultured mind, Cultured intelligence অর্থে কৃষ্ট চিত্ত, কৃষ্ট বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রয়োগ সন্দেহ নেই। যে মানুষ Cultured তাকে কৃষ্টিমান্ বলার চেয়ে সংস্কৃতিমান্ বললে, তার প্রতি সম্মান করা হবে।" কবিগুরুর এই উক্তির প্রতিবাদ দুঃসাহসিকতা। 'ক্রৈষ্টিক' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে 'কৃষ্টি' হইতে তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে শব্দটি 'কার্ষ্টিক' হওয়া উচিত। বাঙ্গালায় ঋএর উচ্চারণ রি, 'কৃষ্টি' উচ্চারিত হয় 'ক্রিষ্টি'। এই 'ক্রিষ্টি' হইতে 'ক্রৈষ্টিক' গঠিত হওয়া সম্ভব। 'ক্রৈষ্টিক বা কার্ষ্টিক ইতিহাস' অত্যন্ত বিকট, কিন্তু 'সাংস্কৃতিক ইতিহাস'ও খুব ভাল লাগে না। শ্রুতিকটুতা পরিহার করিয়া 'কৃষ্টিমূলক, কৃষ্টিগত অথবা কৃষ্টির ইতিহাস' বলিতে পারি না কি? Personal life 'বৈয়ক্তিক জীবন' না বলিয়া 'ব্যক্তিগত জীবন' ত সকলেই বলিয়া থাকি। সংস্কৃত ভাষাতেও সব সময় কেবল তদ্ধিত প্রত্যয়েক সাহায্যে বিশেষণ পদ করা হয় না। " 'সংস্কৃত চিত্ত, সংস্কৃত বুদ্ধি…' 'কৃষ্ট চিত্ত, কৃষ্ট বুদ্ধি'র চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রয়োগ" কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 'উৎকৃষ্ট প্রয়োগ'ই প্রমাণ, 'কৃষ্ট চিত্ত', 'কৃষ্ট বুদ্ধি' অনুৎকৃষ্ট নহে। এইরূপ 'কৃষ্টিমান্' যে সম্মানের ন্যূনতাসূচক, তাহা সকলে স্বীকার করিতে রাজী নহেন। আর 'তাত্ত্বিকেরা "হায় কৃষ্টি" "হায় কৃষ্টি" বলে বক্ষে করাঘাত' (বাংলা ভাষা পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৮০) করিলেও শব্দবিদ্যায় তাঁহারা অতাত্ত্বিক প্রমাণিত হইবেন না।

২। চতুরস্র

পূর্বোক্ত বৌদ্ধকোষ মহাব্যুৎপত্তিতে পণ্ডিত পর্যায়ে 'চতুরস্র'* শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। Bib. Buddhica সংস্করণে (২১৪৩.১৬) 'চতুরস্রে'র পরিবর্তে চতুর পাঠ গৃহীত হইয়াছে এবং পাদটীকায় কয়েকটি পুথির সম্মত পাঠরূপে 'চতুরস্রে'র উল্লেখ রহিয়াছে। ডাঃ সাকাকি তাঁহার সংস্করণেও (২৯১০) 'চতুর' পাঠ লইয়াছেন। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে সংগৃহীত নারথাঙ্ (স্নর্-থঙ্) সংস্করণের তেঙ্গুরে মহাব্যুৎপত্তিতে (ব্স্তন্-'গ্যুর, ম্দো, গো, পৃঃ ২৮১খ. ৫) 'চতুরস্র' পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়; কোন বিশেষ কারণ না থাকায় এই পাঠ পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে হইতেছে না। সংস্কৃত

* তিব্বতী 'গ্রিম্স্-প'। মহাব্যুৎপত্তিতে চতুষ্কোণ অর্থে চতুরস্র (তিব্বতী গ্রু-ব্শি) রহিয়াছে (Bib, Bud. 101. 50 ; Sakaki, 1886)। চতুরস্রক শব্দও ইহাতে পাওয়া যায় (Bib. Bud., 273. 92 ; Sakaki. 8992) ; ইহার তিব্বতী অনুবাদ 'গোর্-বু'। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের তিব্বতী-ইংরাজী অভিধানে (পৃ. ২৩১) 'গোর-বু'এর দুইটি অর্থ দেওয়া আছে—(১) চতুরস্রক, quadrangle ; (২) কলম্বিকা, wisdom—(কলম্বিকা সর্ববিদ্যা ইতি হেমচন্দ্র, শব্দকল্পদ্রুম)। দ্বিতীয় অর্থটি পণ্ডিতপর্যায়ে চতুরস্র পাঠের সমর্থক। কিন্তু দাস মহাশয় কোথা হইতে এই অর্থ পাইলেন, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

সাহিত্যে 'চতুরস্র' বা 'চতুরশ্র' (পাণিনি, ৫.৪ ; ১২০) সুপ্রচলিত। নিম্নে ইহার কয়েকটী প্রয়োগ উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) স্কন্ধাবারং বৃত্তং দীর্ঘং **চতুরস্রং** বা। অর্থশাস্ত্র (শ্যামশাস্ত্রিসম্পাদিত), ১০. ১৪৭

(২) মনুষ্যবাহ্যং **চতুরস্রযানম্** অধ্যাস্ত। রঘুবংশ ৬. ১০

(৩) **চতুরস্রং** চ পীঠম্। অগ্নিপুরাণ (আনন্দাশ্রম), ৩৩. ২৫

(৪) বভূব **তস্যাশ্চতুরস্রশোভি** বপুঃ। কুমারসম্ভব, ১.৩২

(৫) বন্ধুভির্বন্ধসংযোগঃ স্বজনে **চতুরস্রতা**।
উচিতানুবিধায়িত্বমিতি বৃত্তং মহাত্মনাম্। অগ্নিপুরাণ (আনন্দাশ্রম), ২৩৯. ২২

(৬) ইত্যত্র ব্যাজস্তুতিরলঙ্কার ইতি ব্যাখ্যায়ি কেনচিৎ তন্ন **চতুরস্রম্**। ধ্বন্যালোক (Kashi Sanskrit Series) পৃঃ ৪৮৭

উল্লিখিত প্রয়োগগুলির প্রথম তিনটীতে 'চতুরস্র' চতুষ্কোণ, এই মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে , শেষোক্ত তিনটী স্থলের অর্থ লাক্ষণিক—সুসমঞ্জস, শোভন, সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে ইংরাজীর square deal, to get things square ইত্যাদি প্রয়োগে square শব্দের লাক্ষণিক অর্থ তুলনীয়। পণ্ডিত অর্থে চতুরস্রের প্রয়োগ আমাদের জানা নাই ; কিন্তু লক্ষণার দ্বারা পণ্ডিত বা চতুর অর্থে প্রয়োগের বাধা কি? এই অর্থে 'চতুরস্রে'র সহিত বাঙ্গালা 'চৌকশ' কথার ভাবগত ঐক্য রহিয়াছে, তবে ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে 'চতুরস্র' হইতে 'চৌকশ' কোনরূপেই আসিতে পারে না। 'চতুরস্র' হইতে 'চৌরস' (চতুরস্র > চউবস্‌স > চৌরস) এবং 'চতুষ্ক' হইতে 'চৌকশ' আসিয়াছে (চতুষ্ক>চউক্ক> চউক > চৌক, চ'ক , চৌক+শ=চৌকশ, তুলনীয় যুব-শ, ঋগ্‌বেদ ১.১৬১.৩, ৭)।

৩। মনোরথ

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, 'মনোরথ' শব্দ 'মনস্' এবং 'রথ' এই দুইটী শব্দের যোগে সমাসের দ্বারা (**মন** এব **রথো** যত্র) গঠিত হয় নাই ; 'দর্শন' হইতে যেমন 'দরশন', 'তর্পণ' হইতে যেমন 'তরপণ' আসিয়াছে, তেমনি 'মনোর্থ' (মনঃ+অর্থ=মনোঽর্থ=মনের প্রার্থনীয় বিষয়) হইতে 'স্বরভক্তি হেতু বিপ্রকর্ষণে উৎপন্ন' (শব্দপ্রসঙ্গ, প্রবাসী, ১৩৪১, শ্রাবণ)। এই উক্তির যথার্থতা বিচার করিবার জন্য সম্প্রতি সংস্কৃত 'মনোরথে'র কয়েকটী প্রয়োগ আলোচনা করা যাক :—

১। দর্শনে মা কৃথা বুদ্ধিং রাঘবস্য বরাননে।
কান্ত শক্তিরিহাগন্তুমপি সীতে **মনোরথৈঃ** ॥ রামায়ণ (বঙ্গবাসী) আরণ্যকাণ্ড, ৫৫, ২৩

২। সমীপং রাজসিংহস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
সঙ্কল্পহয়সংযুক্তৈর্যান্তীমিব **মনোরথৈঃ** ॥ ঐ, সুন্দরকাণ্ড, ১৯.৭

৩। **মনোরথানাম্** অগতির্ন বিদ্যতে। কুমারসম্ভব, ৫. ৪২

৪। কপরস্পেরাতস্য রামস্যেব **মনোরথাঃ**। রঘুবংশ, ১২. ৫৯

৫। সত্যাং তে ব্রুবতঃ সর্বে সম্পৎস্যন্তে **মনোরথাঃ**। মহাভারত (বঙ্গবাসী), আশ্বমেধিক পর্ব, ৭. ২

৬। **মনোরথানাং** ন সমাপ্তিরস্তি বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষৈঃ।

পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবানাম্ উৎপত্তয়ঃ সন্তি **মনোরথানাম্**॥ বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গবাসী), ৪, ২, ৪৪

৭। **মনোরথায়** নাশংসে। অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৭. ১৩

৮। যথাবদুদ্‌ঘাতসুখেন মার্গং স্বেনেব পূর্ণেন **মনোরথেন**। রঘুবংশ ২. ৭২

উল্লিখিত প্রয়োগগুলির প্রথম চারিটিতে (১—৪) মনকে রথ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং রথের অর্থ প্রধানভাবে প্রকাশ পাইতেছে, রথের ন্যায় 'মনো-রথে'র গতি, সঞ্চরণ বলা হইয়াছে। পরবর্তী তিনটি প্রয়োগে (৫—৭) রথের অর্থ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। গতিশীল মন ও রথ, ইহাদের উভয়ের অভেদ কল্পনা করিয়া (মন এব রথো দূরগামি যত্র; ক্ষীরস্বামী—অমরকোষোদ্‌ঘাটন) 'মনো-রথ'কে কামনা অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং তাহার সমাপ্তি, উৎপত্তি অথবা পূর্ণতা বলা হইয়াছে। এরূপ স্থলে অর্থের দিক্ দিয়া 'মনোরথ' যে বস্তুতঃ 'মনোর্থ', তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু ইহা দ্বারা 'মনোর্থ' হইতে যে 'মনোরথ' আসিয়াছে, তাহা নিঃসংশয় নির্ধারণ করা চলে না।

'মনোরথে'র সর্বশেষ (৮) প্রয়োগটি একটু বিচিত্র—'মনোরথে'র পূর্ণতা আছে। আবার সেই পূর্ণ 'মনো-রথে' চড়িয়া সুখে পথসঞ্চরণও হইতেছে। এই প্রসঙ্গে 'মনোরথে'র নিম্নোদ্ধৃত প্রয়োগটি লক্ষণীয়:—

মনোরথরথং প্রাপ্য ইন্দ্রিয়ার্থহয়ং নরঃ।
রশ্মিভির্জ্ঞানসম্ভূতৈর্যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্॥
মহাভারত (বঙ্গবাসী), শান্তিপর্ব, ২৯১. ১

এখানে 'মনোরথে' রথের অর্থ সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে; তাই 'মনোরথ'কে আবার রথ বলিয়া ভাবা হইতেছে। নীলকণ্ঠ কিন্তু 'মনোরথ'কে এখানে শরীর অর্থে লইয়াছেন (মনোময়ঃ রথঃ শরীরং তদেব রথ ইব লোকান্তরগতিসাধনম্), কষ্ট কল্পনা না করিয়া 'মনোরথে'র সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলেও ত চলিতে পারে। নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটিতে মনকে রথ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু 'মনোরথে'র প্রচলিত অর্থের সহিত ইহার কোন যোগ নাই:—

তস্মান্ মৈত্রং সমাস্থায় শীলমাপদ্য ভারত।
দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ তে ত্রয়ো ব্রহ্মণো হয়াঃ॥
শীলরশ্মিসমাযুক্তঃ স্থিতো যো **মানসে রথে**।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং রাজন্ ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥*
মহাভারত (বঙ্গবাসী), স্ত্রীপর্ব, ৭. ২৩-২৪

'মনোরথে'র কয়েকটি তিব্বতী প্রতিশব্দ রহিয়াছে, এই প্রতিশব্দগুলির আলোচনা হইতে 'মনোরথে'র 'যথাভূত অর্থের' কোন তথ্য পাওয়া যায় কি না, দেখা যাক:—

---

* শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্লোক দুইটি জানিতে পারিয়াছি।
তুলনীয়—'অস্য শারীরযজ্ঞস্য যূপরশনাশোভিতস্য...... মনো রথঃ'; প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ (The Samanya Vedanta Upanishads, Adyar Library), ২২

১। য়িদ্-ক্যি শিঙ্-র্ত—Amarakosa, Sanskrit and Tibetan Texts (A. S. B) ed. S. C. Vidyabhushana, p. 53, verse 202.

এই প্রতিশব্দটি একটু কৌতুকপ্রদ, ইহার আক্ষরিক অর্থ 'মনের কাঠের ঘোড়া, অর্থাৎ রথ'।

২-৩। 'দোদ্—Kavyadarsa, Sanskrit and Tibetan Texts ; ed. Banerji, Cal. University, II. 261.

রে-'দোদ্—ibid, III. 140.

প্রতিশব্দ দুইটি ভাবগত এবং ইহাদের অর্থ কাম, কাম্য বিষয়।

৪। য়িদ্-ল রেগ্-প—Bhotaprakasa, ed. V. Bhattacharya, Cal. University, p. 47. 7.

ইহার অর্থ মনের স্পর্শ, মনের কামনা।

৫। রে-ব—Avadana-Kalpalata (R. A. S B) vol. I. fasc. 2, Reprint edition, 1940, III. 42.

—কামনা

৬। য়িদ্-ল 'দোদ্-প—ibid, IV. 102.

—মনের কামনা

৭। য়িদ্-ল ব্সম্স্-প—Mahavyutpatti, ed. Sakaki. 6334.

—মনের ভাবনা কামনা

এখন দেখা যাইতেছে যে, 'মনোরথে'র তিব্বতী অনুবাদ কখনও আক্ষরিক, কখনও বা ভাবগত করা হইয়াছে। তিব্বতী অনুবাদকেরা মনোরথকে 'মনের রথ' কেবল এই ভাবেই গ্রহণ করেন নাই, কামনা, মনের কামনা, মনের অভিপ্রেত বিষয়, এভাবেও গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এই ভাবগত তিব্বতী অনুবাদ হইতে 'মনোরথে'র পূর্বরূপ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পাইলাম না।

চরকসংহিতায় (নির্ণয়সাগর, সূত্রস্থান, ৮.১২) 'মনোর্থ' শব্দের একটি প্রয়োগ পাইয়াছি, কিন্তু 'মনোর্থ' হইতেই যে 'মনোরথ' আসিয়াছে, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার হেতু নাই; 'মনোর্থ' একটি স্বতন্ত্র শব্দ।

সংস্কৃতে 'মনোরথে'র কয়েকটি প্রয়োগের যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, শব্দটি প্রথম ব্যবহারের সময় হইতেই 'মনো-রথ' রূপে চলিয়া আসিতেছে এবং বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহারবশতঃ কালক্রমে ইহার অন্তর্নিহিত রূপকের ভাব লোপ পাইয়া গিয়াছে। ক্ষীরস্বামী মনোরথের অনুরূপ এবং সমানার্থক 'মনোগবী' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন (অমরকোষোদ্ঘাটন); শব্দটি অন্য অভিধানেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার কোন প্রয়োগ আছে বলিয়া জানা নাই (Monier Williams—Sanskrit-English Dictionary, new edition দ্রষ্টব্য)।*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তিব্বতী অক্ষরের বাঙ্গালা প্রত্যক্ষরের জন্য হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), ২য় খণ্ড, পৃ. ২০১ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনপঞ্চাশত্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। গত অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষমধ্যে মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষদের এই দুই জন বান্ধব আছেন—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, এবং ২। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৬	...	৫
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৬	...	১৭
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৭	...	৫
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	..	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮০৯	...	৮৩১
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১২	...	২০
		৮৫০		৮৭৮

(ক) আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৫ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৪। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং ৫। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) **আজীবন-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৬ স্থলে ১৭ হইয়াছে। আজীবন-সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্‌টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্‌টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্‌টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্‌টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়।

(গ) **অধ্যাপক-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে ৭ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে বর্ষমধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং নিশিকান্ত বিদ্যারত্ন পরলোক গমন করিয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৫ হইয়াছে।—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ২। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, ৪। শ্রীঅমূল্যচরণ ব্যাকরণতীর্থ, এবং ৫। শ্রীঅবনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

(ঘ) **মৌলভী-সদস্য**—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) **সাধারণ-সদস্য**—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮০৯ ছিল। বর্ষমধ্যে ২ জন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ৯ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বহু দিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় ৭০ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১২২ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ১৮ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮৩১ হইয়াছে।

(চ) **সহায়ক-সদস্য**—বর্ষারম্ভে ১২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ৩ জন নূতন সহায়ক-সদস্য এবং ৬ জন পুরাতন সদস্য পুনর্নির্ব্বাচিত হন। অন্যতম সহায়ক-সদস্য গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ২০ ছিল। ইঁহাদের মধ্যে এই বার্ষিক অধিবেশনের দিনে পুরাতন ৪ জন সদস্যের স্থিতিকাল ফুরাইল।

পরলোকগত বান্ধব ও সদস্যগণ

বান্ধব—মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাদুর।

বিশিষ্ট-সদস্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অধ্যাপক-সদস্য—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও নিশিকান্ত বিদ্যারত্ন।

সাধারণ সদস্য—১। জহরলাল পোদ্দার, ২। দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, ৩। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, ৪। পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়, ৫। প্রবোধচন্দ্র বসু, ৬। বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮। যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং ৯। শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ।

এই বান্ধব এবং সদস্যগণের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা পরিষদের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

১। বান্ধব—মহারাজাধিরাজ স্যর **বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর** গত ১৩২১ বঙ্গাব্দে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া পরিষদের বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন। বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক-রূপে বর্দ্ধমান-রাজগণের খ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ। ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন একটি বিরাট্ সাহিত্য-যজ্ঞরূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে—এই সম্মিলনে বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবিগণের যে বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল, সেরূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। তিনি স্বয়ং এই সম্মিলনের সাফল্যের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। তিনি ১৩২২।২৩।২৪।২৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তিনি পরিষদের বহু অনুষ্ঠানে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে পরিষদ্ মন্দিরে বিশেষভাবে সংবর্দ্ধনা করা হয়।

২। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**—পরিষদের এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ববিশ্রুত পুরুষের কীর্ত্তিকথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। পরিষদের জন্মের ও বাল্য-জীবনের ইতিহাসের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৩০১ বঙ্গাব্দে পরিষদের জন্ম। সেই বৎসর হইতে আমরণ তিনি পরিষদের সদস্য ছিলেন। প্রথম বৎসরের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে পরিষদের সভাপতি হন রমেশচন্দ্র দত্ত ও সহকারী সভাপতি হন নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ। তৎপরে ১৩০২।৩।৮।১২।১৩।১৪।১৫।১৬ ও ১৩২৪ এই দশ বৎসর তিনি ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন। একাধিকবার পরিষদের সভাপতিপদ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ পদের গুরুভার বহনের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথম কয় বৎসর তিনি পারিভাষিক-সমিতি, ভৌগোলিক পরিভাষা-সমিতি, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রণালীর সংশোধনার্থ শিক্ষা-সমিতি, ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতি, প্রাচীন শব্দ-সমিতি ও প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গলার প্রচলন বিষয়ে আলোচনা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সেবা করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে ২৫এ চৈত্র তিনি বাঙ্গলার জাতীয়-সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গ্রাম্য সাহিত্য, মেয়েলি ছড়া, বাঙ্গলা শব্দ-দ্বৈত, বাঙ্গলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাঙ্গলা কৃৎ ও তদ্ধিত ও শব্দ-চয়ন নামক প্রবন্ধগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩০২ বঙ্গাব্দে বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। কিন্তু সে সময় উক্ত পদাবলীর বিশুদ্ধ প্রাচীন পুথি সংগৃহীত না হওয়ায় এবং অন্যত্র (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের) ঐ পদাবলী প্রকাশিত হওয়ায় সাময়িকভাবে এই সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। ১৩১১।১৭ চৈত্র তিনি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ছাত্রগণকে সাহিত্য-

পরিষদের সম্পর্কে স্বদেশসেবার্থ আহ্বান করিয়া "ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিষৎ গ্রে স্ট্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে স্থাপিত হয়, তদবধি ১৩০৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সেই ভবনেই উহা অবস্থিত ছিল। ঐ বৎসরের শেষে ৩রা ফাল্গুন শিশু-পরিষৎকে ধাত্রীক্রোড় হইতে বাহির করিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে বিচরণের স্বাধীনতা দিবার জন্য যে একাদশ জন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহাদের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয় এবং তৎপরদিবসই (৪ঠা ফাল্গুন) ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পরিষৎ স্থানান্তরিত হয়। এই স্থান-পবিবর্ত্তনের কাজে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরে সভ্যগণের চেষ্টায় ও বহু সহৃদয় দাতার অর্থানুকূল্যে বর্ত্তমান পরিষদ্ মন্দিব নির্ম্মিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ইহার অন্যতম ন্যাসরক্ষক হন। ১৩১৮।১৪ই মাঘ টাউন হলে তাঁহার একপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে পরিষৎ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহাকে পরিষদেব সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে অপূর্ব্ব অভিনন্দন-পত্র দান করেন, তাহা আজিও স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সংবর্দ্ধনাই স্বদেশে ও বিদেশে তাঁহাব প্রথম সংবর্দ্ধনা। তিনি বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ১৩২৮।১৯ ভাদ্র তাঁহাকে দ্বিতীয় বার সংবর্দ্ধনা করা হয় ও অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ৯ই পৌষ টাউন হলে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হয়, তাহাতেও পরিষৎ তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দান করেন এবং তদুপলক্ষে ১৩ই পৌষ পরিষদ্ মন্দিরে তাঁহাকে সান্ধ্য সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। ১৩৪২।২৯এ বৈশাখ তিনি পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে পরিষদ্ মন্দিরে সান্ধ্য সম্মিলনে সংবর্দ্ধনা করা হয়। ১৩২১, ৫ ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে পরিষৎ হইতে যে সংবর্দ্ধনা করা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন, তাহার ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্য অননুকরণীয়। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ পরিষদের বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিতে বাণী প্রেরণ করিয়া সর্ব্বদাই কর্ম্মিগণকে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন।

৩। অধ্যাপক-সদস্য—মহামহোপাধ্যায় **ফণিভূষণ তর্কবাগীশ** মহাশয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পরিষদেব অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাহার বহু পূর্ব্বে তিনি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে পরিষদ্-গ্রন্থ 'ন্যায়দর্শন' মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি দিয়া প্রকাশ করেন, এই গ্রন্থ ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়, শেষ খণ্ড ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৩৩৭।৪১।৪৪—৪৮, এই ৭ বৎসর পরিষদেব সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও উল্লেখযোগ্য সকল বাঙ্গলা গ্রন্থের নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি পরিষদের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

(ক) রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর—ইনি এক সময়ে পরিষদের উৎসাহী সদস্য ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন ও এক সময়ে ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন।

(খ) সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ—এক সময়ে ইনিও পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন।—১০ই শ্রাবণ। সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের অভিভাষণের পর, মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর অন্যতম কর্তৃপক্ষ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত রায় জলধর সেন বাহাদুরের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, আয়-ব্যয়-বিবরণ এবং সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন—১। ২৭ ভাদ্র। (ক) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ" এবং (খ) শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "কাশীদাসী মহাভারতের একখানি নবাবিষ্কৃত পুথি" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২। ১৬ই কার্ত্তিক—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাংলা পুথি" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৩। ২১ অগ্রহায়ণ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৪। ২৩ ফাল্গুন—নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত ৩৬(ক) নিয়ম পরিবর্ত্তন হয় ও শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কোন প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই।

৫। ১৪ই চৈত্র—নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন হয়। কোন প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই

(গ) **বার্ষিক স্মৃতিসভা**—১। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ডক্টর শ্রীপঞ্চানন

নিয়োগীর সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমাখনলাল সেন, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীগণপতি সরকার, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষের ১৩ই আষাঢ় রবিবার বঙ্কিমচন্দ্রের চতুবধিকশততম জন্মদিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও অধ্যাপক শ্রীবঙ্গীন হালদার বক্তৃতা করেন। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'কমলাকান্ত' হইতে আবৃত্তি করেন। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহৃদয়রঞ্জন মণ্ডল 'বন্দে মাতরম্' গান করেন।

৩। মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-পূজা—বর্ত্তমান বর্ষের ১৪ আষাঢ় সোমবার প্রাতে মাননীয় শ্রীসন্তোষকুমার বসুর নেতৃত্বে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে সাহিত্যসেবিগণের এক সভা হয়। খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী, বালী সাধারণ পাঠাগার, হেমচন্দ্র পাঠশালা, ওয়াই. এম সি. এ বিতর্ক-সভা, বঙ্গভাষা-প্রচার সমিতি, দিনাজপুর-সম্মিলনী প্রভৃতি সভা-সমিতির সভ্যগণ সমবেত হন। সভাপতি, পরিষদের সহকারী সভাপতি, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এবং শ্রীসন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে কবি শ্রীসজনীকান্ত দাসের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবন হলে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীবঙ্গীন হালদার, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ও শ্রীত্রিদিবনাথ রায় কিছু আবৃত্তি করেন।

(ঘ) **শোকসভা**—২০এ ভাদ্র, শনিবার—রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আচার্য্য স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসুর প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিলে পর স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীসুনীল রায় কবির রচিত গান করেন এবং শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ও সভাপতি বক্তৃতা করেন, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীঅমল হোম ও শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর কবির রচনা আবৃত্তি করেন।

(ঙ) **বিশেষ অধিবেশন**—১। ২৯এ অগ্রহায়ণ, সোমবার রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার-বিতরণ-সভা—এই অধিবেশনে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত "ইতিহাস ও ঐতিহ্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। ১৪ই চৈত্র, শনিবার। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী "তন্ত্র ও বাংলা" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা' করেন।

(চ) **ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা**—পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতা এবং বক্তৃতাকালে এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে;

কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ৭ই ভাদ্র রবিবার ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী "কয়লা হইতে পেট্রল ও কেরোসিন উৎপাদন" বিষয়ে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন। আহ্বানকারী ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ এবং শাখার সভ্যগণের সহযোগিতায় গত পূজার পূর্ব্বে বিজ্ঞান-শাখার একটি প্রীতি-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ের জন্য এই আয়োজন স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।

প্রফুল্ল-জয়ন্তী ও প্রমথ-জয়ন্তী

আলোচ্য বর্ষে ১৭ই শ্রাবণ সিনেট হলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জয়ন্তী-উৎসবে এবং ২০এ ভাদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর জয়ন্তী-সভায় পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার মান-পত্র প্রদান করেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব

১১ই শ্রাবণ ১৩৪৮, (২৭এ জুলাই ১৯৪১), রবিবার—অপরাহ্ণ ৪॥০টায় পরিষদের রমেশ-ভবনের হলে ঊনপঞ্চাশৎ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সংক্রান্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি এই উৎসবে নেতৃত্ব করেন। এই উপলক্ষে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, সভাপতি কর্ত্তৃক ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইলে পর গানের জলসা বসে। প্রথমেই রাওয়ালপিণ্ডীনিবাসী ওস্তাদ ফিরোজ খাঁ তবলা-লহরা বাজান। পরে অনাথ বসুর ঠুংরী, শ্রীমতী গৌরী মিত্রের ভজন, ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁর সেতার, কুমার শচীন দেববর্ম্মনের বাংলা গান, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুরের) রসকথা এবং শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন সকলকে মুগ্ধ করে। ইঁহাদের সকলের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। এই উৎসব সংক্রান্ত সঙ্গীতাদির আয়োজনের ভার শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাগত সভ্যবৃন্দের জলযোগের ব্যবস্থার ভার শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে এবং তাঁহার কতিপয় উৎসাহী সহকারী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষৎ ইঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এতদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে পরিষদের যে সকল সহৃদয় ও হিতৈষী বন্ধু গ্রন্থাদি বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন এবং যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া এই উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। অর্থ ও উপহারদাতৃগণের নাম ও প্রাপ্ত উপহারের বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য বর্ষের প্রথম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা-উৎসব সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনায় অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

গত বর্ষের সঙ্কল্প অনুসারে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী রমেশ-ভবনের পশ্চিম দিকের প্রাচীর-গাত্রে স্বর্গগত মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের রমেশ-ভবনের ভূমিদানবিষয়ক উৎকীর্ণ মর্ম্মরফলক স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাব-বশতঃ গ্রন্থালয়ের পুস্তকাদি ও পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী রমেশ-ভবনে রাখিতে হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষেও সাজাইবার এবং প্রদর্শনযোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত রমেশ-ভবনের নীচের তলার পশ্চিম দিকের বারান্দাটি সরকার কর্ত্তৃক বিমান-আক্রমণকালের আশ্রয়স্থলরূপে পরিণত হইয়াছে। এ জন্য পরিষৎকে সাময়িক কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

(ক) প্রাচীন মুদ্রা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্তা সুধারাণী দেবী, শ্রীবগলাচরণ গুহ, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদত্ত।

(খ) শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত প্রাচীন মৃৎশিল্পের নমুনা। শ্রীসত্যব্রত সান্যাল, শ্রীঅমল হোম ও শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়-প্রদত্ত সাহিত্যসেবিগণের প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ও হস্তাক্ষর।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, **সহকারী সভাপতি**—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (পরলোকগমন করিলে) শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, **সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **সহকারী সম্পাদক**—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, **চিত্রশালাধ্যক্ষ**—গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরলোকগমন করিলে) শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, **কোষাধ্যক্ষ**—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, **পুথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

১। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ২। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৬। রেভারেণ্ড শ্রী এ দোঁতেন, এস্-জে, ৭। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, ৮। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৪। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৭। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৮। শ্রীশান্তি পাল, ১৯। শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, ২০। শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায়, ২১। শ্রীমনীষিনাথ বসু, সরস্বতী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৬। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২৭। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

গত বার্ষিক অধিবেশনে যে একজন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন স্থগিত ছিল, সেই স্থলে শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাসকে নির্ব্বাচিত করা হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির দশটি সাধারণ অধিবেশন হয় এবং একবার সার্কুলার দ্বারা সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হয়।

সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হয়।

(১) পরিষদের দলিলগুলি লয়েড্স্ ব্যাঙ্কের Safe Custody-তে রাখা হইয়াছে।

(২) Historical Records Commision-এর গবেষণা ও প্রকাশ-বিভাগে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারকে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

(৩) ২১এ—২৩এ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে হায়দ্রাবাদে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেসে যোগদানের জন্য কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় ও অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।

(৪) অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে মহাবোধি-সোসাইটির সুবর্ণ-জুবিলি উৎসবে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল।

(৫) ১৯৪২, ২রা ফেব্রুয়ারি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের প্রাচীন পুথি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

(৬) বর্ত্তমান সাময়িক অবস্থায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ লইবার সময় না থাকিলে পরিষদের কার্য্যপরিচালন সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্পাদকের উপর ভার অর্পিত হইয়াছে।

(৭) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয় সমিতি, ৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, ১০। প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমিতি।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে দশখানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বসঞ্চিত পত্ররাশির মধ্য হইতে দুইখানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় বর্ষশেষে এক মোড়ক পুথি উপহার দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে তাহা বাছাই করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। উপহারদাতার নাম ও উপহৃত পুথির সংখ্যা এই,—৺বীরেন্দ্রনাথ মিত্র (৫ খানি), শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ (২ খানি), শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য (১ খানি), শ্রীত্রিদিবনাথ রায় (১ খানি), শ্রীলক্ষ্মীচরণ দাশগুপ্ত (১ খানি)। উপরোক্ত বাঙ্গলা পুথি ১০ খানি এবং পত্ররাশির মধ্য হইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত পুথি ২ খানি, সাকল্যে ১২ খানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—৩১৩৭	আসমীয়া পুথি	—৩
সংস্কৃত „	—২৩২৫	ওড়িয়া „	—৪
৺ তিব্বতী „	— ২৪৪	হিন্দী „	—২
ফার্সী „	— ১৩		
			৫৮২৮

আলোচ্য বর্ষে ২১১ খানা পুথিতে খেরো লাগান হইয়াছে এবং ২৫১ খানা পুথি ফিতা দিয়া বাঁধা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এবং অন্যান্য অনেক সদস্য পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া বহু দুষ্প্রাপ্য পুথি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এইরূপ পর্য্যালোচিত পুথির সংখ্যা দুই শত আটখানা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেও নানা ভাবে পরিষদের পুথি আলোচনার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনার আংশিক ফল প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে জানা গিয়াছে যে, পরিষদের বাংলা পুথির মধ্যে ১৫ সংখ্যক আদিহীন খণ্ডিত পুথিখানিই বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের সংগৃহীত পুথির প্রধান অংশ—ইহারই প্রারম্ভাংশে বহু সংশয়-বিজড়িত, সাহিত্যিক-সমাজে সুপরিচিত কীর্ত্তিবাসের আত্মবিবরণ বিদ্যমান ছিল—মূল পুথি হইতে বিচ্ছিন্ন প্রারম্ভাংশ সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ৪৯, পৃঃ ৫৫০ প্রভৃতি)। আরও জানা গিয়াছে যে, পরিষৎ-সংগৃহীত 'শ্রুতবোধ' নামক ৮৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথিখানি ভরত-প্রণীত গ্রন্থসমূহের উপলভ্যমান প্রতিলিপির মধ্যে প্রাচীনতম (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৮।১৯৬, পাদটীকা ৯)। এতদ্ব্যতীত পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী আলোচ্য বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পরিষদের বাংলা পুথিসংগ্রহের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত বাংলা

প্রাচীন পুথির বিবরণের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনে পরিষদের পুথির সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নবদ্বীপের 'হরিবোল কুটীর' হইতে প্রকাশিত কবিকর্ণপূরের কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কাবশতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে আলোচ্য বর্ষের শেষে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য ১৫৭ খানি বাংলা ও ১০৭ খানি সংস্কৃত পুথি পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কাসিমবাজার-ভবনে সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার

গত বৎসর ১৩২১৫ খানি বাংলা পুস্তক তালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং পুস্তকগুলির নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা অ হইতে ন পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে প হইতে হ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণ হওয়ায় পুস্তকতালিকার ১ম খণ্ড বাহির হইয়াছে এবং আরও নূতন ৫০০০ পুস্তকের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের বর্ণানুক্রমিক একটি তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে। অর্থাভাবে সেগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে না। এ বিষয়ে পরিষদের হিতকামী সদস্য ও অনুরক্ত ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যেন এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত হন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে গাইকোয়াড বাহাদুরের ৭৩ খানি, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্নের ৩২ খানি ও রায় শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের ১১৪ খানি পুস্তক দান ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী বন্ধু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা—শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল—(১) উদ্ভট চন্দ্রিকা, ১৮৯৯, (২) পত্রের ধারা, ১৮৪৫, (৩) বত্রিশ সিংহাসন, ১৮১৮, (৪) বহুদর্শন, ১৮২৬, (৫) হিতোপদেশ, ১৮২১, (৬) Introduction to Bengali Language, (৭) জ্যামিতি (রামকমল ভট্টাচার্য্য) ১৮৬২, (৮) সংবাদ প্রভাকর, ১৮৪৯। **শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**—(১) সত্যনারায়ণ ব্রতকথা (ঈশ্বর গুপ্ত), ১ম সং। **শ্রীসজনীকান্ত দাস** (১) রজনী, ১২৮৪। **শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী**—(১) চাণক্য সার সংগ্রহ, (২) চাণক্য শ্লোক ভাষা কথনং। **শ্রীমুকুন্দকৃষ্ণ বসু**—বিবাদার্ণবসেতুঃ। **শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য**—(১) প্রবোধচন্দ্রিকা, ১৮৬২, (২) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্, ১৮১১, লণ্ডন সং।

ক্রীত পুস্তক-পত্রিকার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য—

১। কাদম্বরী (তারাশঙ্কর) ১ম সং, ১৮৫৪, ২। বিসর্জ্জন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ১ম সং, ৩। পদ্মাবতী (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) ১৭৯৩ শক, ৪। খগোল (মধুসূদন মুখোপাধ্যায়) ১৮৬৩, ৫। Dictionary in English and Bengalee, Vol II (Ram Comul Sen) 1834, Papers relating to Peary Chand Mittra, উত্তররামচরিতম্, ১৮৭২, The Asiatic Journal and Monthly Register, Jan.

to Dec 1832 ; Jan. to Aug 1833 ; Jan. to Aug. 1834 ; Jan., March, April, Sept. to Dec. 1840, Jan. to Dec. 1841, Jan to Dec 1842 ; Jan to April 1843.

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। Government Printing, Bengal, ৯। Curator, Dacca Museum, ১০। Culture Publishers, ১১। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১২। Government Museum, Madras, ১৩। Curator, Prince of Wales Museum. Bombay, ১৪। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬। বিশ্বভারতী, ১৭। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৮। ইউ. এন. ধর এণ্ড কোং, ১৯। এস কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, এবং ২০। মিত্র ঘোষ এণ্ড কোং।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ দান করিয়াছেন। পরিষৎ এই দানের জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট কৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমান অবস্থার জন্য গ্রন্থাগারের বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকা কাসিমবাজার-রাজভবনে সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে **সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার** নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—১। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৩। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ৪। অক্ষয়কুমার দত্ত, ৫। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৬। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ৭। উইলিয়ম কেরী এবং ৮। রামমোহন রায়।

ইহাদের মধ্যে 'উইলিয়ম কেরী' শ্রীসজনীকান্ত দাস-প্রণীত এবং বাকিগুলি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত। এই পর্য্যন্ত এই গ্রন্থমালার ১৬শ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই ১৬ খানি পুস্তকের জন্য লেখকদ্বয় পরিষদের নিকট হইতে কোন পারিশ্রমিক লন নাই।

এই চরিতমালার চাহিদা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে এবং অগৌণে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ করিতে হইবে।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় উহার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে যে ভাবে টীকা-টিপ্পনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এই দ্বিতীয় খণ্ডেও তদ্রূপ প্রচুর টীকা-টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই খণ্ডের জন্য তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক অন্যূন চারি শত টাকা পরিষৎকে দান করিয়াছেন। লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে, এই খণ্ডও ঐ তহবিল হইতেই মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত থাকায় উহার তৃতীয় সংস্করণ বর্ত্তমান বর্ষে প্রকাশ করা হইল। সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এই সংস্করণে বহু নূতন টীকা দিয়াছেন এবং পাঠ সংশোধন করিয়াছেন।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়—প্রকাশের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে সম্ভব হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ রচনা 'বিবিধ' নামে আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী ও মধুসূদনের গ্রন্থাবলী দেশে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই দুই গ্রন্থাবলী বিক্রয়দ্বারা কিঞ্চিদধিক ৫০০০৲ পাওয়া গিয়াছে এবং দেনাপাওনা মিটাইয়া এক্ষণে এই তহবিলে ১২০০৲ উদ্বৃত্ত আছে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে এবং ঝাড়গ্রামরাজের পক্ষে শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের অনুমোদনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্যও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর-গ্রন্থাবলী—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—পরিষদের হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিলের অর্থে হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে এবং তজ্জন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বর্ষশেষে পরিষদের গ্রন্থাবলীর মজুত সংখ্যা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। শ্রীতিনকড়ি বসু গ্রন্থাবলীর স্টক প্রস্তুত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। বিগত বর্ষে যে সকল গ্রন্থ অপহৃত হইয়াছিল, তাহার সামান্য অংশ পুলিসের চেষ্টায় উদ্ধার পাইয়াছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিষদের দ্বারবান অপরাধ স্বীকার করায় আদালত হইতে মুচলেকা দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অষ্টচত্বারিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

প্রাচীন সাহিত্য—১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাংলা পুথি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ২। বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৩। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। ভুসুকু—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৫। রামকৃষ্ণের

শিবায়ন—শ্রীপাঁচুগোপাল রায়, ৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কয়েকটি পাঠবিচার—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

ইতিহাস—১। কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২। গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ—ঐ, ৩। জগদীশ পঞ্চানন—ঐ, ৪। প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা—ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৫। ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট-রাজবংশ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। সেকালের সংস্কৃত কলেজ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দর্শন—১। ইতিহাস ও ঐতিহ্য—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। সর্ব্বজ্ঞ—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য ৭২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা খরিদ করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্‌মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, এবং এক জন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে এককালে কিছু সাহায্য করা

হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থদ্বারা স্থাপিত 'দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে'র টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

শাখা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-শাখার ১টি, ইতিহাস-শাখার ১টি, দর্শন-শাখার ১টি, বিজ্ঞান-শাখার ২টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আয়-ব্যয়-সমিতির ১২টি, ছাপাখানা-সমিতির ৪টি এবং পুস্তকালয়-সমিতির ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। চিত্রশালা-সমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে ঐ সকল শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা এবং শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু যথাক্রমে আয়-ব্যয়, ছাপাখানা, পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা সমিতির আহ্বানকারী ছিলেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

পরিষদের ৩৬(ক) সংখ্যক নিয়মের "সদস্যগণের নিকট নির্ব্বাচন-পত্র পাঠাইবার সময় ডাকঘর হইতে উক্ত নির্ব্বাচন-পত্র পাঠাইয়া সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং লওয়া হইবে"—এই অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ২৩।১১।৪৮ তাং মাসিক অধিবেশন।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু তাঁহার অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের এক তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। শিল্পী আট দিন কবির সম্মুখে বসিয়া এই চিত্র আঁকিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। চিত্রপ্রদাতার নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় ন্যায়বাগীশের স্মৃতি-চিহ্ন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের নিম্নতলের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটি রাজসরকারের অনুরোধে এ. আর. পি. বিভাগের এক শাখা-কার্য্যালয়রূপে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। ঘরটির চতুর্দ্দিকে সরকার কর্ত্তৃক আবশ্যক মত প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। পরিষদের কতকগুলি আসবাবপত্রও এ. আর. পি.র ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। পরিষদে যতগুলি আসবাবপত্র আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী স্বব্যয়ে পরিষদ্ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে স্বর্গত মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিষদের জন্য ভূমি দানের বিষয় মর্ম্মর প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করাইয়া স্থাপিত করাইয়া দিয়াছেন।

বঙ্কিম-ভবন

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমভবন সংস্কারের পর প্রতিষ্ঠা-সভায় ঐ ভবন সংরক্ষণের জন্য বঙ্গদেশবাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ হইতে এ পর্য্যন্ত ৬০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে। নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের ট্যাক্স আংশিকভাবে রেহাই দিয়াছেন, এই জন্য পরিষৎ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট কৃতজ্ঞ। নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র এই কার্য্য তত্ত্বাবধান করায় তাঁহার নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের অল্পবিস্তর সংস্কারকার্য্য হইয়াছে। সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-ভবন সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রস্তাবমত বঙ্কিম-ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ;—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)

২। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)

৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান।

৪। আজীবন-সদস্যের চাঁদা।

৫। সাধারণ তহবিলে দান।

৬। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান। (১৩৬৮।১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত)

৭। রবীন্দ্র স্মৃতি-সভার জন্য দান।

৮। বিজ্ঞান-শাখার প্রীতি-সম্মিলনের জন্য দান।

৯। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান।

১০। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্য দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স দান করিয়াছেন। দাস এণ্ড কোং এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে রাঁচীর হিনুতে এবং হাওড়া-শিবপুরে নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, চট্টগ্রাম, কাশী ও ভাগলপুর-শাখায় নানারূপ অধিবেশনাদি হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরও তিন স্থানে শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আলোচনাধীন রহিয়াছে।

আয়-ব্যয়

পরিষদের যে আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে পরিষদের আর্থিক অবস্থা ও সম্পত্তির পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্বৃত্ত-পত্রে একটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। নৈহাটী কাঁটালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবন (বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা) পরিষদের সম্পত্তি। উদ্বৃত্ত-পত্রে ইহার উল্লেখ নাই; আগামী বর্ষে যথারীতি উহার উল্লেখ থাকিবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ফলে অনেক সদস্য স্থান ত্যাগ করিয়া পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন, এই জন্য পরিষদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সম্পাদক যত দূর সম্ভব, আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তহবিলগুলির পৃথক্ পৃথক্ হিসাব খোলা হইয়াছে, তাহাতে হিসাব রক্ষার কার্য্য বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে সহকারী সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, এবং সংবৎসরের হিসাবপরিদর্শন-কার্য্যে

সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদককে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সযত্নে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষের ২৯এ অগ্রহায়ণ শনিবার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিতহবিলের সর্ত্ত অনুসারে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস বিষয়ে রচনার জন্য রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হন। তাঁহার প্রাপ্য রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কারের টাকা তিনি পরিষৎকে দান করেন। সর্ত্তানুসারে পুরস্কারবিতরণী সভায় তিনি "ইতিহাস ও ঐতিহ্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(খ) গত ১৪ই চৈত্র শনিবার পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী "তন্ত্র ও বাংলা" বিষয়ে প্রথম "অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা" করেন। এই বক্তৃতার জন্য তাঁহার প্রাপ্য দেড় শত টাকা তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

এই সকল অর্থ দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

উপসংহার

দেখিতে দেখিতে পরিষদের ইতিহাসে আর একটি বৎসর অতীত হইল। নানা অনুকূল ও বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। আগামী বৎসরের শেষে পরিষদের বয়স ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ হইবে। ইংরেজী মতে তখন পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। বঙ্গদেশে কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এত দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে পরিষদের কাহিনী একটি স্মরণীয় অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে। কিন্তু গত বর্ষের শেষার্দ্ধ হইতে বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ বঙ্গদেশের উপর যে করাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র সাধারণের চাঁদার সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখা—বিশেষতঃ কার্য্যকরী অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, তাহা পরিষদের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তৃগণ বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছেন। আনন্দের সহিত এবং কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের সহৃদয় সদস্য এবং পৃষ্ঠপোষকগণ সাময়িক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও চাঁদা ও অন্যান্য সাহায্য দান করিয়া পরিষৎকে আজিও সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং কর্ম্মচারিগণও বিশেষ উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত পরিষদের কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছেন।

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা প্রকাশের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ২য় খণ্ডের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র তৃতীয় সংস্করণ এবং সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৮ খানি পুস্তকও এই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের পুস্তকতালিকার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা আলোচ্য বর্ষে সাড়ে ছয় হাজার টাকার উপর পরিষদের প্রাপ্তি হইয়াছে—পরিষদের জন্মাবধি এক বৎসরে এত টাকার গ্রন্থ বিক্রয় কখনও হয় নাই। বর্ষশেষে পরিষদের বাজার-দেনা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সকল বিবরণ যদিও উৎসাহব্যঞ্জক, তথাপি সম্মুখে যে ঘোরতর দুর্দ্দিন আসিতেছে, তাহার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সেই দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে হইবে—নূতন সদস্য সংগ্রহের দ্বারা ইহার বল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই জন্য পরিষদের প্রত্যেক হিতৈষী সদস্যকে অন্ততঃ একজন করিয়া সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই সুযোগে আগামী বৎসরে পরিষদের জয়ন্তী-উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথাকর্ত্তব্য পালনে বঙ্গবাসীমাত্রই এখন হইতে অবহিত হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৪৯, ৯ শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

পরিশিষ্ট

(ক) শাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা

সাহিত্য-শাখা

শ্রীসজনীকান্ত দাস (সভাপতি), শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা (আহ্বানকারী)।

ইতিহাস-শাখা

পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীকল্যাণকুমার বসু, শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত (আহ্বানকারী)।

দর্শন-শাখা

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু (আহ্বানকারী)।

বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ (সভাপতি), শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমেঘনাদ সাহা, শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী শ্রীআশুতোষ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পালিত, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীঅমুকূলচন্দ্র সরকার শ্রীবনবিহারী ঘোষ, শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার, শ্রীসরোজকুমার চক্রবর্ত্তী, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (আহ্বানকারী)।

আয়-ব্যয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, শ্রীরমণীকান্ত বসু, শ্রীতিনকড়ি বসু, শ্রীকানাইলাল মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

ছাপাখানা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীরামশঙ্কর দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এবং শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

পুস্তকালয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীশান্তি পাল, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা (আহ্বানকারী)।

চিত্রশালা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীপুরীদাস ঘোষ, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস (আহ্বানকারী)।

(খ) বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত গ্রন্থাবলী

অনাদিমঙ্গল	৪৫	কবি হেমচন্দ্র	১৫১
আলালের ঘরের দুলাল	২৩৮	কালিকামঙ্গল	৯১
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	৫৫	কৌলমার্গ রহস্য	১১১
উদ্ভিদজ্ঞান, ১ম	৫১	গঙ্গামঙ্গল	৩৮
ঐ ২য়	৫১	গোরক্ষবিজয়	৪৩

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের অন্তর্গত—

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

সাধারণ সংস্করণ

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

রাজ-সংস্করণ

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

বিশিষ্ট সংস্করণ

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

মায়াকানন	১১১	মধুসূদন গ্রন্থাবলী, কাব্যখণ্ড (বাঁধাই)	২২
হেক্‌টর বধ	১০৪	ঐ বিবিধ	২৫

(গ) বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ফর্ম্মার হিসাব

গ্রন্থের নাম	রাজ-সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ	গ্রন্থের নাম	রাজ-সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
কপালকুণ্ডলা	১৪০	৭৫৫	গদ্যপদ্য	৪১	২৭৫
সাম্য	১৪১	৭৭৫	মুচিরাম গুড়	৪১	২৭৫
বিজ্ঞান-রহস্য	১৪১	৭৫৫	দেবী চৌধুরাণী	৪৩	১০০
আনন্দমঠ	১৪৩	৮৩৬	সীতারাম	৪৩	৫৮৫
দুর্গেশনন্দিনী	১৩৫	৭৭০	কৃষ্ণকান্তের উইল	৪০	৪৯৫
কমলাকান্ত	১৪১	৭৭৫	Essays and Letters	৪২	৫৪২
মৃণালিনী	১৩৫	৭৮৫	Rajmohan's Wife	১২৮	৫৩৬
বিবিধ প্রবন্ধ	১৪১	৭৭৫	Letters on Hinduism	৪২	৫৪২
লোকরহস্য	৪১	২৭৫	রজনী	৪২	৫৪৫
রাধারাণী	৪২	৫৪৫	ধর্ম্মতত্ত্ব	৪৩	৫৪৫
রাজসিংহ	৪৩	৫৪৩	শ্রীকৃষ্ণচরিত	৪৩	৫৪৫
ইন্দিরা	৪৩	৫৪৫	বিবিধ	৪০	৫৫০
যুগলাঙ্গুরীয়	৪৩	৫৪৪	বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস		২৭৫
বিষবৃক্ষ	৪৩	৫৪৫	পুস্তক-তালিকা (পরিষদ্ গ্রন্থাগারের)		২১৩
চন্দ্রশেখর	৪৩	৫৪৫			
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৪৩	৫৪৫			

(ঘ) বর্ষশেষে আসবাব-পত্রাদির হিসাব

টেবিল	২৬	নোটিস বোর্ড	১
চেয়ার	৩৮	কাউণ্টার	২
বেঞ্চ	৫৬	ক্যাম্প চেয়ার	১
আলমারি—গ্লাসকেস	১০৪	বাক্স	১৬
কাঠের আলমারী	৯	মুদ্রাধার	২
সিলিং আলমারী	১	ইজেল	২
শো-কেস	৭	বক্তৃতা-মঞ্চ	১
র‍্যাক	৩৬	মূর্ত্তির পাদপীঠ	২৬
হোয়াটনট	১	প্রেসিং মেশিন	১
ষ্ট্যাণ্ড	৬	ফায়ার কিং	৩
টুল	১০	ঘড়ি	২
সিঁড়ি	১০	সিলিং ফ্যান	১৬
লোহার সিন্দুক	২	টেবিল ফ্যান	৩
ব্ল্যাক-বোর্ড	২		

(৬) বিশেষ দান

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)— ১২০০৲

২। ঐ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মূল্য বাবদ) ২০৬৷০

৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান ৬৫০৲

৪। আজীবন-সদস্যের চাঁদা ৩৫০৲

ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা ২৫০৲ শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় ১০০৲

৫। সাধারণ তহবিলে দান ৩১৩৲

জনৈক বন্ধু	১১১৲	শ্রীইদ্রিস্ আলী	২৲
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৫০৲	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫০৲

৬। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান। (১৩৪৮।১ম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত)

৭। রবীন্দ্র স্মৃতি-সভার জন্য দান ১৯৲

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার	৫৲	শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	৫৲	শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	২৲	শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য	১৲
শ্রীসজনীকান্ত দাস	২৲	শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত	১৲		

৮। বিজ্ঞান-শাখার প্রীতি-সম্মিলনের জন্য দান ৩৭৲

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	১০৲	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	১৲
কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	৫৲	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী	১৲
শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ	৫৲	শ্রীঅমল হোম	১৲
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲	শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী	১৲
শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	১৲
শ্রীরাজশেখর বসু	১৲	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১৲
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত	১৲	শ্রীপুলিনবিহারী সেন	১৲
শ্রীঈশানচন্দ্র রায়	১৲	শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু	১৲
রেভাঃ এ দোঁতেন	১৲	শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু	১৲
শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার	১৲		

৯। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান ১২৭৷০

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু	১০০৲	শ্রীযামিনীকান্ত সোম	২৲
রাজা শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া	২৫৲	জনৈক বন্ধু	৷০

১০। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্য দান ১১৯৸/০

রায় শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরী	৫৲	মহারাজ শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী	১০০৲
সুবর্ণ বণিক সমাজ	১০৲	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩৲	জনৈক বন্ধু	৸/০

অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৯ই শ্রাবণ ১৩৪৯, ২৫এ জুলাই ১৯৪২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

শ্রীমন্মথমোহন বসু—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। সভাপতির বক্তব্য, ২। (ক) অধ্যাপক-সদস্য, (খ) সাধারণ-সদস্য এবং (গ) সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৪। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়বিবরণ, ৫। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৬। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ও ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার কলিকাতার বাহিরে দেরাদুনে অবস্থান করায় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের ক্রমোন্নতির বিষয় বিবৃত করিয়া, পরিষদের শুভানুধ্যায়ী সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকগণকে এই দুঃসময়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য দান করিয়া এই বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নতির পথে অগ্রগামী রাখিতে আবেদন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলিলেন, প্রথম হইতে গবর্মেণ্টের বিনা সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা পরিষদের খ্যাতি দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ পরিষৎ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সংরক্ষণ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে কত দূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। প্রচুর অর্থসাহায্য পাইলে পরিষদের সংকল্পিত ও আরব্ধ অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি সম্পাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

(মূল সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার যে অভিভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই পাওয়া গিয়াছে; এই কার্য্যবিবরণের শেষে তাহা মুদ্রিত হইল।)

২। (ক) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদকের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(খ) যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর ২১ জন সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(গ) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদকের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—১। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন,

২। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ৩। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ৪। শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ও ৬। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ। শেষোক্ত চারি জন পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। সম্পাদকের পক্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার উপসংহার অংশ পাঠ করিলেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নৈহাটীর কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম-ভবন পরিষদের অন্যতম সম্পত্তি, ব্যালান্স-শীটে উহার মূল্য নির্দ্ধারণ হয় নাই। আগামী বর্ষের ব্যালান্স-শীটে উহার উল্লেখ করা হইবে—এই বিষয় উক্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণে লিপিবদ্ধ করা হইবে। গত বর্ষের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়-বিবরণ (যাহা ইতঃপূর্ব্বেই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে) গৃহীত হইল।

৪। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ গৃহীত হইল।

৫। অন্যতম ভোট-পরীক্ষক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপিত করিয়া জানাইলেন, নিম্নলিখিত ২০ জন সদস্য-পরিষদের উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

(ক) সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৩। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৪। রেভারেণ্ড ফাদার এ. দোঁতেন, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৬। শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭। শ্রীদুর্গাশরণ চক্রবর্ত্তী, ৮। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৬। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৭। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ১৮। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৯। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ২০। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ হইতে নির্ব্বাচিত—১। শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী (ভাগলপুর-শাখা), ২। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া-শাখা), ৩। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য (শিলং-শাখা), ৪। রায় শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর (ত্রিপুরা-শাখা), ৫। শ্রীললিত-মোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া-শাখা) এবং ৬। শ্রীসত্যভূষণ সেন (গৌহাটী-শাখা)।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—১। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং ২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

সভাপতি মহাশয় এই সকল নির্ব্বাচন গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবানুসারে নিম্নোক্ত সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে উন-পঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার।

সহকারী সভাপতিগণ—১। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। শ্রীমন্মথমোহন বসু, ৩। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ৪। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ৫। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, ৬। শ্রীহরিহর শেঠ, ৭। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় এবং ৮। রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদকগণ—১। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, এবং ৪। শ্রীতিনকড়ি বসু।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা।

কোষাধ্যক্ষ—কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

সভাপতি মহাশয় এই সকল কর্ম্মাধ্যক্ষকে যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

নিম্নলিখিত সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন—১। শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, এবং ২। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

সভার কার্য্যশেষের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়, যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আগামী কল্যকার প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সকলকে যোগদানের জন্য আহ্বান করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

সভাপতির অভিভাষণ

অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের বক্তব্য

সদস্য মহোদয়গণ ও ভদ্রমণ্ডলী, এবার বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে না পারায়, আমি যে কর্ত্তব্যবিচ্যুত হইয়াছি, তজ্জন্য আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। পারিবারিক কারণে এক অভাবনীয় বিপদ্ আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার আঘাত সহ্য করিবার জন্য এই দূরদেশে, দেরাদুন শহরে, আমি চারি মাস হইল, থাকিতে বাধ্য হইয়াছি, এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার প্রবাসকাল ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং পরিষদের সেবা আমার দ্বারা সশরীরে কয়েক মাস হইল হয় নাই, এবং আরও কিছু কাল হইতে পারিবে না। সভাপতির পক্ষে এটি বিষম ত্রুটি। কিন্তু নিয়মের প্যাঁচে এখন আমি এই কার্য্যভার হইতে অব্যাহতি ভিক্ষা করিতেও পারিতেছি না। বঙ্গদেশে সকলেই অল্পবিস্তর বিপদে, দুশ্চিন্তায় অথবা কষ্টে আছেন, সুতবাং আমি আপনাদের সকলেরই সহানুভূতি পাইব বলিয়া আশা পোষণ করি।

এই যে দুর্ব্বৎসর ১৩৪৮ সাল শেষ হইল এবং তাহার পর আরও তিন মাস অতীত হইয়াছে, তাহাতে পরিষৎ যে কত দুঃখকষ্ট, দুর্ভাবনা ও বিপদ্‌সম্ভাবনার ভিতর দিয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কারণ, আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত জীবনে ইহার অনুভূতি হইয়াছে ও হইতেছে। এই দুঃসময়ে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম সহ ও নানাবিধ পন্থা উদ্ভাবন করিয়া পবিষদের নিয়মিত কাজ চালাইয়াছেন—আমাদের সম্পাদক ব্রজেন্দ্রবাবু, তাঁহার সহকর্ম্মী কার্য্যাধ্যক্ষগণ এবং স্থানীয় সহকারী সভাপতি ও অন্যান্য বন্ধুগণ। তাঁহাদের সেবার ফলে এই দুর্ব্বৎসরেও পরিষৎ ঋণগ্রস্ত হয় নাই এবং সমস্ত কর্ম্মচারীদের বেতন সময়মত দেওয়া হইতেছে। এই অভাবনীয় সফলতার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত পরিষদের সেবকদের কি বলিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহা ভাবিয়া পাই না। তবে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, সমস্ত ঘটনা জানিয়া দেশবাসীরাও আমার মতই এই সব পরিষৎ-সেবকদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

কালের করাল প্রকোপে গত বর্ষে বঙ্গদেশ সাহিত্যসূর্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হারাইয়াছে, ইনি আমাদের সহিত বিশিষ্ট-সদস্য ও ভূতপূর্ব্ব সহকাবী সভাপতিরূপে সম্বন্ধবদ্ধ ছিলেন। আর

বর্দ্ধমানাধিপ স্তর বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর আমাদের বান্ধব-সদস্ত এবং মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ অধ্যাপক-সদস্ত, এবং উভয়েই পূর্ব্বতন সহকারী সভাপতি—অকালে মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের তিন জনের তিরোধানে বঙ্গের—বিশেষতঃ এই পরিষদের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। আমরা নানা সভায় সম্মিলিত হইয়া ইঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্তে তর্পণ করিয়াছি।

সাধারণ-সদস্তদের শ্রেণীতে অনেক নূতন ভদ্রলোক যোগদান করায় গত বৎসরে সদস্ত-সংখ্যায় নীট ২০ জন বেশী হইয়াছে।

এই সংপ্রবে কৃতী শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু তাঁহার অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের অতি মূল্যবান্ তৈলচিত্র পরিষৎকে উপহার দিয়া পরিষদ্ মন্দিরের গৌরব এবং পরিষদের কৃতজ্ঞতার ঋণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাঁহারা এই চিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারাই প্রতিকৃতিকারের নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

আমাদের গত বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার আট খণ্ড, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ) ও চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ৩য় সংস্করণ বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ আদরণীয় বস্তু। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে "রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার" স্বর্ণপদক দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক বদান্যতাবশে ঐ পদকের মূল্য পরিষদ্‌কে দান করিয়াছেন। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ৺অধর মুখোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডার হইতে "তন্ত্র ও বাংলা" বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমাদের পুস্তকালয়ের অমূল্য ভাণ্ডারের বৃহৎ পুস্তকতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। যে শত শত বিদ্যার্থী এই পরিষদ্‌পাঠাগারে গবেষণা অথবা চিত্তবিনোদের জন্য প্রত্যহ সমবেত হইয়া জ্ঞানচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকতালিকা হইতে বিশেষ সুবিধা ও সময় সংক্ষেপ হইবে। মফস্বলের সদস্তগণও এই তালিকা পাইয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগার হইতে সম্পূর্ণ উপকার লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

ঝাড়গ্রামের বদান্য কুমার নরসিংহ মল্লদেবের প্রদত্ত তহবিল হইতে বঙ্কিম ও মাইকেল-গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের ফলে প্রায় ছয় হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। বঙ্গদেশ এই পরিষদের শ্রমফল গ্রহণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই তহবিলের অর্থে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। যুদ্ধভীতিতে আমাদের পরিষদের অতীব দুষ্প্রাপ্য পুথি ও পুস্তকগুলি মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের অনুগ্রহে কাসিমবাজার রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্রের অনুগ্রহ তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের নিকট পাইতে থাকিয়া এই পরিষদের কর্ম্মিগণ উৎসাহান্বিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

গত বৎসর আমাদের দুটি শাখা স্থাপন হইয়াছে,—একটি রাঁচী হিনুতে, অপরটি হাওড়া শিবপুরে।

আজ, এই পরিষদের প্রধান কর্মচারিরূপে আমি আমাদের সমস্ত বান্ধব, সদস্ত ও

দাতাদের চরণে আমাদের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি, এবং প্রার্থনা করিতেছি, যেন বর্ষে বর্ষে বাঙ্গালীর এই নিজস্ব জাতীয় পরিষৎ তাঁহাদের অনুগ্রহ, সদুপদেশ ও সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত না হয়, এবং আমাদের সাহিত্যসেবকগণ, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিবৃন্দ যেন সেই অনুগ্রহের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। ভগবানের কৃপায় পূর্ব্বাকাশের বজ্রনাদী ঘন মেঘ কিছু দিন পরে উড়িয়া যাইবে, বঙ্গে আবার শান্তির সূর্য্য দেখা দিবে এবং সাহিত্য ও কলা-কুসুম আবার বিকশিত হইয়া জাতীয় দেহে নব জীবনরস ঢালিয়া দিবে।